অগ্নিশিখা

(চার অঙ্কের নাটক)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

নাট্যনিকেতনে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ১৪ই পৌষ,—রাত্রি সাড়ে সাতটা

প্রকাশক—

শ্রীভূবনমোহন মজুমদার

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা

এক টাকা আট আনা

[illegible]

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল

মেটকাফ্ প্রেস

৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা

অগ্নিশিখা

ভূমিকা

নাটকীয় ব্যাকরণ অনুসারে এ বইখানি লেখা নয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সুবিধা ও সম্ভাবনার কল্পনাতে এইটাকে খাড়া করা হয়েছে।

কালধর্ম্মে যেমন সমাজের গতি বদল হয়; সেই কালের হাওয়ায় ব্যাকরণও বোধ হয় বদল হওয়া স্বাভাবিক। ইংরাজীতে যাকে Naturalistic Play বলে, অর্থাৎ প্রকৃতি-পন্থী খেলা বলে, এই বইখানি তাই। পাঠক সহজ ভাবে সেইটুকু গ্রহণ করলেই আমি পরম তৃপ্তি লাভ করব।

শেষে এই কথাটা বলায় আমার বিশেষ আনন্দ যে, আমার সহকর্ম্মী শ্রীমান ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী এই নাটকের রচনা-পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, এমন কি দুটো দৃশ্যের ভাব-পরিকল্পনা তাঁর নিজস্ব।

ছাপায় কিছু ভুল আছে, আমার অসুস্থতা ও অনবধানের ফলে তা ঘটেছে—আশা করি পাঠকবর্গ নিজগুণে সে দোষ মার্জ্জনা করে নেবেন।

ইতি—

সত্যেন গুপ্ত

পরমকল্যাণীয়া—

শ্রীমতী ইলা গুপ্তের

হাতে দিলাম

ইতি—

তোমার দাদু

তারিখ—পৌষ ১৩৪৬

কলিকাতা।

পরিচালক	...	শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র গুহ
নাট্যপরিচালক	...	শ্রীযুত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
প্রযোজক	...	শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র গুহ
সঙ্গীত পরিচালক	...	শ্রীযুত অমর বসু
মঞ্চ পরিচালক	...	শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ দাস
হরিশ	...	নির্ম্মল লাহিড়ী
নির্ম্মল	...	ছবি বিশ্বাস
মিঃ রায়	...	জিতেন গাঙ্গুলী
বিহারী	...	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
নিখিল	...	ভুপেন চক্রবর্ত্তী
গদাই সরকার	...	কুঞ্জ সেন
পঞ্চানন	...	ধীরেণ পাত্র
যুবক	...	আদিত্য
ডাক্তার	...	পশুপতি সামন্ত
বদরী	...	মধু বন্দ্যোপাধ্যায়
গগণ	...	জীবন চট্টোপাধ্যায়
দেঁতো	...	অমূল্য হালদার
সন্তোষ	...	কার্ত্তিক সরকার
রতন	...	রাধারাণী
উমা	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
নীলা	...	" বেদানাবালা
নিখিলের মা	...	" সুবাসিনী (আহ্লাদী)
নির্ম্মলের মা	...	" সুশীলা (বড়)
দীপ্তির মা	...	" মনোরমা
দীপ্তি	...	" উমা
নীরা	...	" মায়া
শীলা	...	" অপর্ণা

অগ্নিশিখা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাট্যসংস্থাপন

হরিশবাবুর ড্রয়িংরুম। ঘরের বাঁদিকে দু'টো দরজা, ডানদিকেও দু'টো দরজা। ডানদিকের দরজা দিয়ে বিহারীবাবুর অংশে যাওয়া যায়। ব্যাকড্রপের দিকে দুটো জানালা, মাঝখানে একটা দরজা। দরজার পিছনদিকে বারান্দায় আসা যাওয়া যায়। সব দরজাতেই নীল রঙের ভারি পর্দ্দা টাঙান। আর জানালা দু'টোয় সাদা ফুলকাটা ক্রেপের ঝালোর দেওয়া স্ক্রীন। ব্যাকড্রপের দরজার মাথায় একটা বড় ক্লক। দেয়ালের ফাঁকে-ফাঁকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অয়েলপেন্টিং ছবি টাঙান। কোণে-কোণে কাঠের ফুলকাটা কর্ণার তাতে পেতলের কারুকার্য্য-করা ভাসের মধ্যে ফুলের গাছ, তাতে গোটাকতক লাল রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। ঘরের মেঝেতে একখানা সবুজ রঙের কার্পেট পাতা—মাঝখানে একটা টেবিল। তার ওপর খানকয়েক খবরের কাগজ ও বিলিতী ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন। টেবিলের এপাশে ও ওপাশে ক-খানা চেয়ার তার ওধারে একখানা

সোফা। তার দু'পাশে দু'টো ছোট গোল টেবিল আধুনিক ধরণের, তার ওপরে দু'টো অ্যাশ-ট্রে ও দেশলাই রাখার ষ্ট্যাণ্ড। ডানদিকে দেয়ালের কাছে একটা টেলিফোন, তার নীচে একটা ছোট টেবিল।

যবনিকা উঠলে দেখা গেল যে, ঘরটা আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা। তখনও ভোর ঠিক হয়নি, একটু-একটু আলোর আভা সবে আসছে। ক্রমে আলোটা বাড়তে লাগল। পাশের ঘরে অর্গ্যান বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে গান। উমা আর উমার ছোট ভাই রতন গান গাইছে।

আগে অর্গ্যানটা শুধু বাজছে...তারপরেই উমার গলা—উমার দ্বিতীয়বার সুর ধরার সঙ্গে সঙ্গে রতন গেয়ে উঠল।

[ব্যাকড্রপের দরজার পর্দ্দা ঠেলে কাগজওয়ালা দু'খানা খবরের কাগজ রেখে দিয়ে গেল টেবিলের ওপর। গান চলেছে।]

আগুনের পরশ দিয়ে
জাগাও প্রাণে নতুন তান,
বাধা-বাঁধন যাক্ সে জ্বলে
উঠুক অনুরাগের গান।

(গান গাইতে গাইতে—উমা পাশের ঘর থেকে ড্রয়িংরুমে এসে খবরের কাগজখানা পড়তে লাগল। নেপথ্যে পাশের ঘরে রতন তখন গাইছে...]

দুঃখ পড়ুক পায়ের তলে,
কাঁটার ওপর যাব দলে—

উমা। হ'লনা রতন, ভুল হ'ল আবার গা।

(উমা কাগজখানা দেখতে দেখতে পাশের ঘরে আবার চলে গেল। গিয়ে রতনের সঙ্গে গাইতে লাগল)

দুঃখ পড়ুক পায়ের তলে,
কাঁটার ওপর যাব দলে',
দুখের প্রান্তে জয়ের মালা
তোমার গলে করব দান···

(শেষেরকলি গাইতে গাইতে উমা আবার ড্রয়িংরুমে ফিরে এল)

ধন্য হবে অগ্নিশিখা
প্রেমের লিখায় অবসান।

উমা। রতন আজকে থাক এখন, পড়া করগে যা, চা হয়ে গেলে, আমায় ডাকিস্···

(রতন পাশের ঘর থেকে গাইতে গাইতে এসে, এ ঘরে এসে থেমে গেল)

রতন। দিদি! আপিসের ব্যায়রা এসেছে, বাবাকে ডাকছে।

উমা। (উঠে গিয়ে দরজার কাছে গেল) কে? অ! বাবা এখনত বাড়ী নেই, তুমি একটু পরে এস।

(নেপথ্যে—নীলা—"অ রতন! রতন! অ উমি!")

রতন। যাই মা—মা মা···

[রতন আগিয়ে যাবে, এমন সময় নীলা প্রবেশ করলে। রতন গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে···"মা! মা!"]

নীলা। চল খাবি চল···কে ডাকছিল রে! আপিসের

ব্যায়রা? এত সকালে! চলে গেছে? তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলিনি কেন?

উমা। ব্যায়রাকে কি জিজ্ঞাসা করব?...সে কি মনে করবে? তুমি যেন কি—মা!

নীলা। না বলেত—কোথাও কখন যায় না। কিছু বুঝতে পারছিনি। কোন বিপদ-টিপদ ঘটল নাকি!...

রতন। (মার কাপড়ের আঁচলটা হাতে জড়াতে জড়াতে) —মা! মা! মা!

নীলা। আয়! চা খাবি আয়...আয় রে উমি!

উমা। যাচ্ছি—কাগজখানা দেখেই যাচ্ছি চল...

(খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে আবার পড়তে লাগল)

[ডানদিকের দরজার পর্দ্দা সরিয়ে প্রবেশ করলে শীলা]

শীলা। উমাদি! আমাদের কলেজে একটা চ্যারিটী পারফরম্যান্স্ হবে—তাতে দীপ্তি নীরা এরা play করবে।

উমা। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে···

শীলা। কই?

উমা। এই যে...দীপ্তির নাম দিয়েছে—দীপ্তির মা···

শীলা। অর্গ্যানাইজ করছেন···উমাদি! তোমাকে একটা কথা, বলব মনে করছিলাম···

উমা। কি কথা রে?

শীলা। কিছু মনে করবে নাতো?

উমা। কি এমন কথা! যে, মনে করব!

শীলা। তুমি যে, দীপ্তি-নীরাকে পড়াও…গান শেখাও, তা…যখন তাদের কাছ থেকে…

উমা। (ভ্রুটা কুঁচকে) তাদের কাছথেকে নিই বলে, তোর কাছ থেকেও নিতে হবে নাকি ? নিই যে, একথা বোধ হয় দীপ্তিই বলেছে ?

শীলা। হ্যাঁ। দীপ্তির কাছেই শুনেছি…তাই বাবা বলছিলেন যে,…

উমা। জেঠামশায়ের কাছে তুই এ কথা বললি কেন… একথা আর ত' কেউ জানে না, বাবাও জানেন না—মা শুধু জানে। দেখ্ বাবা যেন জানতে না পারেন। বুঝলি…

শীলা। পাগল, কাকাকে আমি এ কথা কখন বলতে পারি…

উমা। সন্তু জানে ?

শীলা। না আমি আর কাকেও বলিনি উমাদি !

উমা। কি করব ভাই, আমার নিজের সব খরচ কুলিয়ে উঠতে…

শীলা। That's all right…after all it is not bad… one must have her own ways…থাক্ গে ও কথা—হ্যাঁ উমাদি…আমাকে সেই গানটা আর একবার দেখিয়ে দেবে… আজ আমাদের রিহার্স্যাল আছে, আমাকে আবার একটা পার্ট করতে হবে…

উমা। কোন্ গানটা রে ? ও সেইটে !…

যেন চকাচকীর ভালবাসা।
এপার হতে ডাকে পিয়া আয়
ওপার হতে যায়না আসা…
যেন চকাচকীর ভালবাসা…

(শীলা একবার, উমা একবার গাইতে লাগল
কিন্তু শীলা ভাল গাইতে পারে না)

চকা ফিরে নদীতীরে
ডাকে পিয়া আয়—পিয়া আয়
চকী ভাসে আঁখিনীরে
কাঁদে পিয়া কোথায়! কোথায়!
মিলনে বিরহ মাগে বিরহে মিলন আশা…
(যেন চকাচকীর ভালবাসা)
আঁধারে আলোতে যেন মিলিতে সে কি পিযাসা!

[ব্যাকড্রপের জানালার স্ক্রীন সরিয়ে নিখিল উঁকি মারছিল একবার করে স্ক্রীনটা টানে আবার সরে যায়]

(নেপথ্যে সন্তোষ "শীলা বাবা ডাকছেন")

শীলা। যাই দাদা! চল্লুম উমাদি—বিকেলে কলেজ থেকে এসে কথা কইব অখন…কেমন?

উমা। আচ্ছা, এসব কথা আর কাকেও বলিসনি ভাই! দেখিস্—বাবা শুনলে একটা…

শীলা। বলব না উমাদি, আমি কাকেও জানাব না।

(শীলার প্রস্থান)

(নেপথ্যে নীলা—কইরে উমা, অ-উমি!)

উমা। যাচ্ছি মা, এই শীলার সঙ্গে...

[উমা উঠে চলে যাবে, এমন সময় নিখিল দরজার পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে ফরাসী ভঙ্গীতে উমাকে অভিবাদন করলে।]

উমা। (বিরক্ত—হাসি ও কৌতুকের ভঙ্গীতে) ও আবার কি নিখিল দা!

নিখিল। Charming উমা দেবী···Princess Charming!

(তারপর মাথাটা একবার চুলকে এদিক ওদিক চেয়ে)

একটা—একটা—একটা···

উমা। মাথাই চুলকাচ্ছ কেন, আর একটা—একটা করছ কেন?

নিখিল। একটা কথা বলছিলাম যে···

উমা। (কৌতুহল ও সন্দেহের ভাবে) কি কথা বলতো...

নিখিল। এই বলছিলাম, তোমার যে চেহারা, আর মিষ্টি গলা, তা আজকাল ত অনেকে সিনেমায় জয়েন করছেন···

উমা। অনেকে করছেন বলে কি...

নিখিল। You could make a name and fame as well. তুমি যদি আমাদের সিনেমায় জয়েন কর, really, একটা অপূর্ব্ব...

উমা। (তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে হেসে) নিখিল দা, তুমি দেখছি, একটা আস্ত পাগল···

নিখিল। By Jove, I am in earnest, really, তোমার মত beauty আর এই রকম··· তোমার জন্যে···

উমা। যাও যাও নিজের কাজে যাচ্ছ যাও…

(উমার কথার মাঝখানে সন্তোষ পিছনের দরজার পর্দ্দাটা একটু সরিয়ে দেখলে—দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলে। উমা ও নিখিল টের পেলে না)

কি পাগলের মত বকছ, নিখিলদা যেন কি—যাও যাও।

নিখিল। সত্যি বলছি উমা… তোমার দিব্যি। আমি একখানা বই produce করছি—তার হিরোইণ…হবে…

উমা। বাজে কথা রাখ নিখিলদা—তুমি তোমার কাজে যাও দিকিন্—কেন মিছিমিছি…

নিখিল। মিছে বলিনি উমা…তোমার মত girl পেলে cinema-worldকে…

(সন্তোষের প্রবেশ)

সন্তোষ। Would you please get off…

নিখিল। (ব্যঙ্গের সহিত ফরাসী অভিবাদনের ভঙ্গীতে) I would ask you the same question as well…হে হে! what right have you to… আমি ত মহাশয়ের…

সন্তোষ। Shut up… তোমার সব কথাই আমি শুনেছি…

উমা। কি করছ সন্তু! যেতে—যেতে দাও নিখিলদা…

নিখিল। দেখনা… হেঁঃ! আমি ওকে কিছু বলিছি…

সন্তোষ। তুমি এখান থেকে বেরুবে কি না? Say ye or ney, will'a?

নিখিল। Certainly not, না যদি যাই, কি করতে পার বন্ধু শুনি ?

সন্তোষ। (অগ্রসর হয়ে নিখিলের ঘাড়টা ধরে বার করে দিতে গেল। নিখিল ঘাড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে সন্তোষকে ধাক্কা দিলে উভয়ে তখন ধ্বস্ত-ধ্বস্তি করতে লাগল)

উমা। কি করছ সন্তু...আহা ! ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও ••

সন্তোষ। (নিখিলের হাতটা দুমড়ে ধরে) Apologise, I would never spare you, you scoundrel, you brute, apologise...

নিখিল। Never—a brute never apologises...... never...never...

উমা। কি বিপদ ! নিখিলদা, আমাকে মাপ কর, তুমি যাও, সন্তু ছেড়ে দাওনা—আঃ...

[ঝগড়া ও চীৎকার শুনে বিহারী বাবু, শীলা একদিকে, অন্যদিক দিয়ে নীলা রতন, পিছনের দিক দিয়ে সরকার বেহারা প্রভৃতির প্রবেশ]

নীলা। একি ! কি হয়েছে ? উমা !

বিহারী। কি কি সন্তু কি করছ, ছেড়ে দাও বলছি···

শীলা। দাদা কি করছ ?

সরকার। ব্যাপারটা কি মশাই···এ কি কাণ্ড !

সন্তোষ। I would never spare you, apologise, nasty brute...

উমা। না আমি যাই এখান থেকে, তোমরা যা খুশী তাই করগে...

বিহারী। সন্তু কথা শোন না কেন...এ কি হচ্ছে কি...

(নিখিলের মার প্রবেশ—পিছনে হরিশ টলতে টলতে এসে ঢুকল)

নিখিল-মা। ওরে অ হতছাড়া হাড়-হাবাতে, তোর কি লাজ-লজ্জা কিচ্ছু নেই রে...

হরিশ। Hey, you! What's up here? এসব হচ্ছে কি?

[নিখিলের মা দু'জনের মাঝখানে গিয়ে পড়ল—সন্তু ও নিখিল আলাদা হয়ে গেল। সন্তু তখন গর্জ্জনের ভঙ্গী করছে, নিখিল একটা তাচ্ছিল্য ও হিংস্র ভঙ্গীতে তাকিয়ে মাথার চুলগুলো পিছনের দিকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে।]

নিখিল। কেন বাবা! তোমরা যখন ইয়ারকী দাও, তখন কিছু হয় না, আমি দু'টো ভাল কথা বলতে গেছি...অমনি—

হরিশ। এই নিখিল! What's the matter? সত্যি-কথা বল, otherwise, I will...

(দাঁতে দাঁত দিয়ে ঘর্ষণ করে উঠল)

নিখিল। কিছু নয়—আমি উমাকে শুধু বলেছিলাম, যে আজকাল অনেক educated girl সিনেমায় জয়েন করছে, আর কোত্থেকে সন্তোষ এসে আমাকে তেড়ে মারতে এল...ওরা যখন...

হরিশ। What ?... অ ! I see...

উমা। নিখিলদা ওসব কি ? অমন ইতরের মত কথা···

হরিশ। থাম...যাও নিখিল যাও...তুমি...

বিহারী। This is awfully bad of you···এ কি অন্যায় অভদ্রতা সন্তু ..

হরিশ। যেতে দিন—যেতে দিন বেহারীদা...এখন বোধ হয় এই রকমই চলবে—

বিহারী। না—না এসব কি.. না...নিখিল তুমি যাও ত বাবা, যাও।...

নিখিল। মেয়ে রাত্তির তেরটার সময় সিনেমা দেখে ফিরছেন বন্ধুর সঙ্গে এতে দোষ হয় না—

হরিশ। নিখিল !

নিখিল। আজ্ঞে ! আমায় সত্যিকথা বলতে বলেছিলেন তাই বলেছি, আরো যদি সব বলি...হ্যাঁ...

হরিশ। What do you mean, what are you driving at ? অ্যাঁ !

নিখিল মা। ওরে অ হতভাগা তুই বের না এখান থেকে...

(নিখিলের মা নিখিলের হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে চলে গেল।)

সরকার। কে জানে মশায়, বাড়ী ভাড়ার জন্যে ওদের ক্রোক বসেছে···আজ ছ মাস এক পয়সা ভাড়া দেবার নামটা

নেই—বাপটা ত থাকে কোথায় পড়ে', আর ছেলেটার কীর্ত্তিটা একবার দেখুন, ছিঃ ছিঃ, এরা কি ভদ্দর লোক···ছ্যা...

হরিশ। তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, যাওনা এখান থেকে...সরকার মহাশয়! দেখুন ত আমার অফিসের বেয়ারাটা এসেছে কি না...আপনার টাকাটা দিয়ে দেব...

(সরকার চলে গেল।)

(নীলা উমাও রতনকে নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরের দিকে)

নীলা। (যেতে যেতে) মাগো! এ সব কি কাণ্ড তোদের অ্যাঁ।

উমা। আমি কিছু জানি নে মা, সত্যি বলছি, সন্তু শুধু শুধু ঝগড়া বাধালে···

(বলতে বলতে ভিতরে চলে গেল।)

বিহারী। না সন্তু! You have given me much pain আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছি, আমি অবাক হয়ে গেছি··· Whatever it may be, তুমি তার মধ্যে interfere করতে গেলে কেন ?

সন্তোষ। আপনারা situationটা বুঝলেন না...অথচ—

বিহারী। Situation! Situation!

হরিশ। কিছু না বেহারী দা·· এ আর কি you may call it an act of chivalalry···অ্যাঁ···হে—হে—হে··· and at the expense of my daughter···aint it সন্তু ?

হাহাহাহা···বেশ - so much for this Sir and ··
যাক গে ··

বিহারী। না না হরিশ তুমি মনে কিছু কর না ভাই···
Let me apologise....

হরিশ। আহা-হা বেহারী দা কি করছ...যাক্···যাক্ ··

বিহারী সন্তোষ ও শীলা অগ্রসর হল।)

শীলা। (সন্তোষের প্রতি যেতে যেতে) তোমার যদি কোন বুদ্ধি আক্কেল থাকে দাদা...এস

(হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কথা কইতে কইতে)

(সরকারেব সঙ্গে অফিসের বেহারার প্রবেশ)

হবিশ। এই চেক বই এনেছিস ?

বেয়ারা। হাঁ সাব্

হরিশ। (চেক সই করে' দিয়ে।) এই নিন সরকার মশাই...

সরকার। Thank you,...sir !

হরিশ। No mention please···হ্যাঁ দেখুন ওই কোনটায় চড়াই পাখীতে বাসা করে কি রকম জঞ্জাল জড় করেছে ওটা একটা লোক দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে দেবেন···

সরকার। আহা হা···বলেন কি···পাখীর বাসাটা ভেঙে দেব...

হরিশ। অ! পাখীরা ভাড়া দেয় না বলে তাদের জোর বেশী বুঝি···

সরকার। আজ্ঞে তা কেন…নিরীহ জীব…

হরিশ। আর মানুষ বুঝি ভারি হিংস্র না…ভাড়া না দিতে পারলে মানুষের বাসাত আইন দিয়ে বেশ ভেঙ্গে দিতে পারেন… মানুষের ওপর নেইক দরদ, দরদ যত বুঝি ওই উড়ো পাখীর ওপর আঁ্যা…

সরকার। আজ্ঞে কর্ত্তাদের হুকুম…তামিল…

হরিশ। বেশ হুকুম তামিল করতেই থাকুন…আমি কিন্তু বাসাটি ভাঙ্গব। উড়ো পাখীর ওপর আমার কিন্তু এতটুকু দরদ নেই…যান আপনি, আহাহা—পাখীর বাসা…

(সরকারের প্রস্থান)

শোন্, ওইখানে সা কোম্পানি বুঝলি…যাবি আর আসবি…দেখে আনিস…

(বেহারা চলে গেল)

[অন্যদিক দিয়ে উমার প্রবেশ ও অন্য দিকে টেলিফোন রিঙ্ করে উঠল। হরিশ উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলে। উমা এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

হরিশ। Hallow, speaking—yes…ছুটী নেই, তবে নিতে পারি, কেন? শিকার…বাঘ দেখা দিয়েছে…বাঘ।—তা ঠেঙিয়ে মারতে পার না…বড়…কোথায়? ডায়মণ্ড হারবার… তোমাদের ওখান থেকে মোটরে যাবে…well and good তা ideaটা অবিশ্যি মন্দ নয়…Right'O—হাহাহাহা, ভাল কথা—হ্যাঁ

তোমাদের ও বিলে snipe পাওয়া যায় না? যায়...আচ্ছা আচ্ছা!

(টেলিফোনটা রেখে দিলে)

(মুখ ফিরিয়ে উমাকে দেখে) কি, আবার এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

উমা। তুমি কাল রাত্রিরে এলে না, সব খাবার-দাবার পড়ে রইল। মা patty তৈরী করে রাখলে, গরম ভেজে দেবে, মার রাত্তিরে খাওয়াই হল না।

হরিশ। তোমার মার—রাত্রিতে একবারে খাওয়াই হল না বটে? হুঁ।

উমা। তুমি অমন করে কথা কইছ কেন বাবা, তোমার কি হয়েছে?

হরিশ। Nothing, my child! কিছু না...যা কার হয় না, তাই আমার হয়েছে...

উমা। তুমি রাত্রে এলে না কেন, কোথায় ছিলে?

হরিশ। কেন? তোমার কি দরকার? উঁ! পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম—খোলা হাওয়ায়—রাতটা মন্দ কাটল না...

উমা। তোমার পায়ের জুতো কোথায় গেল?

হরিশ। জুতো—জুতো! I see some one else, has stepped into my shoes....জুতোর ভেতর পা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে গেছে, বোধ হয়, জানতে দেয় নি...

[নেপথ্যে বেয়ারা—আয়া সাব]

—যাও ভেতরে যাও।

উমা। বাবা! (কেঁদে উঠল)

হরিশ।—Why do you cry? এঁ! চোখে জল কেন? মাও মরেনি। বাপও বেঁচে? আঃ! যাও এখান থেকে...

[ছুটে রতনের প্রবেশ। হরিশের ভঙ্গী দেখে থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে।]

রতন। বাবা তুমি কাল কোথা গিছলে বাবা?

হরিশ। যমের বাড়ী!

(নীলার প্রবেশ)

নীলা। বালাই ষাট··ছেলেকে মানুষ অমনি করে কথা কয় নাকি?

(রতন গিয়ে মার কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল)

হরিশ। এখানে আবার কেন?

নীলা। সারা রাত্তির বসে, খাবার-দাবার রইল পড়ে।...

হরিশ। সংসারটা তাহ'লে বেশ ভাল করেই দেখছ, গিন্নী! অ্যাঁ।

উমা। বাবা অমন করে কথা কইছ কেন?

হরিশ। তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেছে কি... রতনবাবু! জামার হাতটা বুঝি চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে ...চিলটাকে ধরতে পারলে না রতন বাবু!

(রতন আরো ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে রইল।)

নীলা। আমার মরণটা হয়ত বাঁচি।

হরিশ। খুব সহজ কথা...এখন যাও দিকিন, এখান থেকে, আর ঠোঁট ফোলাতে হবে না রতন বাবু...

(নীলা, উমা ও রতনের প্রস্থান।)

এই নিয়ে আয়, রাখ।

[বেয়ারা পিছনের দরজা দিয়ে এল।]

রাখ···শোন এই ব্যাঙ্কের পাশ বই, চেক বই, সব বড় সায়েবের হাতে দিবি, বুঝলি, আর বলবি আমি আজ অফিসে যাব না···মাইনের চেক, সব সই করে দিয়েছি, Cashier বাবুর কাছে, সব দিয়ে দিবি। বুঝলি।

বেয়ারা। আজ্ঞে হাঁ হুজুর!

হরিশ। আর শোন আমার বড় বন্দুকটা বার করে সাফ করে ঠিক করে রাখবি, খানিক পরে আমার সঙ্গে নেব···এই নে চাবি···

[বেয়ারার প্রস্থান]

[হরিশ ফ্লাস্কের মুখটা খুলে, গলায় খানিকটা ঢালছে, এমন সময় উমা আবার প্রবেশ করলে। উমাকে দেখে ফ্লাস্কটা পিছনের দিকে সরিয়ে রাখলে।]

উমা। বাবা। ওঠ, চান-টান করবে চল, বেলা হয়ে গেল যে...

হরিশ। আবার এয়েছ গোলমাল করতে, হোক না বেলা, আমি ঠিক সময়ই যাব এখন···

উমা। তুমি এস না বাবা।

হরিশ। যাব অখন-যাও—যাও, নিজের পড়াশোনা করগে না Examinationত' মাথার ওপর ঝুলছে···

[ডান দিকের দরজার পর্দ্দা সরিয়ে সন্তোষ আসছিল।]

কে সন্তোষ! এস এস,···আচ্ছা তুমি এখন যাও দিকিনি...

(সন্তোষ ধীরে ধীরে এল। উমা সন্তোষকে দেখে মুখ ভার করে—তার দিকে তীব্রভাবে তাকাতে তাকাতে পাশের ঘরে চলে গেল। সন্তোষ এসে দাঁড়াল অত্যন্ত কুণ্ঠা ও লজ্জায় অবনত ভাবে) দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস সন্তোষ।

সন্তোষ। আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আমি হঠাৎ রাগের...

হরিশ। হ্যাঁ হ্যাঁ রাগ জিনিসটাই চণ্ডাল, রাগের মাথায়, মানুষ খুন পর্য্যন্ত করে ফেলে...এর আর বিচিত্র কি...অ্যাঁ। তারপর?

সন্তোষ। দেখুন এই নিখিলটা একটা nuisance হয়ে উঠেছে। অতি পাজী...

হরিশ। I see, তারপর ?···Well, what next···

সন্তোষ। ও আজ কিছু দিন ধরে, প্রায় মাস দু'তিন হবে উমার পিছনে এমন লেগেছে···

[পাশের ঘরের পর্দ্দার আড়ালে উমা দাঁড়িয়ে ছিল এই কথাটা শুনেই সে সোজা সন্তোষের দিকে অগ্রসর হয়ে এল]

উমা। কেন সন্তু। তুমি মিথ্যে-মিথ্যে নিখিলদার নামে সব লাগাচ্ছ ;

সন্তোষ। কিছুত লাগাই নি উমা !

উমা। এইত বললে বাবার কাছে···What do you mean by that, নিখিলদা যদি কিছু বলেই থাকে...that's my look out···তুমি কেন ?···

হরিশ। তুমি ভেতরে যাও দিকিন, তোমার কাছে কেউ কৈফিয়ৎও চায় নি, এটা আদালতও নয়, তোমাকে কেউ এজাহার দিতেও ডাকে নি ··

উমা। কিন্তু সবটাই আমার ওপরে reflection আসছে··· আমাকে নিয়ে কথা হবে কেন···ন্যায় অন্যায় যদি থাকে, তার বিচার তুমি করবে—মা করবে···Who is he and what is he···ও কেন interfere করতে আসে···

হরিশ। আচ্ছা ! আচ্ছা ! তুমি যাও দিকিনি এখান থেকে...

উমা। আমার সম্বন্ধে সন্তু কোন কথা যেন না আর কয়··· I dont like it···

হরিশ। তোমার likes and dislikes নিয়েই সংসার চলছে না...

উমা। আমার personal···

হরিশ। আঃ আবার কথা কইছ? তুমি এখন যাও দিকিনি, এখান থেকে।

[অত্যন্ত উদ্ধত ও তীব্র ভাবে তাকিয়ে উমা সেখান থেকে চলে গেল।]

হরিশ। হুঁ! আচ্ছা সন্তোষ বলতে পার মানুষ কেন মিছে কথা কয়?

সন্তোষ। নিজের অন্যায়টা লোকের কাছে লুকোবার জন্যে।

হরিশ। কিন্তু মিথ্যে দিয়ে কি, সত্যিকে কখন চাপা দেওয়া যায়•••

সন্তোষ। তা কি করে যাবে।

হরিশ। যায় না—তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখলে ত'? তুমি নিজেই দেখলে—সংসারে কিছুই লুকান যায় না•••

সন্তোষ। ঠিক বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমাকেই •••mean করছেন•••

হরিশ। I mean what I mean, আমার মেয়ে তোমাদের সঙ্গে•••হে-হে-হে-হে•••so far so good•••মেয়েকে অতবড় করে এক সঙ্গে লেখা পড়া শেখাচ্ছি যখন, তখন ওটা যে হবে, এটা অবিশ্যি আমার ভাবা উচিৎ ছিল•••আচ্ছা তুমি আর কখন কিছু দেখনি•••সত্য বলবে•••

সন্তোষ। কি দেখার কথা বলছেন?

হরিশ। এই তোমার মতন—আচ্ছা তোমার কথাটা না হয়, একেবারে বাদই দিলাম, অ্যাঁ! তোমাকে আর লজ্জা দিয়ে কোন লাভ নেই—এই উমা আর কার সঙ্গে—কিম্বা আমি যখন বাড়ীতে থাকিনি না, তখন আর কেউ আসে এখানে জান অ্যাঁ? I want a positive proof···Say straight··· সোজা বল···অ্যাঁ।

সন্তোষ। আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন, না-না, আমি যাই···এসব কি, না···না।

(সন্তোষ উঠে চলে যাচ্ছিল)

হরিশ। Hey, look here সন্তু! আমার সংসারের মধ্যে এসে তোমরা এই সব কেলেঙ্কারীর কথা তুলবে অথচ জিজ্ঞাসা করলে বলবে না, এর মানে কি···Do you think me an imbecile.···

সন্তোষ। না-না তা কেন--

হরিশ। তবে···

সন্তোষ। আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনিই ভেবে দেখুন যে, এ-সব কথা নিয়ে...

হরিশ। But it pierces me like a red-hot iron পোড়ান লোহার ফালের মত আমার বুকের ভেতর বিঁধছে··· আমার ছেলে আমার মেয়ে, আমার সংসারের এদের নিয়ে এই সব...ওঃ This is awfull—awfull my boy!

[অত্যন্ত যন্ত্রণার ভঙ্গীতে দু'টো হাত মুচড়ে-তুমড়ে রগড়াতে লাগল।]

সন্তোষ। আপনি ও-ভাবে কথাটা নিচ্ছেন কেন? ভুল বুঝবেন না…

হরিশ। ভুল!…অ। আচ্ছা সন্তোষ তোমার কি মনে হয় যে, মদ খেয়ে খেয়ে আমার মাথাটা কেমন বিগড়ে গেছে… I am conscious of that, I know it's a disease, it is in the family…তিন পুরুষ ধরে মদ খেয়ে আসছি, quite likely…হতে পারে।

[ফ্লাস্ক থেকে মদ গলায় ঢালতে লাগল]

সন্তোষ। করছেন কি, আর খাবেন না…

হরিশ। But I can't resist, you see…

[আবার মদ গলায় ঢাললে]

সন্তোষ। করছেন কি…

হরিশ। Do you laugh at me sir,…

সন্তোষ। না-না হাসব কেন…

হরিশ। তোমার চোখ বলছে তুমি হাসছ don't deny it হ্যাঁ, হ্যাঁ হাসবে বৈকি—হাসবেইত পড়শীরা মজাই দেখে, আচ্ছা হাস [হরিশ টুপীটা ও ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে বাহিরের দিকে চলে যেতে গেল।]

সন্তোষ। কোথায় যাচ্ছেন শুনুন?

হরিশ। বিরক্ত ক'র না Te be or not to be···

সন্তোষ। একটা কথা।

হরিশ। Don't disturbe me—go your way···eh।

সন্তোষ। [পিছনে পিছনে] শুনুন শুনুন একটা কথা শুনুন, দেখুন [পিছনে পিছনে চলে গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব দৃশ্যের ব্যাকড্রপের দরজা ও বারান্দা কক্ষের বাঁদিকে পড়েছে। ব্যাকড্রপের দিকে তিনটা জানলা, তার ধারেই একখানা খাট আধুনিক ধরণের কারুকার্য্য করা। ডান দিকে দেয়ালের পাশে একটা ছোট টেবিল, একপাশে একখানা রকিং চেয়ার। খাটের মেঝেতে একখানা সাদা গালছে পাতা। বেশ সাজান ঘর।

(নীলা ও উমা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ভাবে কথা কইছে)

নীলা। তা আমিই বা এখন কি করি তাই বল্।

উমা। আমি আর কি বলব মা। তুমি বললে কথা শোন না। বাবাকে এ-সব লুকোবার কি দরকার ছিল।

নীলা। সব জেনে-শুনে তুইও যদি, ও-কথা বলিস্

উমা। বলছি কি সাধ করে, ভালর জন্যেই বলছি, তিনখানা ভারি ভারি গয়না তুমি নষ্ট করলে, মনে কর' না মা যে, মেয়ে তোমার গয়নায় লোভ করছে, তা নয় বাবা টের পেলে, কি জবাব দেবে তখন?

নীলা। তাঁর কাছে কি করে বলি বল ?

উমা। বলতে তোমার আপত্তিই বা কি ?

নীলা। আমার আপত্তি কি, গগন যে জানাতে চায় না, বলে লজ্জা করে, তারপর যদিই বা বলি, ও যে আড়বোজা লোক—তারপর কি করতে কি হবে—

উমা। অন্যায় ত কিছু করনি যে. তোমার সে মাথা কেটে নেবে তবে ?—এদিকে এই দিন-রাত্তির সশঙ্কিত হয়ে থাকা—পাড়ায় এই নিয়ে কথা—শীলা সেদিন জিজ্ঞাসা করছিল, অথচ আমার জবাব দেবার কোন উপায় নেই, বললেই জানাজানি হবে, কি মুস্কিলেই যে আমি পড়েছি। আমাদের মত সংসারে মাসে একশ করে টাকা জোগান দেওয়া কি মা সোজা কথা—তুমিই বুঝে দেখ না কেন ?

নীলা। ভাল করে বুঝিয়ে বলারও ত একটা সময় চাই, এক আফিসের সময় ছাড়া সব সময়ইত মদ নিয়ে—

উমা। ও পুরোণো বাসি কথা তুলে লাভ কি মা—আমি বলব তুমি শোধরাতে পারনি—মেয়ে কিছু বাপকে শাসন করতে পারে না, সে পার তুমি, থাক সে কথা, তবে একথা মা বলতেই হবে যে তুমি নিজের দোষে…

নীলা। কেন আমি কি কোনদিন তাঁকে অশ্রদ্ধা করেছি, বাঁদীর মত সংসার করছি, আমার অপরাধটা কি…

উমা। ওইত কুয়ের গোড়া, নিজেদের বাঁদীর মত মনে কর' কেন…

নীলা। কি জন্যে সারারাত সে বাড়ী এল না, কাল রাত থেকে, কাল রাত থেকে কেন—আজ কিছুদিন ধরেই মদের রেলাও যেমন বেড়েছে, তেমনি···সবই...সেদিন রাত্রে রত্নাকে আদর করতে করতে হঠাৎ বাঘের মত মুখ চোখ করে উঠল। মদই খাক, আর যাই করুক কখন ছেলে-পুলেকেও এমন করেনি। থাকে থাকে আমার ওপর এমন করে ওঠে···আজ তুই যদি আমার ছেলে হতিস···

উমা। মেয়ে হয়ে তোমার কি অসুবিধা করেছি মা, আমাকে আর কি করতে বল। ছেলে হলে তার জন্যে কি খরচ লাগত না···বি-এ পাশ করে, আজ ক'বছর তোমার কাছ থেকে একটা পয়সা নিইনি—রতনের স্কুলের খরচা পর্য্যন্ত তোমায় দিতে হয় না, অথচ বাবা জানেন যে, তিনি এই সব খরচ জুগিয়ে আসছেন···বুঝে দেখ...

নীলা। রাগ করছিস কেন, বুঝেই বা কি করব...বল, গায়ের গয়না খুলে দিলে এখনি টের পাবে...

উমা। টেরত একদিন পাবেই মা, তার চেয়ে বাবাকে সব কথা খুলে বল—টাকার জন্যে বলছি না, আমার টাকা, তোমার টাকা, কি বাবার টাকা, কি ভিন্ন, তা নয়...আর তাইবা কেন, নির্ম্মলকে বললে, বিশ পঞ্চাশ একশ কেন, হাজার দু'হাজার চাইলে সে এখুনি দেয়, আমি জানি, তা বলে তার কাছে টাকা চেয়ে মাথা হেঁট করতে যাব কেন বল। সে আমি পারব না···

নীলা। গগনকে যে বিকেলেই আসতে বলেছি, টাকা না পেলে সেই বা চেঞ্জে যায় কি করে।

উমা। বললামত ফেরবার সময় টাকা পোষ্টঅফিস থেকে এনে দেব—তবে আমার হাতে আর একটা পয়সাও থাকবে না। সামনে মাথার ওপর একজামিনেসন...সন্তু সকালে আজ এমন কাণ্ড করলে যে, সকালটাই আমার নষ্ট হয়ে গেল..

নীলা। তা তুই ওদের সঙ্গে ওরকম মিশিস কেন?

উমা। ভালরে ভাল, এক কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাস, দুটো কথাবার্ত্তা থেকে যে এতবড় একটা অনাসৃষ্টি হবে এ আমি কি করে জানব...আর সন্তু যে অমনি করে তার সঙ্গে মারামারি করবে এ আমি জানব কি করে বল? না, আমি তাকে বলে দিয়েছি।

নীলা। উনি যাচ্ছেন কোথায়...

উমা। তাত বুঝতে পারলাম না...টেলিফোন এয়েছিল, শুনলাম শিকারে যাবেন ডায়মণ্ডহারবার না কোথায়...

নীলা। অ! তাহলে আজ মদটা সারাক্ষণই চলবে ভাল।

উমা। সেটা তোমারই দেখা উচিত ছিল মা...আমি কেবল ভাবছি, আমার এই পড়ান গান-শেখান এসব যদি বাবা টের পান, তবেত আস্ত রাখবেন না, আমিও বাবাকে লুকিয়ে ভাল করিনি, তুমিও ভাল করনি, এ আমাদের বলাই উচিত ছিল...

(নেপথ্যে বাঁদিকের বারান্দার নীচে থেকে একটা বেদেনী ডাকছে)

বাত ভাল করি··
দাঁতের পোকা বার করি
উড়ো মন নিয়ে ঘর করি—

ওই নাও আবার এই সময় সেই বেদেনীটা এসেছে. .আঃ তুমি এত ও জান মা, আমি গিয়ে বারণ করে আসি...

(উমা বারান্দায় গিয়ে হাত নেড়ে কি ইসারা করলে)

নীলা। ওকে গগণের জন্যে ওষুধ আনতে বলেছিলাম...

উমা। যক্ষ্মার ওষুধ বেদেনীতে দেবে, তুমি পাগল না কি মা•••

[নেপথ্যে রতন—"মা জল দিয়ে যাও—ওমা মা!"]

নীলা। যাচ্ছি দাঁড়া দিচ্ছি রে!

উমা। আমি যাচ্ছি রতন জল দিচ্ছি ভাই···

[উমা অগ্রসর হয়ে যাবে—বারান্দার দিক দিয়ে, অমনি সামনে হরিশ রতনের হাত ধরে এসে দাঁড়াল, কাপড় বদল করা হয়ে গেছে। হাতে একটা চায়ের পেয়ালা। উমা থতমত খেয়ে গেল]

হরিশ। What's the idea? ব্যাপারটা কি বলতে পার? নিজের সংসারটাত দেখছি, ভাল করেই দেখছ। চাটাত দেখছি বড় মানুষের বাড়ীর, এখনওত এত টাকার গরম হয়নি যে চায়ে বরফ দিয়ে খাব। I want to know what's the idea? অ্যাঁ।

উমা। (চায়ের পেয়ালাটা হরিশের হাত থেকে নিয়ে।) আমি চা এখনি করে দিচ্ছ বাবা···রতন জল খেয়েছিস ?

(রতন ঘাড় নাড়লে)

আয় আমি দিচ্ছি··· (রতনকে নিয়ে উমার প্রস্থান)

হরিশ। ছেলেটাকে বাসি খাবারগুলো দিয়ে এসেছ খেতে, এক গেলাস জল দেবার ফুরসৎও হয়নি—অঁ্যা। এত কি কাজে ব্যস্ত গা গিন্নী, এত কি কাজ···ওদিকে রান্নাঘরে উনুন গাঁ-গাঁ করছে···জিনিষপত্তর পড়ে, ব্যাপারটা কি ?

নীলা। ব্যাপার আবার কি ? কাল বাড়ি এলে না—খাবারগুলো রয়ে গেছে, উমা আবার ওবেলা নির্ম্মলের ওখানে যাবে, ওর মা খেতে বলেছেন—কি রান্না চড়াব, তোমার আসা দেখে···

হরিশ। অ!··(নীলার দিকে একটু বাঁকা হাসির ভঙ্গী করে তা।কয়ে) অ! তা বেশ!··সংসারটা বেশ ভালই চলেছে বলতে হবে। মেয়ে রাত্তির তেরটার সময় সিনেমা দেখে বন্ধুর সঙ্গে ফেরেন, ছেলের জামার হাতটা চিলে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নেয়—অবিশ্যি এটাও বলতে পার যে, মাতাল বাপ যখন বাড়ী থাকে না, পথে পড়ে থাকে—আর প্যাঁচায় যখন তার জুতো-জোড়াটা নিয়ে যায়, তখন হ্যাঁ—বাড়ীর লক্ষ্মী চঞ্চল হতে পারেন। কাজেই সংসার এই রকমই চল্‌বে তাহলে কেমন ?

ব্যাপারটা কি ? লক্ষ্মীর এ প্রকার চাঞ্চল্য ঘটল কিসে ? এর তাৎপর্য্য অবিশ্যি আছে।

নীলা। তাৎপর্য্য আবার কি থাকবে।

হরিশ। থাকতে পারে, আশ্চর্য্য কি, থাকতে পারে.. নিজে যদি কাজকর্ম্মগুলো না করতে পার ত' বামুন চাকর ঝি-গুলোকে তাড়াও কেন ?

নীলা। খরচপত্র কমাবার জন্যেই...

হরিশ। খুবই ভাল কথা, গিন্নীর কাজই ত সংসারের খরচ বাঁচান। কিন্তু খরচপত্র কমাতেত কেউ তোমায় বলেনি। উদয় অস্ত মুটের মত খেটে টাকার বোঝা বাড়ীতে আনি, ডু'শটাকার মদই খাই—সংসার খরচ কি আমি করিনি, না করতে জানিনি।

নীলা। ডু'শ টাকার মদখেয়ে খুব বাহাদুরীই হয়...

হরিশ। হায় হায় হায়—শুধু ওই রোগটাই আমার ধরে ফেললে গিন্নী, এতদিন পরে আঁ্যা ! মদ কি আমি নতুন খাচ্ছি এতদিনত সংসারে এমনটা হয়নি.. আমিত কার পাই পয়সা ধার করিনি, খরচ কমাতে কে তোমায় বলেছে...কার কোন অভাব কি রেখেছি বল, তুমিই বা সেলাইকরা ছেঁড়া কাপড় পরবে কেন, আর ছেলেটার গায়েই ছেঁড়া জামা কেন ? সংসার দেখছ তুমি !

নীলা। বেশত রোজ একটা করে নতুন জামা জুগিয়ো...

হরিশ। রোজ একটা করে নতুন জামা যোগাবার কথা হচ্ছে না, কথাটা হচ্ছে ভদ্রতার।

(উমা চা নিয়ে এল)

উমা। বাবা চা এনেছি।

হরিশ। (চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে) That's right sonny, thank you যে-সব কথা শুনলে কাণে আঙুল দিতে হয়, বলতে জিবে আটকায় সেই-সব কথা আমায় শুনতে, হয় কেন · তোমার লজ্জা করে না!

নীলা। লজ্জা করার মত কোন কাজ আমি কখনও করিনি।

হরিশ। করিনি? করিনি?

(চায়ের পেয়ালাটা পাশে রেখে দিয়ে)

(একটা ক্রুর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁটের হাসির ভঙ্গীতে তাকালে)

বটে? হুঁ! এইটে কি? বেদেনী বাড়ীতে এসে যেটা দিয়ে গেল। (পকেট থেকে শিকড়টা বার করে সামনে ধরলে।)

নীলা। ও একজনের জন্যে একটা ওষুধ।

হরিশ। হায়—হায়—হায়—হায়। বেশ...হাহা বলি অন্যায় করে সোজা মেরুদণ্ড খাড়া করে যদি দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে, তবে, সে শক্তির পরিচয় দাও—মিছে কথা বলার, লুকো-ছাপা করার এ আবশ্যক কি বলতে পার? সংসারে কোথায়

একটা নিশ্চয়ই কোন গোল হয়েছে, নইলে এত হতে পারেনা··· চুপ করে রইলে কেন, বল কি হয়েছে তোমার। তুমিত কখন এমন ছিলে না জবাব দাও—কি হয়েছে আমায় বল—আমি তোমার ছেলে মেয়ের বাপ: আমার দুঃখু হয় না—বলতে চাও! অমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে, সোণারচাঁদ ছেলে যার–তাকে তাকে বেদেনী ডাকতে হয়...ওষুধ করার জন্যে, মদই খাই আর যাই হই কি হয়েছে তোমার···

নীলা। (মাথাটা নীচু করে) হবে আবার কি...কিছু হয় নি—

হরিশ। কিছু যদি হয়নি ত' এসব হয় কেন—আমি মাতাল বলে কি আমার ছেলে ভদ্দরলোকের মত হবে না, মাতাল বলে কি তার বাড়ীতে এত বড় মেয়ে নিয়ে এইরকম কেলেঙ্কারী হবে, মাতাল বলে কি তার সংসার এইরকম বেতালা চলবে, কি ঠাউরেছ বল দিকিন্ সোজা কথা কও, যার মেয়ে এম-এ পড়ে তার মা উড়ো-মন ঘর করাবার ওষুধ করে···

নীলা। কি মাতলাম করছ, তুমি আমার পেটের মেয়ের সামনে এইসব আকথা কুকথা কইছ, তোমার লজ্জা করে না··· কি অপরাধ আমি করেছি যে এতবড় কথা আমায় বলতে সাহস হয় তোমার···

হরিশ। তাইত বিষ নেই আবার কুলো পান্না চক্কোর...

নীলা। কোন অধিকার নেই তোমার এসব কথা বলার—

কেন তুমি এসব আমায় বলবে, কি জন্য বলবে, কি করেছি আমি যে,—

উমা। মা মা কি করছ, চুপ কর মা, চুপ কর—

(মায়ের মুখ চাপা দিতে গেল।)

নীলা। ছাড়্ আমাকে—মদ খেয়ে মদ খেয়ে তোমার মতিভ্রম হয়েছে, যত সব ইতর ছোট লোকের মত—কোন অধিকার নেই তোমার, শুধু শুধু—

[মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।]

উমা। মা! মা! কি পাগলামি করছ—

(মার পিছনে ছুটে যেতে গেল)

হরিশ। **Look here, hey, sonny !**

(উমা ফিরে এলো)

তোমার মার হয়েছে কি বলতে পার ?

উমা। কেন বাবা মাকে শুধু শুধু—নানান কথা—

হরিশ। বটে ? শুধু শুধু—থাক্ তোমার সঙ্গে ও-তর্ক করবার সময় নেই—What I guess—যাক্ গে—শোন, তোমায় লেখা পড়া শিখিয়েছি মানুষ হবার জন্যে, রাত্তির তেরটায় সিনেমা দেখে ফেরবার জন্যে নয়—

উমা। নির্ম্মলের মা সঙ্গে ছিলেন—

হরিশ। নির্ম্মল ভাল ছেলে, আমি জানি, তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে একটা মমতা আছে তাও আমি জানি—নির্ম্মল যদি তোমায় বিয়ে করে, আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এসব স্বাধীনতা আমি দেব না, বুঝলে—

উমা। বেশ আর কখন যাব না বাবা—

হরিশ। হ্যাঁ ওটা যেন মনে থাকে—বুঝলে—

[হরিশ ঘর থেকে বাইরের বারান্দার দিকে গেল।]

হরিশ। ওরে ব্যায়রা! গাড়ী এয়েছে, বন্দুকটা তুলে দে রিভলবারটা দিয়েছিস? (নেপথ্যে বেয়ারা—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর) দাঁড়া আমি যাচ্ছি?

উমা। বাবা! কোথায় যাচ্ছ? বাবা!

হরিশ। প্রয়োজন?

উমা। খেয়ে যাবে না?

হরিশ। না।

উমা। কাল রাত থেকে যে খাও নি—বাবা!

হরিশ। তাতে তোমার কি? তোমার নিজের কাজে যাওনা—

উমা। তুমি না খেয়ে বাড়ী থেকে যাচ্ছ, তোমায় খেতে বলাটাও কি আমার একটা কাজ নয় বাবা?

হরিশ। Why are you so affectionate, my child! আঃ! এখন খাবনা মা—এসে খাব...

(রতনের প্রবেশ)

রতন। বাবা! বাবা। তুমি বাঘ শিকার করতে যাচ্ছ?

হরিশ। হ্যাঁ বাবা! তোমার জন্যে snipe নিয়ে আসব।

উমা। বাবা, নির্ম্মলের ওখানে আজকে নেমন্তন্ন, রতনকে নিয়ে যেতে বলেছেন নির্ম্মলের মা—রতনকে নিয়ে...

হরিশ। (স্নেহমিশ্রিত হাসির ভঙ্গীতে) রতনকে নিয়ে, আচ্ছা যেয়ো, বেশী রাত কর' না।

রতন। আমিও যাব বাবা!

হরিশ। যেয়ো—যেয়ো! বাবা! যেয়ো! যেয়ো!

(হরিশের প্রস্থান)

(অন্যদিক দিয়ে নীলার পুনঃ প্রবেশ)

রতন। মা! মা। নির্ম্মলদার বাড়ী বাবা যেতে বলেছে, মা! মা!

নীলা। যা—যা—সর্—

উমা। ওকে অমন করছ কেন মা—ও কি করলে!

নীলা। (রতনকে কাছে টেনে নিয়ে) কোথায় গেলেন উনি—হ্যাঁরে!

রতন। বাঘ শিকার করতে মা, বড় বাঘ—

নীলা। আচ্ছা! আচ্ছা! বেশ! স্কুলে যেতে হবে না—চল্

রতন। বারে! কাপড়—জামা দাও—মা চারটে পয়সা—ওমা Happy-boy কিন্‌ব।

নীলা। তুই তা হলে কি করবি ?

উমা। বললাম ত মা, আসবার সময় টাকা নিয়ে আসব।

নীলা। নির্ম্মলের ওখানে কখন যাবি—

উমা। রতন স্কুল থেকে এলে তারপর যাব। এই দশটা বাজে, চল্ আর দেরী করিস নি।

রতন। ওমা! Happy-boy কিনব মা!

উমা। চল্‌না—আমি দেব অখন পয়সা—চল্—

রতন। Happy-boy! Happy-boy! Happy-boy!

(নীলার আঁচলটা ধরে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। উমা পিছনে পিছনে গেল।)

তৃতীয় দৃশ্য

পিছন-দিকে ব্লক বাড়ীর আঙ্গিনার খানিকটা দেখা যায়—ডানদিকে বাইরে যাবার ফটক। পাশে একটু এগিয়ে দোতালায় যাবার সিঁড়ির বারান্দা—সিঁড়ির ধাপের নীচে খানিক চাতালের মত আঙিনার সঙ্গে সমান। বাঁদিকের দেয়ালে হু'টো দরজা—ডানদিকে সমস্তটা দেয়াল। সিঁড়ির নীচের আঙ্গিনা যেখানে সমান—সেখানে একখানা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার। টেবিলের ওপর খান কতক কাগজ ও ম্যাগাজিন পড়ে আছে। ডান দিকের দেয়ালের গায়ে হু'টো বড় বড় বাঘের ছাল মুখশুদ্ধ টাঙান। একটা ভাল্লুকের মাথা—তার পাশে একটা সেকেলে সাঁজোয়া টাঙান। বাঁদিকের তুটো দরজার

ফাঁকের দেয়ালে একখানা ভারতবর্ষের ম্যাপ টাঙানো। আঙ্গিনার ডানদিকে দেয়ালের কাছে একটা নীল রঙের পোরসিলেনের stand তার ওপর পিতলের ভাসে পাম গাছ। সিঁড়িতে দড়ির ম্যাটিং করা। সিঁড়ি ওঠবার কাছেও একটা নীল পোরসিলেনের ষ্ট্যাণ্ড—তাতেও আর একটা পাম গাছ।

[নির্ম্মল টেবিলের কাছে বসে একখানা খবরের কাগজ ওলটাচ্ছে। উমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে]

(চায়ের পেয়ালা হাতে শীলার প্রবেশ)

নির্ম্মল। একি ! তুমি যে বড় চা নিয়ে এলে শীলা !

শীলা। এটা চায়ের সময় ত—আপনি বসে আছেন, উমাদি ত বাড়ী নেই, তাই চা-টা আমাদের বাড়ী থেকেই নিয়ে এলুম।

নির্ম্মল। Thank you so much, হ্যাঁ তোমাদের কলেজে চ্যারিটী performance হবে, দীপ্তি নীরা এরা ত আছে আর তোমার কি part শীলা।

শীলা। সে যখন দেখতে যাবেন, তখন দেখবেন, এখন থেকে বলব কেন ?

নির্ম্মল। আগে বলতে নেই বুঝি ও!

শীলা। প্রোগ্রাম ত ছাপা হবে তখনই জানবেন, আপনাকে যেতে হবে কিন্তু, যাবেন ত ?

নির্ম্মল। সময় যদি পাই অবশ্য যাবার চেষ্টা করব ; এর organiser বুঝি...

শীলা। দীপ্তির মা···

নির্ম্মল। ওঃ (হাসলে)।

শীলা। হাসলেন যে ?

নির্ম্মল। উনি আজকাল সব ভাল কাজেই অগ্রণী হয়ে কাজ করেন দেখছি। তবে আমার কি মনে হয় জান শীলা—

শীলা। কি বলুনত···

নির্ম্মল। Charity is Charity, কার জন্যে বা কোন একটা কাজের জন্যে যদি টাকা দিতেই হয়, তবে সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়াই ভাল।

শীলা। আপনার তা হলে যেতে ইচ্ছে নেই বলুন···

নির্ম্মল। না না তা নয়, নাচ গান শুনতে বা দেখতে আমার অবিশ্যি ভালই লাগে, তা তোমাদের গান-টান সব কে তৈরী করে দিয়েছে···

শীলা। গান শেখাবার লোক আমাদের আছে।

নির্ম্মল। আছে নিশ্চয়ই—তবে না জানাতে চাও ত সে আলাদা কথা।

শীলা। না-না তা কেন, দীপ্তি উমাদির কাছ থেকে সব গানই শিখে নিয়েছে সেই সব শেখায়···

নির্ম্মল। উমা সব গান শিখিয়েছে দীপ্তিকে, ও ! তা আমি জান্তাম না ত...

শীলা। উমাদিই ত দীপ্তিকে গান শেখায় দীপ্তিকে পড়ায়—

নির্ম্মল। I see, পড়ায়—অ উমা বোধ হয় তবে সেইখানেই গেছে ?

শীলা। তা ঠিক জানি না তবে আমি শুনেছি যে উমাদি একমাসের ছুটি নিয়েছে, তাদের কাছ থেকে।

নির্ম্মল। Then she gets salary মাইনে নেয়···

শীলা। এ কথা আপনি কিন্তু আর কাকেও...

নির্ম্মল। না আমি কি বলতে যাব but it looks odd—

শীলা। তা সত্যি আমারও ঠিক ওটা—

(রতন প্রবেশ করলে হাতে একটা পেনসিল বন্দুকের মত ধরেছে আর সৈন্যদের মার্চ্চ করার মত পা ফেলার ঢঙে পা ফেলতে ফেলতে আসছে আর ছড়া কাটছে)

মাথাটা তার ষাঁড়ের গোবর
পাঁচটা গুলি পেটের ভেতর
গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম
গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম···

[নির্ম্মল ও শীলা সেখানে বসেছিল তার পাশ দিয়ে এল সেদিকে লক্ষ্যই নেই—বন্দুক লক্ষ্য করার ভঙ্গীতে ওই ছড়াটা বলতে বলতে এল।]

মাথাটা তার ষাঁড়ের গোবর
পাঁচটা গুলি পেটের ভেতর

গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম

গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম···

নির্ম্মল। রতন !

রতন। নির্ম্মলদা! বাঃ, বারে! আমি দেখতেই পাইনি...

নির্ম্মল। যে বন্দুক ছুঁড়ছিলে, দিদি কোথায়—

রতন। দিদি কোথায় গেছে, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করছি মা! অ মা! মা! নির্ম্মলদা এয়েছেন, দিদি! দিদি!

(সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে চলে গেল।)

(শীলা উঠল।)

নির্ম্মল। শীলা উঠলে যে, চল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি, উমাত' এখন'···

শীলা। বেশত আসুন আমি বাবাকে বলিগে, বলতে হবে কেন, আপনিই আসুন না—

(শীলার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল শীলাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।)

(রতন ডাকতে ডাকতে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল)

রতন। নির্ম্মলদা নির্ম্মলদা মা বললে আপনি বসুন দিদি এখনি—একি নির্ম্মলদা কোথা গেলেন, চলে গেলেন—

(উমার প্রবেশ)

রতন। দিদি! দিদি! নির্ম্মলদা এসেছিলেন।

উমা। কোথায়?

রতন। এইত্ত এইখানে বসেছিলেন, কোথায় গেলেন কি জানি দেখতে পাচ্ছি নি ত'।

উমা। রতন এই ব্যাগটা নিয়ে যা, মার কাছে দিগে আমি যাচ্ছি।

(রতন ব্যাগটা নিয়ে ওপরে চলে গেল উমা নীচে পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।)

[ডান দিক থেকে নির্ম্মল ও শীলা কথা কইতে কইতে পুনরায় প্রবেশ করলে।]

শীলা। কেন কথাটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট I am not your class mate, উমাদির ওখানে আসা, দেখা-হওয়া...ওই যে উমাদি এসেছে, উমাদি! নির্ম্মলবাবু কখন থেকে এসে বসে আছেন...

উমা। But (ঘড়ির দিকে চেয়ে) it is not get five নির্ম্মল! পাঁচটাত এখন বাজেনি, তোমার গাড়ী নিয়ে আসবার কথা ছিল পাঁচটার পর। রোস আমি আসছি just a minute, তোমরা একটু গল্প কর না, আমি আসছি।

(উমা ভিতরে চলে গেল।)

শীলা। আমি তা হলে আসি নির্ম্মলবাবু! আপনি তাহলে আসবেন ত আমাদের play দেখতে, আমি কালই আপনার ওখানে টিকিট পাঠিয়ে দেব কেমন? ক'খানা দশ খানা—

নির্ম্মল। দশ-খানা! আচ্ছা, দিয়ো।

শীলা। নমস্কার !

(শীলা চলে গেল।)

(নির্ম্মল একটা সিগারেট ধরালে)

(পাশের ঘর থেকে শীলা ও নিখিলের মা বেরিয়ে এল কথা কইতে কইতে।)

নীলা। কি করবে বোন, সবই অদৃষ্টে করে—

নিখিলের মা। অদৃষ্ট না হলে স্বামী পুত্তুর থাকতে কার এমন হেনস্থা হয় বোন বল, বললাম ছেলেকে সেত' কথা কানেই নিলে না, উল্টে বলে গেল, পেটে ধরেছ বলে কি মাথা কিনেছ নাকি ?

নীলা। তা আমার ত' এখানে ঘর রয়েছে, তুমি না হয় এখানেই এখন থাক না কেন, উনি আসুন, দেখি যদি কোন বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

নিখিলের মা। না ভাই সে আর হবে না, জিনিষপত্তর-গুলো টেনে বার করে নিয়ে যাবে, এ চোখে দেখতে পারব না, সন্ধ্যে হয়ে আসবে আমি তবে চল্লুম।

(উমার প্রবেশ)

উমা। মাসি ! আমাকে ঠিকানাটা দিয়ো। দেখি আমিও নিখিলদাকে ডেকে একবার বলব।

নিখিলের মা। তাকে বলে আর কি হবে মা।

উমা। মানুষত' একবার বলতে আপত্তি কি ?

নিখিলের মা। মানুষ আর কই মা, ছেলে মানুষ হলে কি আর আমার এমন হাড়ির হাল হয়, মুখ্যু নয়, অক্ষম নয়, কানা খোঁড়া নয়, ছেলে-মানুষ নয়, আচ্ছা, আসি মা।

উমা। এস মাসি, খবর দিয়ো।

(নিখিলের মা আগে, পরে নীলা ও উমা তাকে এগিয়ে দিতে গেল)

নীলা। একি নির্ম্মল তুমি এখানে একলা বসে আছ বেশ! তুমি ঘরের ছেলে···

নির্ম্মল। আমি এই শীলার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

নীলা। ভেতরে গিয়ে বোস, আমি দিদিকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

(নিখিলের মা ও নীলা চলে গেল। উমা নির্ম্মলের দিকে এল)

উমা। গল্পটা বেশ জমেই উঠেছিল···আমি হঠাৎ এসে বাধা দিয়ে ফেললাম, না?

নির্ম্মল। কতক্ষণ থেকে বসে আছি জান? এক ঘণ্টার ওপর—হুঁঃ!

উমা। যেহেতু তুমি বাঙালী এবং সময় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানটা অত্যন্ত বেশী।

নির্ম্মল। আর তুমিইবা কি করে বেড়াচ্ছ, বেলা একটার সময় তোমাকে আমি দেখেছি—পোষ্টঅফিসের সেভিংব্যাঙ্কের কাছে···

উমা। তুমি কি করে দেখলে।

নির্ম্মল। দেখলাম television···machine-age কিছু কেউ লুকোতে পারে।

উমা। লুকোবার কি এল এতে ?

নির্ম্মল। আচ্ছা ! টাকারই যদি তোমার দরকার ছিল—তা আমাকে ফোন করে বললে, কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত।

উমা। আমার টাকার দরকার থাকলেই বা তোমায় বলতে যাব কেন ? আর তোমার টাকাইবা নিতে যাব কেন ?

নির্ম্মল। আমার টাকা মানে ?

উমা। মানে তোমারই টাকা, আমার নয়।

নির্ম্মল। তোমাতে আমাতে তফাৎটা কোথায় ?

উমা। মাত্র এই কয়েক হাত···

নির্ম্মল। এরপর বাতাসের আড়ালে থাকবে না।

উমা। ইয়ারকী করনা বলছি হ্যাঁ ? বাবা দেখলে ঠাস করে চড় দিয়ে দিত।

নির্ম্মল। বাপেদের চড় অমন ছেলরা খেয়েই থাকে—Though I am not fortunate enough বাপের চড় আমি কখন খাইনি।

উমা। জান আজ সকালে বাবা কি বলেছেন,

নির্ম্মল। . কি ?

উমা। তোমার সঙ্গে ও-রকম সিনেমা দেখতে যাওয়া হবে না। সেজন্যে বকুনি খেতে হয়েছে।

নির্ম্মল। কারণ? Does your father think me an idiot আমি কি একটা গাধা?

উমা। চটে ওঠ কেন বন্ধু! সে কথা নয়, rather he likes you—তিনি ত আর অবুঝ নন...

নির্ম্মল। Say that...Say that...হা হা হা হা হা He likes me!

(নীলা ফিরে এল)

নীলা। আচ্ছা উমা! তোরা ভেতরে গিয়ে বসবার জায়গা পেলি নি···

উমা। তুমি রতনকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিয়েছ···

নীলা। দিচ্ছি তোরা ভেতরে এসে বোস্ না...

(নীলা ভেতরে চলে গেল)

উমা। দেরী কর' না মা।

নীলা। (নেপথ্যে—না—না ওব জামা কাপড় পরা হয়ে গেছে।)

(রতনকে সঙ্গে করে নীলা তখনি ফিরে এল।

নীলা। যতবারই চুল আঁচড়ে ঠিক করে' দাও—তখনি হাত দিয়ে কাকের বাসা করে তুলবে, এমন পাগল ছেলে—শোন্ সেখানে গিয়ে যেন দুষ্টুমি কর' না...করবি না ত'? (হাত দিয়ে চুল ঠিক করে দিচ্ছে?)

রতন। (ঘাড় নাড়লে)...আঃ ঠিক আছে।

নির্ম্মল। তাহলে' আসি মা !

নীলা। এস বাবা! ফিরতে দেরী হবে? বেশী রাত করিস্ নি। আমার শরীরটা ভাল নেই।

উমা। না রাত হবে না।...

(নির্ম্মল, উমা ও রতনের প্রস্থান)

(অন্যদিক দিয়ে শীলার প্রবেশ)

নীলা। (শীলার প্রতি) কোথায় যাচ্ছ শীলা ?

শীলা। রাইদার বাড়ী।

নেপথ্যে—(বিহারী—"এস শীলা")

শীলা। যাই বাবা! উমাদি বুঝি নির্ম্মলবাবুদের বাড়ী নেমতন্নয় গেল ?

নীলা। হ্যাঁমা! আজ ক'দিন ধরে ওর মা বলে পাঠাচ্ছেন।

শীলা। ও' [একটু হেসে চলে গেল।]

[শীলা চলে গেল।]

[নীলা আস্তে আস্তে ভিতরদিকে চলে গেল, আবার বাইরে এল, ঘড়ির দিকে দেখলে...আবার ভিতরের দিকে গেল। ফটকের দিক দিয়ে গগনের প্রবেশ। হাতে একটা লাঠি মাঝে মাঝে কাসছে। দেহটা দুমড়ে নাড়ছে।]

নীলা। সন্ধ্যে হয়ে এল, এত দেরী করে এলি।

গগন। হঠাৎ জ্বরটা কেমন বেড়ে উঠলো—শরীরটা কেমন করছে, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নি।

নীলা। বোস—বোস এইখানে বোস—

(গগন বসে হাঁপাতে লাগল)

এ অবস্থায় কি মানুষ বাড়ী থেকে বেরোয়।

গগন। যে রকম শরীরের অবস্থা, চেঞ্জে যাওয়া বোধহয় আর হবে না।

নীলা। নিজে না এসে খবর দিলেই হত', আমি উমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম।

গগন। আবার হরিশবাবু…(খুব জোরে জোরে কাসতে লাগল) গাটা যেন জ্বলে যাচ্ছে…উঃ—

নীলা। একটা কাজ কর—জামাটা খোল্, কৌচটায় একটু ঠেসান দিয়ে বোস্।

গগন। হেঁহেঁ হেঁ আর পারছি নি…

(নীলা গায়ের কোটটা খুলে দিলে)

নীলা। কি চেহারাই তোর হয়েছে…(জামাটা রাখলে) ওপরের ঘরে গিয়ে একটু শো না হয়, আমি একটু দুধ গরম করে দিই গে—চল্।

গগন। যেতে পারব কি ? আঁ… (আবার কাসতে লাগল)

নীলা। আমি ধরে নিয়ে যাই…চল…আস্তে আস্তে, এখানে বাইরে—

গগন। শুলে আর হয়ত উঠতে পারব না…

নীলা। এ-অবস্থায় ত' আর বাড়ী যেতে পারবিওনা··· থাকতেই হবে···

গগন। হরিশবাবুকে এ মুখ আমি কখন দেখাব না—

নীলা। আসুক আজ তাকে সব খুলে বলব···

গগন। না না না, বল না .বল না, আমার পরিচয় তাঁকে কিছুতেই দিয়ো না।

নীলা। আর লুকিয়ে রাখা চলে না গগন···মানুষের প্রাণ নিয়ে টানা-টানি···আর কেনই বা লুকোব—উমা আজ ঠিকই বলেছে। তুই চল ঘরে—সে আসুক...সব খুলে বলব। বাঁচতে তো হবে। চোরের মত কেন লুকিয়ে বেড়াবি···

গগন। বুঝতে পারছ না···একখানা গাড়ী ডাকিয়ে দাও···আমাকে যেমন করেই হোক ফিরতে হবে।

নীলা। উনি আজ শিকার করতে গেছেন, রাত্রে বোধ হয় আর ফিরতেই পারবেন না—

গগন। না—না—তুমি!

নীলা। না না এ অবস্থায় আমি কোথাও যেতে দিতে পারব না। আমি ধরছি আয়—আমার উপর ভর দিয়ে চল শোবার ঘরে।

গগন। অ্যাঁ. আর বসতে পারছি নি, ওঃ প্রাণটা যেন বেরিয়ে গেল···(আবার চলতে চলতে কাসতে লাগল।) (আবার জোরে জোরে কাসতে লাগল নীলা গগনকে ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে নিয়ে গেল) উঃ আঃ···

(নেপথ্যে—আমায় ধর) চল শুইয়ে দিইগে...আঃ আঃ (ঘরটা ও বাইরেটা সব ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল, রঙ্গমঞ্চ একেবারে অন্ধকার।)

চতুর্থ দৃশ্য

নীলার ঘর

অন্ধকার যবনিকা সরে গেল। গগন খাটের ওপর শুয়ে নীলা মাথার ওপর পাখার বাতাস করছে। গগন প্রায় অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থা।

(নেপথ্যে—গান)

(আমার) যাবাব সময় কেন ডাকিস্ ফিরে
শুখায়ে গিয়েছে ফুল, কেন লতা দিয়ে
রাখিস্ ঘিরে···

নীলা। এখন একটু কমল রে···ঘুমুলি—

গগন। উঁ!···

নীলা। ঘুমো···তবে··· আমারও শরীরটা ক'দিন ধরে ভাল নেই। আমিও একটু শুই···উঃ মাগো!

(নেপথ্যে—গান)

(আমার) যাবার সময় কেন ডাকিস্ ফিরে
শুখায়ে গিয়েছে ফুল, কেন লতা দিয়ে
বাঁধিস্ ঘিরে···

[নীলাও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘরটা আবার অস্পষ্ট আলোর আঁধারে ডুবে এল, ক্রমে ক্রমে অন্ধকার রঙ্গমঞ্চ···

আবার যবনিকা সরে গেল, ধীরে ধীরে পূর্ব্বেকার দৃশ্য ফিরে এল। তখন সিঁড়ির ওপর ঘরের একটা আলো বাইরে এসে পড়েছে।]

(হরিশ প্রবেশ করলে। বাঁ হাতে গোটা কতক snipe— তার ঠ্যাঙগুলো দড়ি বাঁধা ঝুলছে—প্রমত্ত অবস্থায় নেপথ্য থেকে ইংরাজী গান গাইতে গাইতে এল···)

O Good alc ! Thou art my darling...

Papa tasted Whisky

Grann-pa tested Gin.

I with thee will play my part,

I will make you thin—

Ha-ha-ha-I will make you little thin...

[গাইতে গাইতে আবার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। ডাকল]

এই বেয়ারা···

'উমা! রতন!"···"অ! নেমন্তন্নয় গেছে···এরা সব ঘুমল না কি!

[টেবিলের কাছে বসল—ফ্লাস্কটা বার করে মদ খেতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে আবার গান।

Papa tested Whiskey
Grann-pa tested Gin
And I with thee will play…

[হরিশের গলার আওয়াজ শুনে গগন সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেমে পড়তে যাবে, এমন সময় হরিশ দেখলে কে যেন সিঁড়ির কাছে]

হরিশ। I see somebody…এঃ! who's there? Hey, answer me or I will…

[গগন ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে পালাতে গেল। সিঁড়িতে শব্দ হল। সিঁড়ির আলোটা গগন নিভিয়ে দিলে। হরিশ revolverটা হাতে নিয়ে সেই দিকে সরে দাঁড়াল।

আলো নেভালে—বটে! Who's there? answer me or I will shoot!"

(গগনের দিকে লক্ষ্য করে গুলি মারলে)

গগন। বাপরে—আঁ আঁ…

[ভিতর থেকে চীৎকার করে নীলা ছুটে এসে পড়ল গগনের ওপর।]

নীলা। মেরনা মেরনা ওযে…

(হরিশ আবার গুলি করলে)

নীলা। মাগো, কি করলে…ওঃ! ওঃ!

(মুখ থুবড়ে পড়ল)

[হরিশ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখতে গেল।]

হরিশ। Who are you ? Ah ! It is the cause It is the cause !

(হাত দিয়ে নেড়ে দেখলে—হাতে রক্ত লাগল)

হাহাহা-হাহাহা···Now I am positive···hey ! By Jove what have I done···quite clear···an eye for an eye, a tooth for a tooth, a life for a life··· That is the gospel truth···Faithlessness thy name is Woman, ha-ha-ha-ha—Blood ! Blood ! Her blood will cry out···

(হাতের রক্তের দিকে দেখতে দেখতে revolver হাতে নিয়ে পালিয়ে গেল)

(প্রথম অঙ্কের যবনিকা)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাট্য সংস্থাপন

হরিশ বাবুর বাড়ীর যে-ঘরে খুন হয়েছে তার ডান দিকে সেই ঘরের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। সেই দরজায় নীল রঙের ভারি পর্দ্দা টাঙান। তার সামনের বারান্দার পাশের দিকে দালান। বাঁদিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার পথ, সিঁড়ির রেলিঙের হাতলের শেষ অংশটুকু দেখা যাচ্ছে।

দালানের একপাশে একখানা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার এক পাশে একখানা ইজি-চেয়ার। তার সামনে একটা গোল-টেবিল ছোট—তার ওপর একটা অ্যাশট্রে। বাঁদিকের দেয়ালের কাছে একটা কাঠের ষ্ট্যাণ্ড। তার ওপরে, একটা মরা ঈগল-পাখী ষ্টাফ-করা। আলো পড়ে তার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে। দালানের পিছনের বারান্দার ধারে সিঁড়ির দিকে নামবার পথে আর একটা কাঠের ষ্ট্যাণ্ড, লম্বা ধরণের—তার ওপর একটা ষ্টাফ-করা নেকড়ে বাঘ, তারও চোখ দুটো জ্বলছে। তার এপাশে বাঁ-দিকের দারজা দিয়ে উমার ঘরে যাওয়া যায়।

(মিঃ রায় ও বিহারী বাবু কথা কইছেন।)

মিঃ রায়। সাতদিনের মধ্যে পুলিশ তার কোন সন্ধানই পেলে না? কোথায় গেলেন হরিশ বাবু? অশ্চর্য্য!

বিহারী। আমিও ত এর কোন ভাব পাইনে রাই। উমার-মা যদি dying declaration দিয়ে যাবেন যে,

মিঃ রায়। ও dyng declarationটার কথা ছেড়ে দাও খুড়ো···ওটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে একটা imaginable story বলে গেছেন, and there's no doubt of it···নইলে তিনি জীবনে বীতরাগ হয়ে, ভায়ের অসুখ দেখে, ভায়ের আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করে, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, গগন বাধা দিয়ে ধরতে যাওয়ায় গুলি লেগে দুজনেই wounded হয়, এটাত জজে মানবে না···বিশেষতঃ Revolverটা সেখানে পড়ে থাকত, তা'হলেও একটা কথা ছিল।

বিহারী। কিন্তু গগন যখন উমার মার ভাই তখন এ খুন করবার কারণটা কি?

মিঃ রায়। Exactly, this is the salient point, তবে তুমি যা বললে খুড়ো গগনের লুকিয়ে-লুকিয়ে আসা যাওয়ায়··· পাঁচজনের কানা-ঘুষো থেকে হরিশের মনে একটা বিরক্তিকর সন্দেহ নিশ্চয়ই জেগেছিল···and that may be the cause—তবে একটা উপায় হয়ত হতে পারে...

বিহারী। কি? হরিশকে না পাওয়া গেলে আর কি উপায় হবে?

মিঃ রায়। Culpable homicide বলে ফাঁসিটা নাও হতে পারে, তবে শাস্তি থেকে একেবারে রেহাই হবে বলেত মনে হয় না…

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

পঞ্চানন। Good afternoon আমি আপনার কাছেই একবার এলাম। শুনলাম আপনি এইখানে আছেন।

বিহারী। বসুন, বসুন। কি আর করি বলুন, মেয়েটা এখুনি ঘাট থেকে ফিরবে তারই জন্যে…

মিঃ রায়। But who is the culprit ?

পঞ্চানন। আমি যতদূর investigate করেছি এবং further investigation করেও একেবারে sanguine হতে পারি নি—সন্দেহ অবিশ্যি…

বেহারী। আপনি হরিশের আর কোন খবরই…?

পঞ্চানন না—আচ্ছা বেহারী বাবু—এর কোন অর্থাৎ খুনের কোন কারণ আপনি কিছু ধরতে পারেন ? এটা আমরা জানি যে, হরিশ বাবু is a porfect gentleman তার বয়েসও হয়েছে, certairly is not young, thrugh he looks like তবে বলতে পারেন, মাতালের অবস্থা, বিশেষতঃ তিনপুরুষে মাতাল…

মিঃ রায়। সেটা অবিশ্যি বড় factor, আচ্ছা এমনও হতে পারে যে আর কেউ murderটা করেছে, তিনি দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছেন…

পঞ্চানন। not possibly, না—কেন না যে গুলিতে দু'জন মরেছে, তিন-তিনটে গুলি they fit with Harish Babu's revolver, যে রিভলবারটা Government তাঁকেই উপহার দিয়েছিলেন।

মিঃ রায়। অ! সেই revolver না কি?

পঞ্চানন। আজ্ঞে হ্যাঁ মিঃ রায়, I am sure—ther's no doubt about it সেই জন্যে murderএর সন্দেহটা হরিশবাবুর ওপরই পড়ছে।

মিঃ রায়। (ঘড়ি দেখে) আচ্ছা খুড়ো আমারত আর বসবার সময় নেই—আমি উঠি আমায় আবার কাজে বসতে হবে। উমা এলে বল, আমি এতক্ষণ তার জন্যেই বসেছিলাম।

পঞ্চানন। আচ্ছা! আমারও একবার উমাদেবীর সঙ্গে দেখা করার দরকার আছে।

বিহারী। বেশত বসুন না, তারা এখনি এল বলে, আপনি বসুন।

[মিঃ রায়ের প্রস্থান]

[ইনিস্পেক্টর পঞ্চানন একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন, একবার নীল পর্দ্দাটা সরিয়ে ঘরের চাবি খুলে ঘরটায় উঁকি মেরে দেখলেন]

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

বিহারী। একি নির্ম্মল! তুমি একা উমা কোথায়?

নির্ম্মল। উমা এখনও ফেরেনি? সেকি?

বিহারী। মানে?

নির্ম্মল। ঘাটে স্নান করে মাকে গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়ে দেখি যে, উমা সেখানে নেই···আমরা ভাবলাম তাহলে বুঝি আগেই উমা একলা এখানে বাড়ীতে চলে এসেছে।

বিহারী। সেকি কথা? না—তাহলে কি সে তার পিসীমার বাড়ী গেল? তাহলে—তুমি বোস···পঞ্চানন বাবুর সঙ্গে কথা কও—আমি খবরটা নিই, তাইত মেয়েটা একলা কোথায় গেল!

[বিহারীর প্রস্থান]

নির্ম্মলা। হরিশবাবুর কোন খবর পেলেন!

পঞ্চানন। না তাহলে ত' আমাদের কাজ হালকাই হয়ে যেত'—

নির্ম্মল। তিনি যে পালিয়ে রইলেন কেন, এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি নি।

নির্ম্মল। You are the officer in charge?

পঞ্চানন। Yes।

পঞ্চানন। আসুন সিগারেট খান।

নির্ম্মল। Thanks awfully (সিগারেট ধরালে)। দেখুন I could spend enough money to defend him, আমার মা বলেছেন, যত টাকা লাগুক···

পঞ্চানন। আপনি ধনীর সন্তান তা বুঝেছি, কিন্তু কি জন্যে হরিশবাবু কি আপনার আত্মীয়?

নির্ম্মল। More than that—উমাদেবী আমার class mate আমরা এক সঙ্গেই post graduate ক্লাসে পড়ি…

পঞ্চানন। I see…

নির্ম্মল। বন্ধুর কর্ত্তব্য বলেই করতে চাইছি।

পঞ্চানন। বুঝলাম উমাদেবীর জন্য আপনার একটা বিশেষ দরদ আছে, বাঁচাবার চেষ্টা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, বিশেষ আপনি যখন তাঁর আত্মীয়েরও অধিক বলছেন…কিন্তু এই টাকার কথাটা দ্বিতীয় কোন পুলিশ officerএর কাছে বারান্তরে নিবেদন করবেন না।

নির্ম্মল। No, no, I did'nt mean…

পঞ্চানন। কথাটা যে আপনি খুব গর্হিত বলেছেন, তা আপনার দিক থেকে না হতে পারে, যারই এরকম দরদ থাকে আর তার যদি সে রকম enough money আপনার মত থাকে, খরচ করার সুবিধে থাকে, তাহলে সেও এই একই রকমের proposal করবে। এ situationএ আমি পড়লে আমারও মনে এই রকমই হত।

(বাইরে একটা মোটরগাড়ীর হর্ণের শব্দ হল। পঞ্চাননবাবু উঠে দেখতে গেলেন সিঁড়ির ওদিকে। নির্ম্মলও উঠে দাঁড়াল অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতের মত)

পঞ্চানন। ওই যে আপনার উমাদেবী আসছেন।

(উমা সিঁড়ি দিয়ে, ওপরে উঠে এল—হাঁফাতে হাঁফাতে। পরনে একখানা লালপাড় কোরা-নতুন সাড়ী, রুক্ষ এলোচুল

পায়ে জুতো নেই চোখ জল ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত ক্লান্ত পদ-বিক্ষেপ। নির্ম্মল তাড়াতাড়ি এগিয়ে দাঁড়াল)

নির্ম্মল। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? একলা এ ভাবে!

উমা। সংসারেত এখন একলাই হতে হ'ল নির্ম্মল··· বাবাকে পাওয়া গেছে?

নির্ম্মল। না আমিও এঁর কাছে তাঁর খোঁজ করছিলাম—

(আরদালী আবার এসে দাঁড়াল)

আরদালী। ট্যাক্সী ভাড়া চাইছে।

উমা। ওঃ! দেখ একেবারেই ভুলে গেছি, দিচ্ছি···

নির্ম্মল। আমি দিচ্ছি, আহা!

উমা। না না তুমি দিতে যাবে কেন, বাঃ!

(ব্যাগটা খুলে, নোট বার করতে গিয়ে হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল। উমাও টলে টেবিলের ধারে পড়ে যায় দেখে নির্ম্মল এসে ধরলে। পঞ্চানন বাবুও এসে ধরলেন। দু'জনে ধরে ইজিচেয়ার-খানায় বসিয়ে দিলেন। নির্ম্মল তার নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে আরদালিকে দিলে। সে সেলাম করে চলে গেল।)

উমা। (মাথাটা একটু তুলে) নির্ম্মল! উঃ! আমায় একটু জল দিতে পার?

পঞ্চানন। Just a minute, my dear friend সে ব্যবস্থা আমি করছি আপনি বরং ওঁকে দেখুন।

(পঞ্চাননবাবু চলে গেলেন।)

নির্ম্মল। বড় কষ্ট হচ্ছে উমা ?

(উমা ইজিচেয়ার থেকে আবার ওঠবার চেষ্টা করতে গেল) কর কি, কর কি, না না আবার মাথা ঘুরবে···

উমা। কিছু হবে না নির্ম্মল I am all right now আমায় শুধু একটু জল আনিয়ে দাও, হঠাৎ মাথাটা কেমন বোঁ করে ঘুরে গিছল, চোখে-কাণে কিছু দেখতে পেলাম না, উঃ মাগো !

নির্ম্মল। শান্ত হও উমা ! I will do anything for you, তুমি কেন নিজেকে একলা মনে করছ, আমিত রয়েছি।

উমা। শেষটা বাবা এই কাজ করলে···

নির্ম্মল। Don't say that তাঁকেত আমাদের বাঁচাতে হবে। মা বলেছেন, যত টাকাই লাগুক।

উমা। (নির্ম্মলের মুখের দিকে চেয়ে) It is very kind of you নির্ম্মল ! কিন্তু যে বাপ আমার অমন মাকে—উঃ নির্ম্মল I can't bear this—

নির্ম্মল। তিনি হয়ত মদের খেয়ালে ভুল করে ফেলেছেন।

উমা। খেয়াল ! নির্ম্মল তোমরা পুরুষ সহজেই জিনিসটা compromise করে নিতে পার, কিন্তু আমরা মেয়েরা তা কখন পারি না, যে-মা আমার সারাটা জীবন এমনি করে সহ্য করে এসেছেন, যিনি কোন দোষে দোষী নন, খেয়াল ! খেয়াল ! I resent, আমার কাছে আজ বাবা বেঁচে থাকাও যা, না বেঁচে

থাকাও তা, মানুষের বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়, এ সংসারে।

নির্ম্মল। থাক্ ও কথা—এখন থাক্—ও সব আর এখন মনে এনো না।

উমা। উঃ মরবার সময়ও বাবাকে বাঁচাবার জন্যে, কি চেষ্টাটাই না মা করে গেলেন, ওই দেখ নির্ম্মল পর্দ্দাটায় এখনও রক্তের দাগ শুখিয়ে রয়েছে, পর্দ্দাটা হাত দিয়ে ধরেছিলেন, কার পাঁচটা আঙুলের দাগ রক্তমাখা শুখিয়ে রয়েছে, এই ঘরখানা আমাদের কত মায়ার, কত স্নেহের, কত আদরের ঘর ছিল। উঃ মাগো!

[পঞ্চাননবাবুর পিছনে ব্যায়রার সঙ্গে তিন পেয়ালা চা, দু'টো প্লেটে কিছু সন্দেশ ও খাবার—দু' গেলাস জল নিয়ে এসে ইজিচেয়ারের সামনে ছোট টেবিলটার ওপর রাখলে]

পঞ্চানন। উমাদেবী আপনি আগে কিছু খানত?

উমা। এ সব কি করেছেন, শুধু এক গেলাস জল ··না না এখন আমি কিছু খেতে পারব না।

পঞ্চানন। আপনাকে খেতেই হবে, আপনি আপনার বড় ভায়ের মত, আমার কথা রাখুন। আগে কিছু খেয়ে নিয়ে তারপর কথা কইবেন, আসুন নির্ম্মলবাবু!

নির্ম্মল। আমার জন্যে আবার...

পঞ্চানন। দেখুন শান্তিরক্ষা শুধু চোর-ছ্যাঁচড় বদমায়েস

ঠেঙিয়ে নয়, লোকের সুখ দুঃখও আমাদের দেখতে হয় বৈকি—আসুন ! আসুন !

উমা। আপনার কথাই ঠিক ! এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল, চাটা খেয়ে শরীরটা যেন সহজ হল। তুমি আর কষ্ট করছ কেন নিৰ্ম্মল, তুমিও ত সেই সকাল থেকে—এইবার আমি ঠিক যেতে পারব।

নির্ম্মল। যেতে পারব ? কোথা যাবে তুমি ?

উমা। আমি একবার এই ঘরটায়, আমার ওই ঘরটায় যাব। বইটই গুলো নেবো এখানেত আর থাকা হবে না।

পঞ্চানন। আপনারা কথা কন, আমি আসছি···

(পঞ্চানন বাবুর প্রস্থান)

নির্ম্মল। কোথায় যাবে উমা ?

উমা। সেইদিনই সন্তুকে দিয়ে রতনকে পিসিমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি, সে সেখানে থাকতে চায় না, তাকে নিয়ে অন্যত্র যেতে হবে। একজামিনের আর কটা দিনই বা বাকী বল, তুমিও সময় নষ্ট করবে কেন ?

নির্ম্মল। এ অবস্থায় তুমি একজামিন দিতে পারবে।

উমা। পারতেই হবে। অবস্থাই দেওয়াবে। রতনকেত' মানুষ করতে হবে। আমায় অনেক ভাবতে হচ্ছে নির্ম্মল, বাবা মাকে যে ভাবে খুন করেছেন, সমাজ কি আর আমায় মাথা তুলে চলতে দেবে !

নির্ম্মল। কে তোমায় সমাজে মাথা তুলে চলতে বাধা দেবে, আমি আছি···

উমা। নির্ম্মল সে তুমি বুঝবে না, বোঝবার চেষ্টা করলেও পারবে না, তোমার চোখে যে মায়ার কাজল লেগে আছে, তুমি এর কি বুঝবে, এর পর পথে চলতে চলতে আঙুল দেখিয়ে লোকে বলবে—

নির্ম্মল। কে সে-কথা বলতে সাহস করবে।

উমা। কিছু বলা যায় না নির্ম্মল! যে তুমি আজ আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ, কাল হয়ত সেই তুমিই অন্যরূপ—যাক্ ও কথা পঞ্চানন বাবু কোথায় গেলেন···

নির্ম্মল। তুমি কি কখন আমার কথা বা কাজে কোন inconsistency দেখেছ···

উমা। তা দেখিনি, কিন্তু দেখতে কতক্ষণ বল, আজ আমাব পায়ে কাঁটা ফুটবে বলে বুক পেতে দিতে পার জানি, কাল হয়ত, যাক্—সে কথা আর নাই বললাম···

নির্ম্মল। যাও যাও absolutely rott—তোমার মাথার ঠিক নেই, কি বলছ উমা? আমার ওপর অবিচার কর না···

উমা। ঠিকই বলছি নির্ম্মল, ভাল কথা, ওহো! এই নাও···

নির্ম্মল। কি?

উমা। সেদিন যে টাকাটা আমাকে দিয়েছিলে ধার, আর আজকের এই ট্যাক্সীর ভাড়ার টাকাটা···

নির্ম্মল। উমা তুমি কি—আমায় কি মনে কর, এখন ও সব···

উমা। না না এখন টাকাটা আছে, এর পর হয়ত না না থাকতে পারে, কাজ কি নির্ম্মল ধার রাখা কখন ভাল না, এই নাও (টাকা দিতে গেল) বাবা কখন কার এক পয়সা ধার করেন নি।

নির্ম্মল। [টাকাটা হাতে করে নিয়ে উমার মুখের দিকে ক্রোধ-দুঃখ-অভিমান ভরে একবার দেখলে, তারপর টাকাটা সেইখানে ফেলে রেখে, কোন কথা না বলে রুমাল দিয়ে মুখটা চাপা দিলে যেন মুখের ঘাম মুচছে।]

উমা। নির্ম্মল কি পাগলাম করছ, এ টাকা যে মা ধার করেছিলেন।

নির্ম্মল। তোমার মা কি আমার মা নন, তুমি আমায় এমন করে আঘাত দাও কেন, তুমিত জান আমাকে—

উমা। Don't be a sentimental নির্ম্মল। ক-দিনের দুঃখের পাঠশালে যে শিক্ষা আমার হয়েছে, তা এতদিনের য়ুনি-ভার্সিটির হাজার কেতাবে তা হয়নি, শোন এ টাকা তোমায় নিতেই হবে নির্ম্মল, বেসত এখন তোমার কাছে রাখ, আমার দরকার পড়লে আবার চেয়ে নেব।

নির্ম্মল। শোন, একলা তোমার কোথাও যাওয়া হবে না

(পঞ্চানন বাবুর প্রবেশ)

পঞ্চানন। নির্ম্মলবাবু! আপনার মা এয়েছেন!

নির্ম্মল। ও, মা এসেছেন!

(নির্ম্মলের মা সিঁড়ির ওধার থেকে উঠে এলেন)

নির্ম্মলের মা। কইরে নিমু! উমা কইরে!

উমা। একি মা তুমি আবার কেন কষ্ট করে' এলে···

নির্ম্মলের মা। মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাব, তার আবার কষ্ট কিরে. আর কষ্ট হলেও মা কি কখন সন্তানকে ফেলে দিয়ে যায় রে, চল মা, আয়, হ্যাঁ রতন কোথা?

উমা। সে ত' সেই থেকে পিসিমার বাড়ীতে আছে।

নির্ম্মলের মা। তা হলে নিমু, বাড়ী যাবার পথে রতনকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাব কেমন? আয় মা, আর দেরী করিস্ নি।

উমা। না মা সেত হয় না। আমি বাড়ী ঠিক করেছি, রতনকে নিয়ে সেখানেই যাব। পিসিমার ওখানেও রতনকে রাখব না। আমি অন্য কোথাও ত' যেতে পারব না মা।

নির্ম্মলের মা। সে কি কথা, একলা রতনকে নিয়ে কোথা যাবি। আমি এলাম তোকে নিয়ে যাব বলে, যাবি নি কি আমি কি তোর পর···

উমা। পর নয় মা। আপনার বলেই আর' যাব না। তুমি ত' সবই বোঝ মা, আমার অপরাধ নিয়ো না। আমি এখন কার' আশ্রয়ে গিয়ে থাকতে পারব না।

নির্ম্মলের মা। হ্যাঁ নিমু! একি বলে রে···

উমা। ঠিকই বলছি মা, আমি জানি, সামনে আমার এই একজামিন, তোমার ওখানে গেলে, আমার সব বিষয়েই সুবিধা নিশ্চয়, তবুও আমি যেতে পারব না—

[বিহারীবাবু, শীলা ও উমার কথার মাঝখানে এসে পড়লেন। পিছনে সন্তোষও পা-বাঁধা একটু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে লাঠির ওপর ভর দিয়ে এল]—তুমি বুঝতে পারছ না, মা! আজ তোমার যে স্নেহ পাচ্ছি, কাল হয়ত এমন কারণ ঘটতে পারে যে, তাতে বিরোধ হবে।

নির্ম্মলের মা। আমার সংসারে আবার বিরোধ কিসে হবে, কি যে কথা বলিস—

উমা। অনেক ব্যাপার আছে, মানুষের কখন যে কি ঘটে কিছু বলা যায় না, আজ দূরে থাকলে যে স্নেহ পাব, হয়ত কাছে গেলে তা নাও থাকতে পারে—

নির্ম্মলের মা। পাগল মেয়ে—

উমা। না মা তুমি এস,···পঞ্চাননবাবু! আমি এখন ত' আর এখানে থাকতে পারব না, আমাদের জিনিষপত্র গুলো remove করাতে, আপনাদের কোন আপত্তি নেইত?

পঞ্চানন। সেকি, আপনাদের জিনিষ আপনারা নিয়ে যাবেন।

বিহারী। হ্যাঁ মা! তা এখানে থাকার যদি অসুবিধা হয়, তা আমার ওখানে থাকতে ত' কোন আপত্তির কারণ হতে পারে না—

উমা। না জেঠামশায় সে হতে পারে না, এখানকার atmosphere দিবারাত্র আমার এমন করবে—

বিহারী। বেশ তা হলে, আমার বালিগঞ্জের বাড়ীতে—

উমা। না আমি সবই ঠিক করেছি আগেই, রতনকে নিয়ে সেখানেই যাব। শীলা আমায় একটু সাহায্য করবে ভাই, এই বই-টই গুলো ঘর থেকে গুছিয়ে নেব ?

শীলা। চল উমাদি—

উমা। মা কিছু মনে কর না, আমি পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব— [উমা ও শীলা পাশের ঘরে চলে গেল।

নির্ম্মলের মা। এ সে মেয়ে নয় নিমু, যে, কার' কাছে মাথা নোয়াবে—ও যাবে না, চল—তবে।

নির্ম্মল। চল। [নির্ম্মল ও নির্ম্মলের মার প্রস্থান।

পঞ্চানন। I have never seen such a brave girl, এতবড় আঘাতের পর যে এমন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে !

বিহারী। ওর বাপের মত—হরিশের মত লোক আমি দেখিনি, হীরে দিয়ে ওর দাম হয় না, কি-যে পোড়া এক মদ, ওতেই ওর সব কি যে গোলমাল হল—

পঞ্চানন। কোথায় যে গেলেন! কলকাতার বাইরে যে কোথাও পালিয়ে যাবেন, তাত মনে হচ্ছে না—

(নিখিলের মার প্রবেশ। বিহারীবাবুকে দেখে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিলে।)

নিখিলের মা। উমা কোথায়?

বিহারী। ও আপনি! উমা এই ঘরে আছে, আপনি ভিতরে যান।

পঞ্চানন। উমা দেবী, কে একজন আপনাকে খুঁজচ্ছেন—

(ভিতর থেকে উমা)—"কে" ? বলে মুখটা বাড়ালে "ও এস মাসি! আর কি দেখতে এলে, এস ভিতরে এস…"

নিখিলের মা। সেই শুনেইত' এলাম মা—[ভিতরে চলে গেল।

বিহারী। সন্তু! তুমি এখানে ওমন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? খুঁড়িয়ে ওপরে এলে আবার ব্যথাটাত বাড়তে পারে।

সন্তু। না এ-বেলা ব্যথা কমে গেছে, ওই উমা যাবে শুনলাম, তাই একবার দেখা করতে এলাম। (নিখিলের প্রবেশ)

নিখিল। May I be permitted to see উমা দেবী ?

পঞ্চাপন। উমা দেবীত ও-ঘরে আছেন, আপনি বসুন।

নিখিল। সন্তোষবাবু! আমি সব খবরই পেয়েছি, তাই একবার দেখা করতে এলাম।

(সন্তোষ কথা কইলে না, মুখটা ফেরালে অন্য দিকে।)

নিখিল। জেঠামশাই! সেদিন সকালে একটা অন্যায় হয়ে গিয়েছিল, তা আমাকে মার্জ্জনা করবেন।

বিহারী। ও-সব কথা এখন আর তুলে কি হবে বাবা, যা হয়ে যায়, তাত আর ফেরে না, এর আর আমার বলবার কি আছে।					[Constableএর প্রবেশ।

Constable. সাব—হুজুর!

পঞ্চানন। কি হয়েছে ?

[Constable চুপি চুপি পঞ্চাননবাবুকে কি যেন বললে—পঞ্চাননবাবু একবার তাড়াতাড়ি সিঁড়ির বারাণ্ডার দিকে গিয়ে দেখলেন। অত্যন্ত চমকিত ভাবে এদিকে একবার তাকিয়েই নীচে চলে গেলেন।]

বিহারী। কি হ'ল ? উনি অমন করে চলে গেলেন, কেন ? আবার কি—কি হ'ল ?

(তিনিও এগিয়ে দেখতে গেলেন—সন্তোষও লাঠি ধরে উঠে এগিয়ে দেখতে গেল। নিখিল একা হতভ্রষ্টের মত তাকালে, তার পর মুখ ফিরিয়ে বললে—)

নিখিল। কি হয়েছে ? সন্তোষবাবু !

[সন্তোষ কোন কথার জবাব এবাবও দিলে না—বরং ভ্রুটা কুঁচকে সেও সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে গেল। নিখিলও সেই দিকে বারান্দায় এগিয়ে গিয়ে দেখতে গেল।—আগে শীলা একটা স্যুটকেশ হাতে, পিছনে নিখিলের মা একটা কাপড়ের পোঁটলা নিয়ে, তার পিছনে উমা, খানকতক বই হাতে, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কথা কইতে কইতে—]

নিখিলের মা। তা মা, নির্ম্মলের মা যখন নিজে এসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে গেলেই ভাল হত' না ?

উমা। তুমি বুঝতে পারছ না মাসি, আমার জন্যে তিনি

আসেন নি। এসে ছিলেন তাঁর ছেলের জন্যে…[নিখিল এগিয়ে এল।

ও নিখিল দা!

নিখিল। আমি খবর পেয়েই দেখা করতে এলাম, এ দুঃখের কোন সান্ত্বনা দেবার নেই তবু…

উমা। এরা সব গেল কোথায় শীলা, স্যুটকেশটায় বই ভরতি, যে ভারি একটা লোকত—

নিখিল। আমি নাবিয়ে দেব ?

উমা। Thanks.

(নেপথ্যে হঠাৎ একটা গোলমাল শব্দ উঠল "এদিকে! এদিকে—খবরদার! খবরদার! হুজুর! হুজুর! হুঁসিয়ার গোলি মারেগা- এই ফটক বন্ধ করো")

উমা। কি কি তাঁকে ধরেছে নাকি, অ্যাঁ! নিখিল-দা নিখিল-দা! কি-কি ? [উমা হাঁপাতে লাগল।

নিখিলের মা। তুই যাস নি ওদিকে মা, কি জানি যদি—

নিখিল। উমা তুমি ঘরের ভেতর যাও, তুমি ঘরের ভেতর যাও, নীচে যেয়োনা, ওখানে গুলি চলছে…

[উমা শুনলে না চলে গেল। সকলে তার পেছনে গেল, নিখিলও এগিয়ে দেখতে গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নাট্যসংস্থাপন

বাড়ীর আঙিনা - একপাশে বাইরে যাবার ফটক, ডান দিকে আগেকার সিঁড়ির অংশ দেখা যাচ্ছে। যে দেয়ালে সেই বাঘছাল দু'টো টাঙান, তার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সময় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নীচে পাহারাওলা, পুলিশের জমাদার, আরদালী উঠানের একদিকে, অন্য দিকে হরিশ রিভলবার হাতে সোজা দাঁড়িয়ে বিপরীত দিকে পঞ্চাননবাবুও রিভলবার তুলে দাঁড়িয়ে। উপরে সিঁড়ির নামবার চাতালের কাছে বিহারী, সন্তোষ, নিখিলের মা, শীলা, নিখিল—সকলে উমার পিছনে এসে দাঁড়াল।

বিহারী। যেয়োনা মা কিছু বলা যায় না, না-না।

(উমা থতমত খেয়ে সেখানে পাথরের মত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল)

হরিশ। I am a better shot than you হা-হা-হা-হা পিস্তলটা নামান, অত ভয় পাচ্ছেন কেন ? আমি surrender করতে এসেছি, আমি এখন খুব sober, দস্তুর মত শান্ত, পিস্তলটা নামান, এই বন্দুকটা সরকার ওই বড়-বাঘটা মারার জন্যে পুরস্কার দিয়েছিলেন।

(পাহারাওলা পিছনদিক থেকে ধরতে গেল। হরিশ লাফিয়ে

সরে গিয়ে, "এই খবরদার ! হুঁসিয়ার ! Ask the blackguard—not to touch me ··I will break his jaw"

পঞ্চানন। জমাদার ! ফটক...

হরিশ। পালাব না ভয় নেই···এই নিন্—সরকারের দেওয়া জিনিষ—সরকারী লোকের হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, এই নিন—(হরিশ বন্দুকটা পঞ্চাননবাবুর হাতে দিতে গেল, পঞ্চাননবাবু হাত বাড়িয়ে আবার একটু সরে গেলেন—ভয়ে)

হরিশ। (বন্দুকের মুখটা উল্টে ধরে) হাহা, হাহা...এতেও ভয়...এই নিন আপনিও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত। আমি এইখানে একটু বসি।

পঞ্চানন। বসুন, হরিশবাবু বসুন···

(জমাদার অগ্রসর হয়ে হরিশকে ধরতে গেল)

হরিশ। ফের...খবরদার—বলছি আপনাকে যে···আমি surrender করেছি, ও যেন আমার গায়ে হাত না দেয়।

পঞ্চানন। এই জমাদার !

হরিশ আমাকে একটু অনুগ্রহ করে জল দেবেন–বড় তেষ্টা পেয়েছে।

পঞ্চানন। সে কি কথা, নিশ্চয়ই !

হরিশ। দেখুন খুন করলেও ক্ষিদে পায়। এমন তেষ্টা পেয়েছিল যে, ওই বাড়ীর নর্দ্দমার জল আঁজলা-আঁজলা করে খেয়েছি—(আরদালী জল এনে দিলে, হরিশ পান করলে) আঃ ! That's it···হ্যাঁ এইবার একটা গাড়ী আনান। দু'টো-

বুঝেছেন...হাহাহাহা দু'টোকেই সাবড়ে দিয়েছি একদম··· জগতের কাছে মিছে কথা বলার ফুরসুৎ আর পাচ্ছে না।

পঞ্চানন। কিন্তু আপনার স্ত্রী নীলাদেবী তাঁর dying declaration দিয়েছেন যে, তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন।

হরিশ। Deliberate lie মিছে কথা, মিছে কথা ;—এই হাতে দু'টোকে মেরেছি, ওই পিস্তল দিয়ে, সরকারী পিস্তলের অপমান করিনি নিশ্চয়, কিন্তু, কি বললেন, আত্মহত্যা ? হ্যাঁ তা ঠিক, আগে নিজেকে হত্যা, তারপর ত খুন করা অ্যাঁ··· ।

পঞ্চানন। হ্যাঁ—আপনার স্ত্রী ? সেই কথাই বার-বার বলেছেন যে আত্ম্যহত্যা।

হরিশ। The right she was–বুঝেছি বুঝেছি She wants a greater nemesis...আচ্ছা পঞ্চাননবাবু খুন করলে intellect খুব keen হয় না, বুদ্ধিটা খুব সাফ্ খুলে যায়, না ? বাঁচিয়ে রেখে সাজাটা ভোগ করাতে চায় কেমন ? হুঁ !

পঞ্চানন। এ-কথা মনে করছেন কেন।

হরিশ। কেন ? the vengance is mine not for her, And God saith, the vengance is mine আত্মহত্যা ! না-না না-না·· এমনি—এমনি করে দুটোকেই মেরেছি · Bang—Bang—Bang...

[কথা শেষ হতে না হতে তার মাঝখানে উমা ছুটে এসে পড়ল। পঞ্চাননবাবু বাধা দিলেন]

পঞ্চানন। করেন কি! করেন কি! এদিকে আসবেন না!

উমা। বাবা বাবা! কেন এমন কাজ করলে...

হরিশ। (কাঁদ, কাঁদভাবে ভাঙা গলায়) Get out, get out—get out off my sight, না না দাঁড়াও, may I be permitted to speak to my daughter?

পঞ্চানন। Yes! নিশ্চয়ই।

হরিশ। তোমার মা একটা অন্যায় কাজ করেছিল।

উমা। তাই আর একটা তার চেয়েও অন্যায় দিয়ে···

হরিশ। What I have done, is for the best of God's purpose.

উমা। ভগবানের নাম মুখে এন না বাবা!

হরিশ। তুমি কি সত্যি আমার মেয়ে, তোমার ভাই রতন সত্যিই আমার ছেলে, no-no-no, না-না-না। ওঃ হো হোহোহো!

উমা। তুমি মদ খেয়ে এ পর্য্যন্ত মার ওপর, থাক সে কথা, সে মা আমার মরবার সময় তোমাকে বাঁচাবার জন্যে কি-না করে' গেলেন। আর তুমি—কি করে তাকে মারলে বাবা···

হরিশ। জগতে যেন ওই রকম অন্যায় আর না করতে পারে।

উমা। কোন অন্যায় মা করেন নি—কক্ষন না, চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা—বিধাতার সৃষ্টি মিথ্যা—কিন্তু আমার কথা কখন মিথ্যা নয়—তুমি ভুল—

হরিশ। কি! কি! ভুল! ভুল! ভুল। হাহাহাহা—হাহা Officer—পঞ্চাননবাবু! শুনতে পাচ্ছেন ভুল,

হাহাহাহা এমনি করে, এমনি করে, এমনি করে (পিস্তল ছোঁড়ার ভঙ্গীতে) ভুল ! Bang-Bang-Bang···ভুল !

উমা। তুমি যাকে খুন করেছ জান সে কে ?

হরিশ। Yes ! Yes ! I know—I know···

উমা। না—তুমি জান না—

হরিশ। জানি না—কে ?

উমা। গগন মামা !

হরিশ। গগন মামা ! হাহাহাহা ! uncle ! uncle is it ? The twice told tale,—am old story···Get off—officer. মামা !

উমা। হ্যাঁ মার মার-পেটের ভাই, যাকে দাদামশায় ত্যজ্যপুত্তুর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন, সে লজ্জায় কোন দিন তোমার কাছে পরিচয় দেয়নি ·

হরিশ। Is this the truth ?

উমা। হ্যাঁ, যেমন আমি তোমার মেয়ে।

হরিশ। তবে- তবে নীলা ! অ ! অ !

উমা। ভয়ে তিনি একথা তোমার কাছে—

হরিশ। My God ! Then what have I done ! what have I done ! Oh ! It is terrible-terrible পঞ্চাননবাবু ! আমার পিস্তলটা একবার ফিরিয়ে দিন···দিন তো ? আমার পিস্তলটা ! একবার just for a moment,

just for a second, আমি এক্ষুনি আবার ফিরিয়ে দেব। দিন দিন—আহা! দিন না।

পঞ্চানন। আপনি কি বলছেন? তা আমি পারি না।

হরিশ। Don't you realise the fact—ha—ha—বিনা দোষে আমি দু' দুটো লোককে খুন করেছি one of them was my wife, perhaps the best woman in the world—the best, the best...O! and the other one was her own brother · a peacefull innocent man, ওঃ (কেঁদে ফেললে) দিন্ দিন্ পিস্তলটা দিন।

পঞ্চানন। তা দিতে পারিনে হরিশবাবু, আপনি—

হরিশ। পারেন না, পারেন না, অ! তবে গুলিতে নয় ফাঁসির দড়িতে but her blood. her brother's blood crying from the distant wilderness for vengance—for vengance···দিন না, আঃ here, here, here—this is the hand, এখন দাগ রয়েছে রক্তের...

পঞ্চানন। আপনি স্থির হন।

হরিশ। But to be frank, সব স্থির হয়ে গেছে, I confess I am guilty, guilty of an atroceious murder, a double murder, guilty of murdering my beloved wife, guilty of murdering an innocent man···Mea Culpa, the oflence is mine নিয়ে চলুন, নিয়ে চলুন don't delay. [পঞ্চানন হাতকড়ি হরিশের হাতে পরাতে লাগল উমা কাঁদছিল]

হরিশ। (উমার দিকে চেয়ে) মা! মা! মা!

বিহারী। শান্ত হও মা, শান্ত হও!

উমা। বাবা! বাবা!

হরিশ। Courage! Courage! sonny! Courage!

উমা। বাবা! বাবা!

হরিশ। Going my child. I am going, perhaps—never to return into your midst! Good night! Good night! Good night!

[হরিশ উমার দিকে জলভরা চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিহারী বাবুর অংশের নীচের ঘর, সামনে বারান্দা। ড্রয়িংরুমের মত, একধারে বইয়ের সেলফ্—অনেক বই সাজান—নানা রকমের আসবাব সামনের দিকে একখানা ইজি চেয়ার, পাশে একটা গড়গড়ায় কলকে সাজান—বিহারী-বাবু ইজি-চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছেন, পাশে আর একখানা চেয়ারে মিঃ রায় বিহারীবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।

বিহারী। উমা তাহলে, ওটা সন্দেহ করেছে ?

মিঃ রায়। সন্দেহ কেন খুড়ো—সেত স্পষ্টই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে···

বিহারী। কি জিজ্ঞাসা করলে ?

মিঃ রায়। যে দিন সেশনে মামলা উঠল, সেই দিনই সে আমাকে বললে, "রাইদাদা···আমারত আর টাকা নেই, মার যা-গয়না ছিল, সেত পুলিশ কোর্টেই সব দিয়েছি, থাকবার মধ্যে আমার এই হার ছড়াটা, মামলার খরচ চালাবার আমার আর শক্তি নেই"···

বিহারী। তাহলে সে এখনও জানে না যে, নির্ম্মল টাকাটা দিয়েছে।

মিঃ রায়। একেবারেই না—তা আমি বললাম, 'কেন ভাবছ দিদি, আমিত রয়েছি, ভয় কি টাকার দরকার হয় সে আমি দেখব, আমার কথা শুনে সে যেন আস্বস্ত হ'ল ."

বিহারী। বটে, ও তাই সে আমাকে বললে যে "রাইদাদা বাবার যা জন্যে করলেন তাঁর ঋণ যে কি করে শুধব জেঠামশাই !"

মিঃ রায়। উমার মার গয়না কি নষ্ট হতে দিয়েছি খুড়ো আর নির্ম্মলের মা—সে কথা শুনে নিজে আমার ওখানে এসে বলে গেলেন, যা টাকা লাগে—আপনি, উমা যেন না টের পায়, এমন ভাবে ব্যবস্থা করবেন, ওর মার গয়না আপনার কাছেই রাখুন…তা যেন একখানিও না নষ্ট হয়।

বিহারী। নির্ম্মলের মা is a wonderful lady.

মিঃ রায়। অদ্ভুত—যেমন বুদ্ধিমতি তেমনি দানশীলা, অল্পবয়সে ওই একটি ছেলে নির্ম্মলকে নিয়ে বিধবা হন, তারপর সরিকেরা কি কম শত্রুতা করেছিল, বিষয়টা ফাঁকি দেবার জন্যে, এখন ত নির্ম্মল বড় হয়েছে, তবে ওদের পুরোনো দেওয়ান সেই সব সামলেছে।

বিহারী। নির্ম্মলের যে আসবার কথা ছিল—এখানে ?

মিঃ রায়। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, আমি তাকে বলেছিলাম যে আটটা অবধি থাকব তোমার এখানে। হরিশবাবুর ঠিকানা সে বার করতে পারে নি, যে দিন হরিশবাবু খালাস পান সেদিন সে গিয়েছিল গাড়ী নিয়ে, তার যেতে একটু দেরী

হয়েছিল—ইতিমধ্যে তিনি কোথায় যে সরে পড়েছেন। ওই যে নির্ম্মল আসছে··· হ্যাঁ হে কিছু সন্ধান পেলে ?

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। কিছু না, আমি অনেক, অনেক চেষ্টা করেছি—কোন খবর করতে পারলাম না।

মিঃ রায়। পঞ্চাননবাবুকে—

নির্ম্মল। বলেছিলাম তিনি বলেন, যে এই বিটের constable অনেক রাত্তিরে এই বাড়ীটার কাছে-কাছে ঘোরা ফেরা করতে হরিশবাবুকে দেখেছে প্রায়ই···তারপর যে কোথায় চলে যায়, সে সন্ধান সে দিতেই পারে না।

বিহারী। তা হলে কথাটা সত্যি দেখছি !

মিঃ রায়। কি কথা খুড়ো ?

বিহারী। বাড়ীওলার সরকারটাও তাই বলে, যে মাঝে মাঝে এখানে আসে, আমি কিন্তু দেখিনি একদিনও···

মিঃ রায়। তা বাড়ীটার আশে-পাশে ঘোরেন, অথচ ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দেখা করেন না। অ!

বিহারী। এই জায়গাটাব স্মৃতি ভুলতে পাচ্ছে না। what a trajedy of human emotion !

নির্ম্মল। আমি পঞ্চাননবাবুকে বলেছি, তাঁর ঠিকানাটা যদি কোন রকমে বার করে দিতে পারেন। উমাকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সে জানে না। আমাকে একদিন বললে জেনেই বা তার লাভ কি ? আমি তার ভাবভঙ্গী দেখে চমকে গেলাম।

মিঃ রায়। হাহাহাহা—young man! চমকে যাবারই কথা, তাকে এখনও চিনতে পারনি নির্ম্মল—তাকে এখনও চিনতে পারনি, আজ প্রায় আট ন-মাস ধরে সে কি ভাবে যে রতনকে নিয়ে চালাচ্ছে জান?

নির্ম্মল। জানতে সে দেয় নি, তবে শুনেছি টিউসনি করে—গান শেখায়, দিবা-রাত্র পরিশ্রম করে। মাঝে রতনের বড় অসুখ করেছিল মা দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তার সঙ্গেও একদিন দেখাও হয়েছিল—নইলে...I tried to help, সে তাতে অপমান বোধ করে।

মিঃ রায়। হ্যাঁ আমিও কয়েকবার গিয়েছি, বাপের এই ব্যাপারটার পর থেকে কার' স্নেহ দেখলেই সে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। আমি তাকে টাকা দিতে গেছি, refuse করেছে, আর আমি তার দাদামশায়ের টাকায় বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়েছিলাম, সে তা জানে—তবু আমার কাছ থেকে-নিলে না।

বিহারী। আমিও—কদিন গিয়ে দেখা পায় নি—একদিন চুপি চুপি রতনের হাতে কিছু টাকা দিয়ে এসেছিলাম, উমা তখন ছিল না, সেই টাকা সেই রাত্তিরে আমার বাড়ীতে এসে ফিরিয়ে দিয়ে বলে গেল—"জেঠামশায় আর কখন এ-ভাবে স্নেহ দেখিয়ে আমায় ছোট করবেন না।" আমার চোখ ফেটে জল এল।

মিঃ রায়! নির্ম্মল! নির্ম্মল! মা'টা গেল, মামা'টা গেল, আর আমি তার দাদামশায়ের বন্ধু!

নির্ম্মল। আমি যে এখন করব, তা ভেবে ঠিক করতে পারছি নি।

বিহারী। কি আর করবে বল বাবা—তোমরা তার জন্যে যা করেছ, হরিশ তোমাদের জন্যেই বেঁচে গেল।

মিঃ রায়। বাঁচাতে আর পারলাম কই খুড়ো, জেলও হ'ল, জরিমানাও হ'ল, দাগত যাবে না—

বিহারী। কোন দাগই মেলায় না রাই!

মিঃ রায়। এখন' 'যদি হরিশবাবুকে পাওয় যেতা, তাঁকে সহজ ভাবে—হ্যাঁ ভাল কথা, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি তাঁর অফিসে খবর নিয়েছিলাম, বড় সাহেব Middleton আমায় বললেন working-partner হিসাবে তাঁর প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা লাভের খাতায় জমা হয়েছে, তারপর ব্যাঙ্কে—তাঁর আরো কত টাকাও আছে, তাঁকে না পেলে কোন adjustment করতে পারেন না। (ঘড়ির দিকে চেয়ে) ইস্ কথায়-কথায় অনেক দেরী করে ফেললাম ত', সাড়ে-নটা হয়ে গেল আমি আজ উঠি···

বিহারী। যাবে? আচ্ছা! আমি আজ রাত্তিরে মনে করছি, জেগে থেকে দেখব যদি সে কখন আসে।

বিহারী। নির্ম্মল তুমি একবার উমার ওখানে···

নির্ম্মল। কখন দেখা করব বলুন—আর সন্ধ্যের পর বড়

একটা কার সঙ্গে সে দেখা করতেই চায় না। দীপ্তিদের বাড়ী পড়াতে যায় খবর পাই, তবে সেখানেত আর দেখা করতে পারি নি।

মিঃ রায়। আচ্ছা খুড়ো, শীলা সন্তু ওদেব নিয়ে আসছে-শনিবার তাহলে আমার ওখানে আসছ কেমন? উমাকেও নেমতন্ন করব, তার সঙ্গে হরিশবাবুর কথাটা একবার ক'য়ে দেখব। আর যদি হরিশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তবে চেষ্টা কর খুড়ো কোন রকমে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পার যদি। এস নির্ম্মল! তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে।

বিহারী। নির্ম্মল খেয়ে যাবে না।

নির্ম্মল। না থাক—মিঃ রায়ের সঙ্গে আমারও একটা পরামর্শ আছে, এখন আর দেরী করব না, নমস্কার!

(নির্ম্মল ও মিঃ রায় চলে যাচ্ছেন, এমন সময় বাড়ীওয়ালার সরকার প্রবেশ করলে)

সরকার। হুজুর যাচ্ছেন।

মিঃ রায়। হ্যাঁ গদাই! খবর কি?

সরকার। খবর আর কি বলি বলুন, নানান ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি হুজুর।

মিঃ রায়। কেন কি হল আবার?

সরকার। আর বলেন কেন হুজুর, সেই খুনটা হওয়া

এস্তোক, নানান গোলযোগ, এই হরিশবাবুর এই ব্লকটা ফিরে আর ভাড়া হয় না—এই সব, আর কি করি বলুন।

মিঃ রায়। তাই নাকি—বটে—এস নির্ম্মল। [উভয়ের প্রস্থান

বিহারী। তাইত গদাই কি ব্যাপার বলত।

সরকার। তাইত আপনার কাছে এলাম, একটা বুদ্ধি-শুদ্ধি দেন, আপনি পেরবীণ লোক।

বিহারী। আমি আর কি বুদ্ধি দেব গদাই।

সরকার। আজ্ঞে আমারত আর চাকরী থাকে না মশাই।

বিহারী। কেন গদাই, আমিত এর কোন কিছুই দেখিনি।

সরকার। আপনি বললে না পেত্যয় যাবেন মশাই, কর্ত্তারা বলছেন যে, হয় এসব থামাবে, না হলে তোমার দেখা-শোনার দোষেই এসব হয়েছে, নইলে আজ আট-ন-মাস বাড়ীর ভাড়া হয় না, এখন আমি করি কি।

বিহারী। আসলে হয়েছে, কি? আমার সঙ্গে ত দেখা হয় না।

সরকার। দরোয়ান বেটা বলে সেই মায়িজী ভূত হয়েছে, আর হরিশবাবু হর্‌রোজ রাতের বেলা এইখানে আসে, কান্না-কাটী করে, দরোয়ান ভয়ে আটকাতে পারে না। আবার এদিকে আর সব ভাড়াটেরা বলছে উঠে যাব, কথাটা বড়ই খারাপী হল মশায়, এখন আমি করি কি, একটা শলা পরামর্শ দেন।

বিহারী। তাইত, তা আমার সঙ্গে দেখাত হয় না, আসে কোথা দিয়ে? সবত তোমাদের বন্ধ থাকে।

সরকার। আসে ? ওই যে ঘোরাণ সিঁড়িটা পিছনের, ওটার দরজাত আর বন্ধ থাকে না—সকালবেলা পরিষ্কার করতে মেথর আসে—কর্তারা বলেন যে, যখন আসে, তখন পুলিশ দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিতে, বলুন তো, সে কি আমি পারি !

[হরিশবাবুর ঘরের দিক থেকে একটা কান্নার শব্দ উঠল—যেন কে গুমরে-গুমরে কেঁদে উঠছে -"ওঃ ! ওঃ ! শব্দ"]

সরকার। ওই শুনছেন—ওই কখন এসে ঢুকেছে, অ্যাঁ কি করি মশাই, ওই দেখুন—ওই ! পুলিশ ডাকব কি, মশাই ভয়ে আমার পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে—

[বিহারী ও সরকার দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলেন। অন্যদিক দিয়ে হরিশ প্রবেশ করলে, সরকারও তাকে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট, ঠোঁট কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না। বিহারী বাবুও একটু থতমত খেয়ে গেলেন।]

হরিশ। কাকেও ডাকতে হবে না সরকারমশাই, আমি যাচ্ছি, আর না হয় এখানে ঢুকব না...তবে কেমন থাকতে পারিনে, মনটা হু-হু করে ওঠে—জ্বলে যায়, তাই ফিরে-ফিরে আসি···ওই ঘরটাতে, ওঃ !

বিহারী। কেঁদনা, কেঁদনা, হরিশ ! বোস, বোস···

হরিশ। না না বসবনা, বসবনা, ধূমকেতু হয়ে গেছি... বিহারীদা ! ধূমকেতুর মত আগুন ছড়িয়ে চলেছি...যেখান দিয়ে যাই সব জ্বলে পুড়ে যায়।

বিহারী। শোন হরিশ...

হরিশ। (ফিরে এসে) হ্যাঁ বিহারীদা! আমার উমা রতন কেমন আছে, জানেন ?

বিহারী। ভালই আছে হরিশ—তা তুমি সেখানে যাও না কেন...

হরিশ। আমি সেখানে যাব! সেখানে যাব? না-না-না... আমায় দেখলে হয়ত তারা ভয়ে আঁতকে উঠবে না-না...সে ভয় পাবে, এ হাত আর, না না আমি চল্লুম—চল্লুম।

বিহারী। হরিশ তুমি আমার এইখানেই থাক না কেন।

হরিশ। না না বিহারীদা, আমার গন্ধ পেলে লোকে পাগল হয়ে যাবে···দিনের আলোয় বেরুতে পারিনে প্যাঁচার মত লক্ষ্মীছাড়া হয়ে প্যাঁচার মতই অন্ধকারে ঘুরি···

বিহারী। তা তুমি কোথায় থাক? তোমার—

হরিশ। হুঁ! থাকি, থাকি, এই আর কি? চল্লুম··· [প্রস্থান

সরকার। মশাইগো! মশাই, আপনি কি রকম লোক! অ্যাঁ! আপনি আবার ওঁকে এইখানে থাকতে বলছেন, কি সর্ব্বনেশে কথা···বেঁচে গেলাম, চাকরীটে বজায় রইল, অ্যাঁ! ছাপোশা মানুষ, বলেন কি মশাই!

বিহারী। চল চল গদাই, কোথায় গেল, দেখিগে, এস, এস। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বালিগঞ্জের পল্লীতে দীপ্তিদের বাড়ী। নতুন ধরণের আটকোনা ঘর, ড্রয়িংরুমের মত, অতি আধুনিক আসবাব দিয়ে সাজান।

ব্যাকড্রপের দরজায় সব লাল মখমলের ওপর জরির কাজকরা পর্দ্দা ঝুলছে। বাঁদিকে একটা বড় অর্গ্যান হার্ম্মোনিয়ম। ঘরের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য বিলাসিতার উপকরণায় আসবাবই বেশী। তার মধ্যে নানাবিধ ফুলের গাছ সাজান ও ফোটা ফুলে ভরা; বেলা প্রায় চারটে বাজে।

[নেপথ্যে—"বয (Boy) is the coffeers eady ?—বয়" "আয়া মেম সাব !" জলদি বানাও—]

(কথা কইতে কইতে দীপ্তি ও নীবার প্রবেশ)

দীপ্তি। তুই বললেই আমি মেনে নোব।

নীরা। তুই না মানলে, কি কবব বল—আমি জানি, আমি আমার দাদাব কাছে শুনেছি নির্ম্মলবাবু হাজার-হাজার টাকা শুধু ব্যারিষ্টাব মিঃ রায়েবই ফিঃ দিয়েছেন।

দীপ্তি। অর্থাৎ তুই বলতে চাস যে, নির্ম্মলবাবু উমাদিব জন্যেই এতটা করেছেন এইত ?

নীরা। (একটু হেসে) তা ভাই এ কথা মনে করা কি খুব অসঙ্গত হবে, বলতে চাস।

দীপ্তি। বলতে আমি কিছুই চাইনে, তাকে আমাদের সোসাইটীতে মিশতে দেওয়া হতেই পারে না—কিছুতেই না।

নীরা। উমাদির অপরাধটা কি হল ?

দীপ্তি। What a silly question ? কি আশ্চর্য্য ! মানুষের মান ইজ্জত বলে কোন জিনিস নেই বলতে চাস।

নীরা। তা কেন বলব তবে...

দীপ্তি। তবে ? তবেটা কি ?

নীরা। টাকা থাকলেই মান-ইজ্জত বেশী থাকে...সে আমাদের কাছ থেকে হাত পেতে নেয় বলেই—তার মান ইজ্জত নেই, এই আর কি।

দীপ্তি। তোর এমন সব crude idea এটাত' সত্যি কথা যে, money is everything in this world—নইলে আমার মার এত খাতির societyতে কিসে, আর নির্ম্মলবাবুরই বা এত...

নীরা। গুমর কিসের ; কেমন ?

দীপ্তি। ইয়ারকি হচ্ছে।

নীরা। রাম কহো ! সত্যিই বলছি ··

দীপ্তি। জানিস সে নির্ম্মলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে, অথচ—

নীরা। কেন দেবে না, সে তার class friend আজ তার এই অবস্থা বলে...এ কথা বলছিস দীপ্তি ! নইলে উমাদির কাছে আমাদের সবারই মাথা নীচু করে চলতে হয়েছে।

[দীপ্তির-মা ও নীরার দিদি ওদের কথার মাঝখানেই প্রবেশ করলে]

দীপ্তির-মা। তুই বললে আমি বিশ্বাস করি, কক্ষণ না, গগন সহোদর ভাই নয়—মামলার সময় ওইটেকে ভাই বলে খাড়া করে—কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল।

নীরার দিদি। Scandal সত্যি হলে কি আর চাপা দেওয়া যায়।

দীপ্তির-মা। চাপা কে দিতে পারে...আমি যে আগে জানতাম না—

নীরার দিদি। থাকগে এখন ওসব কথা, চল তা হলে—চারটে বাজল—উনি আবার court থেকে এসে পড়বেন।

দীপ্তির-মা। তোরও তাড়া, আমারও ভাই তাড়া, আমাকেও আবার এখুনি partyতে যেতে হবে...নইলে বসে দু'টো গল্প করতাম ভাই।

দীপ্তি। partyতে যাবে? এখুনি যে···

(দীপ্তির-মা দীপ্তিকে চোখ টিপলে)

নীরা (একটু হেসে জনান্তিকে দীপ্তির প্রতি) কি! নির্ম্মল-বাবু আসবেন ত'···

দীপ্তির মা। কিরে দীপ্তি? নির্ম্মল এখন আসবে নাকি? মুস্কিল! আমরাত' কেউ থাকতে পারব না···এলে ফিরে যেতে হবে। তুই তাড়াতাড়ি সেরে নে···না হয় ফোন করে' দে, যে, আজ আমরা পার্টিতে যাব—

নীরার-দিদি। আচ্ছা তাহলে আমরা আসি ভাই···

নীরা। দীপ্তি!—Cheerio...

দীপ্তি। Cheerio... [নীরা ও নীরার দিদির প্রস্থান

দীপ্তির-মা। এত করে শেখালেও তোর যদি কোন আক্কেল

হয়—আমি ওদের তাড়াবার জন্যে—আর তুই—বলে বসলি... এখুনি—

দীপ্তি। আমার ঠিক—কেমন ভুল হয়ে গেল মা...

দীপ্তির-মা। ভুল হয়ে গেল মা···কি রকম False positionএ পড়তাম, আমি সামলে নিলাম তাইত' · ওরা নির্ম্মলকে—[বয় প্রবেশ করলে ও একখানা card দিলে]

(সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলের প্রবেশ)

কই? এস, এস, নির্ম্মল এই তোমারই নাম করছিলাম—যে দেরী হচ্ছে কেন? দীপ্তিত ভেবেই অস্থির, বলছিল,—টেলিফোন করবে...বোস...ও আজ সারাদিন কি করেছে জান—সারাটা বাগান উজাড় করে মালীকে বকে একশা করলে, তারপর তোমার জন্যে একটা Button-holeএর ফুল আর কিছুতেই ওর পছন্দ হয় না—শেষ নিজেই কটা তৈরী করেছে—

[দীপ্তি নির্ম্মলের বুকে ফুলটা গুঁজে দিলে]

নির্ম্মল। বেশ চমৎকার ফুলটাত' দীপ্তি...তোমারত বেশ test আছে।

দীপ্তির-মা। পছন্দর কথা আর ব'লনা বাবা···ওই দেখ না, বিলাত থেকে আসবার সময় Mapple Brownএর ওখান থেকে ওই Pearl neclace টা আনলাম, তা ওর পছন্দ হয় না—এখানে আবার ওতে একটা নীলার Star বসাতে হয়েছে। তবে মেয়ের মনে ধরেছে!

নির্ম্মল। তা ওকে অবিশ্যি খুব মানিয়েছে ওতে...

দীপ্তির-মা। আচ্ছা তোমরাত ছটায় আবার cinemaতে যাবে, আমি এদিককার ব্যবস্থা করে দিই...বয়ই! বয়ই!... তোমরা একটু গল্প কর...ততক্ষণ আমি আসছি...

[দীপ্তির মার প্রস্থান

দীপ্তি। আপনার মনটা অমন ভার ভার কেন? ফুলটা বুঝি মনে লাগল না?

নির্ম্মল। না ভার কেন হবে—rather I appreciate your choice of flower—সমস্ত ঘরটাই আজকে যেন একটা উৎসবের atmosphere এনে দিয়েছে—

দীপ্তি। আজত আমার উৎসবেরই দিন।

নির্ম্মল। কিসের উৎসব?

দীপ্তি। আপনি এসেছেন, উৎসব নয়।

নির্ম্মল। Oh·I see—সেদিন—তোমাদের কলেজের সেই playতে তোমায় ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল—

দীপ্তি। ঠাট্টা করছেন, সেদিন কি করব বলুন, আমার গলাটা ভাল ছিল না, গানগুলো সুবিধে হয় নি···তার উপর নীরা সব গুলিয়ে ফেললে—একের পায়ের জায়গায় বেতালা করে ফেললে···

নির্ম্মল। তা হলেও, It was a success—no doubt, আমার অবশ্য খুব ভালই লেগেছিল।

দীপ্তি। আর তেমন রিহার্স্যালওত' হয়নি...ও গানগুলো

ভাল জানা ছিল উমাদির, তা সেত' উমাদির ভাইয়ের অসুখ বলে সুবিধে হল না।

নির্ম্মল। দু' একটা জায়গায় একটু খাপছাড়াও লাগল—মোটের ওপর it was a treat unquestionably, ভালই হয়েছে বলতে হবে...(নির্ম্মল একটা সিগারেট ধরালে)

দীপ্তি। আজ একটা নতুন গান আপনাকে শোনাব, শুনবেন ত' ?

নির্ম্মল। With pleasure...সেকি কথা···নিশ্চয় শুনব...

দীপ্তি। শীলাদের ওখানে যান নি···উমাদি কেমন আছে ?

নির্ম্মল। না—উমার সঙ্গে আজকালত' দেখা প্রায়ই হয় না...

দীপ্তি। কেন ?

নির্ম্মল। তার হয়ত অবসর হয় না...আর আমিও একমাস নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম...যাক্ গে উমার কথা—তুমি গাও... হ্যাঁ তোমার বাবা—

দীপ্তি। বাবার চারটে বাজলেই—বেড়াতে যাওয়া চাই-ই—

নির্ম্মল। ও—তাই—বটে!...তা কই গান শোনাও...

দীপ্তি। কি গান গাইব বলুন...

নির্ম্মল। এই যে বললে নতুন গান শোনাব!

দীপ্তি। অ! হ্যাঁ! গিয়েছি...হঠাৎ এখন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যে...

নির্ম্মল। কই না...

দীপ্তি। (হাসতে হাসতে উঠে একটা মধুর আকর্ষণের ভঙ্গীতে হার্ম্মোনিয়মের কাছে গিয়ে বসল। একখানা খাতার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে)...

দীপ্তি। আপনার ভাল লাগবে ত?

নির্ম্মল। না শুনেই certification...হাহাহাহা...

দীপ্তি। গান শুনতে হ'লে মন ঠিক করেই শুনতে হয়।

(দীপ্তি একটু হেসে গান ধরলে—)

তোমায় আমায় গোপন ঘরে,
কইব কথা কাণে-কাণে,
আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা
পান করাব গানের তানে।
(কইব কথা কাণে-কাণে)

ভ্রমর যেমন করে গুঞ্জন,
কপোত যেমন করে কূজন—
তোমায় আমায় বসে দু'জন,
সুজন হব একই প্রাণে
(কইব কথা কাণে-কাণে)
গোপণ হব প্রাণে প্রাণে···

[নির্ম্মল সমস্তক্ষণই একখানা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সিগারেট টানতে লাগল। গানের দিকে যে খুব মন, তা তার ভঙ্গীতে মনেই হয় না। দীপ্তি সেটা লক্ষ্য করে— খাতার পাতাটা উল্টে দিয়ে বললে...

দীপ্তি। শুনুন এই পাতাটা খুলে দিন তো···

(নির্ম্মল পাতাটা উল্টে দিলে)

দীপ্তি। আহা! ওখানা নয়—ওর আগেরটা—

(নির্ম্মল পাতাটা আবার উল্টে দিলে।)

(দীপ্তি গানের স্থরটা বাজাতে লাগল...নির্ম্মল কাছে এসে খাতার পাতাটা খুলে দিবার সময় তার চাদরে এক অংশটা দীপ্তির গায়ে পড়ে গেল···)

দীপ্তি। আপনি যেন কি—এইটে আপনি তুলে ধরুণ···

(আবার গাইতে লাগিল...)

ভ্রমর যেমন করে গুঞ্জন,
কপোত যেমন করে কূজন,
তোমায় আমায় বসে দুজন—
গোপন হব প্রাণে প্রাণে
(কইব কথা কাণে-কাণে)

[নির্ম্মল Button-hole থেকে ফুলটা তুলে হাসতে দীপ্তির মাথার কেশের কাছে যেন স্পর্শ করার ভঙ্গীতে দাঁড়াল, গান চলতে লাগল—সেই সময় পর্দ্দা সরিয়ে উমা প্রবেশ করলে—উমা যে এসেছে—এরা দুজন কেউ টের পেলে না। উমা এদের দিকে চেয়ে একবার দেখেই চলে গেল।]

তোমায় আমায় বসে দু'জন—
গোপন হব প্রাণে প্রাণে—
কইব কথা কাণে-কাণে—

(পর্দ্দাটা সরানই রইল—উমা বাইরে যেখানে দাঁড়াল, সেখান থেকে তাকে প্রেক্ষাগৃহ হতে দেখতে পাওয়া যায়। বয় এল। অন্য দিক থেকে দীপ্তির-মা এসে উমাকে সঙ্গে করে চলে গেল। গান তখনও চলতে লাগল। পাশের ঘরের সামনে entrance হলের একধারে দীপ্তির মা ও উমা কথা কইছে)

দীপ্তির-মা। তোমার আগেকার যে টাকা পাওনা আছে, তাছাড়া, আমি তোমায় আরো এক মাসের টাকা দিয়ে দিলাম... দীপ্তির পড়ান বা গান শেখানর আমি অন্য ব্যবস্থা করছি... কেননা, তোমাকে আমাদের societyতে মেলামেশা···

উমা। that's all right বেশ...তা—টাকাটা আপনি রেখেই দিন, আমি গেল মাসে পড়াইওনি, ও আগের টাকাও আর—না থাক,···আমি চল্লাম...(উমা টাকাটা সামনের টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে রেখে চলে গেল! পূর্ব্ববর্ত্তী দৃশ্যের গানটা তখনও শোনা যাচ্ছে)

(আবার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় দৃশ্য। নির্ম্মল ও দীপ্তি সেই ভাবে দাঁড়িয়ে...এমন সময় দীপ্তির-মা স্পর্দ্ধিত-দর্পে পা ফেলতে-ফেলতে প্রবেশ করলে। নির্ম্মল সরে দাঁড়াল।)

দীপ্তির-মা। শুনলি দীপ্তি...উমা—এসেছিল···মাইনের টাকা দিতে গেলাম—তার ওপর আরো এক মাসের টাকা দিলাম, টাকা গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। যত সব ইতর—অভদ্দর আমি তোকে বারবার বলেছি না—যে—এত স্পর্দ্ধা... কাল যে কি খাবে তার ঠিক নেই, অথচ তেজ দেখ একবার!

দীপ্তি। সে কি ? উমাদি···

দীপ্তির-মা। মা যার অমন ছিল—ছিঃ! আগে জানলে কি আমি তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিতাম···তোরাইত সব উমাদি ! উমাদি ! বলতে অজ্ঞান...আমার সন্দেহ ছিল...ওর মাও যেমন ছিল মেয়েও তেমনি।

(নির্ম্মল বড় অস্বস্তি বোধ করলে Button-holeএর ফুলটা নিয়ে হাতের মধ্যে দলে তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কোন কথা না বলে—দ্রুত ঘর থেকে চলে গেল।)

দীপ্তির-মা। নির্ম্মল ! নির্ম্মল ! শোন...শোন···তুমি... কি হ'ল...নির্ম্মল !

(দীপ্তির মা নির্ম্মলের পিছনে পিছনে চলে গেল)

(দীপ্তি দু'টো হাত মুখে চাপা দিলে কান্নার ভঙ্গীতে। বাইরে একটা মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। দীপ্তির-মা...আবার ফিরে এল।)

দীপ্তির-মা। তোর যদি কোন বুদ্ধি আক্কেল থাকে···

দীপ্তি। বারে, আমি কি করলাম—তুমি যেমন শেখালে আমিও তেমনিই করেছি...তুমি কেবল আমারই দোষ দেখছ, (চটকান ফুলটা তুলে) দেখনা রেগে কি রকম করে চলে গেল।

দীপ্তির মা। তুই সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারলি নি...আমি গেলাম ছুটে···চাকর দরোয়ান গুলো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল···

দীপ্তি ! আমি পারব না ও রকম, মানুষ না আমি কলের পুতুল, আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে…এই অপমান ! (চটকান ফুলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে রেগে চলে গেল)

দীপ্তির-মা। Don't be silly শোন্ শোন্! বল্ গাড়ী নিয়ে যাই…

(শোন্ শোন্ "Don't be silly" বলতে বলতে (দীপ্তির মাও পিছনে পিছনে গেল।)

তৃতীয় দৃশ্য

নাট্যসংস্থাপন

চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে ফ্লাট বাড়ী। উমার ঘর। ঘরটা মাঝারি ধরণেব সাজান। ব্যাকড্রপে দু'টো জানালা সাদা ক্রেপের স্ক্রিন দেওয়া। বাঁ দিকে দুটো দরজা, ডান দিকেও দু'টো জানালা, তাতে নীল রঙের স্ক্রিন দেওয়া। দরজায় নীল পর্দা টাঙান। ঘরের মেঝেটা ম্যাটিং করা, জানালার দিকে একটা টেবিল, তাতে বই সাজান—তার পাশে একটা বুক সেলফ, তাতে অনেক বই রয়েছে—ডান দিকের জানালার কাছে একটা অর্গ্যান হার্ম্মোনিয়ম। একপাশে একখানা সোফা ও খানকতক চেয়ার। ঘরের দেয়ালে খানকতক landscape ছবি টাঙান। একদিকের দেয়ালে একখানা calendar… টেবিলের ওপর খানকতক খাতা ও কাগজ, একটা টেবিল-ক্লক। সেটা মাঝে মাঝে সুরে বাজছে…ডানদিকের জানালা দিয়ে রাস্তা

দেখা যায়। ঘরের মেঝেতে একটা নীচু মারবেল পাথরের চৌকী তাতে পিঙ-পঙের জাল টাঙান। (রতন পিঙ-পঙের সাদা বল আর ব্যাট নিয়ে খেলছে নিখিলের-মা টেবিলের অন্য দিকে একখানা ব্যাট হাতে করে বসে আছেন)

রতন। তুমি কিচ্ছু পারনা মাসি, দিদি কেমন খেলতে পারে।

নিখিলের-মা। তা আমি কি ও-বল খেলতে পারি বাবা... তুই আপনি খেল না।

রতন। তোমার একটুও বুদ্ধি নেই মাসি...একলা বুঝি কখন খেলা যায়, দিদি যে পাশের ওদের বাড়ী যেতে বারণ করে গেছে,—হুঁঃ! একলা খেলা যায়!

নিখিলের-মা। তা আমি কি কখন বল খেলেছি রে...

রতন। বাঃ আমি একটা পিঙ করে মারব, তুমি একটা পঙ করে মারবে, এটা বুঝতে...নাঃ তোমার কিচ্ছু বুদ্ধি নেই মাসি। তুমি কিন্তু ভারি বোকা...হ্যাঁ...

নিখিলের-মা। হ্যাঁরে! তোর দিদি কখন আসবে?

রতন। আমাকে বলে গেছে যে, পাঁচটার সময় আসবে— পাঁচটাত বাজে...(টঙ-টঙ করে পাঁচটা বাজল ঘড়িতে)

ওই যে দিদি আসছে!

(উমার প্রবেশ—হাতে একটা বিস্কুটের বাক্স আর ব্যাগ .. মুখখানা ভার)

উমা ! মাসি কতক্ষণ এয়েছ ?

নিখিলের-মা। বেশীক্ষণ নয় মা। দেখনা আমায় বলে পিঙ-পঙ খেলতে, আমি কি পারি ওই···তোর মুখখানা বড্ড শুখিয়ে গেছে মা—শরীরটাত ভাল দেখছি নি।

উমা। না আমিত ভালই আছি মাসি। রতন যে সেরে উঠেছে এই ঢের...আমার কথা ছেড়ে দাও...

নিখিলের-মা। বাবার কোন খবর পেলি ?

উমা। না কিছু না···আর আমি খোঁজ করেই বা কি করব বল, শুনেছি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কোথায় চলে গেছেন। মা চলে গেলেন, তার গ্লানি ভোগ করতে রইলাম আমরা তুই ভাই বোন। একদিকে একজামিন, একদিকে ওই মামলা—তার ওপরে রতনের অত বড় অসুখ···কিযে করি···চোখে-কাণে দেখতে দেয় নি এক মাস।

নিখিলের-মা। তাত সত্যি ··বিপদের ওপর যারপর নেই বিপদ···

উমা। তার ওপর বেঁচে থেকে কি লাঞ্ছনা···রতন এই নে বিস্কুট নে···তুধ খেয়েছিস, খাস নি ? খাসনি কেন ?

রতন। ভুলে গেছি দিদি।

উমা। কই আমিত ভুলি না। ক্ষ্যান্ত কোথায় ?

নিখিলের-মা। আমিত এসে অবধি দেখিনি !

উমা। তাকে বলে গেলাম যে, আমি পাঁচটার সময় আসব, তা তার আর একটু দেরী সইল না। সবই সময়ে করে। যাক

গে—চল দুধ খেয়ে নিবি চল। একটু বোস মাসি আসছি আমি—তুমি দুধটাও খেয়ে নিতে পারনি ভাই !

(উমা চলে গেল, তখনি আবার ফিরে এল)

নিখিলের-মা। হ্যাঁরে মামলাত শুনলাম মিটে গেছে, নির্ম্মল কিন্তু অনেক করেছে,—অমন পরের দুখে-দুখী আর হয় না মা ! নির্ম্মল আসে নি ?

উমা। না।

নিখিলের-মা। কেন, সে তোর সঙ্গে দেখা করে না ?

উমা। না।

নিখিলের-মা। এই ত শুনলাম মামলার সব খরচ সেই চালিয়েছে।

উমা। কে বললে ? That's a news to me...অ !

নিখিলের-মা। কেন এত সবাই...

উমা। আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি নি মাসি, আমি জান্তাম যে, মিঃ রায় আমার দাদামশায়ের বন্ধু বলে, তিনিই সব করেছেন, আর মার যা-গয়নাগাঁটী ছিল, আমি সব বেচে দিয়েছি।

নিখিলের-মা। তা হবে আমি যেমন শোনা কথা, তাই বললাম মা...(একখানা চিঠি হাতে নিয়ে রতনের প্রবেশ)

রতন। দিদি ! বাড়ীওলার বাড়ী থেকে একখানা চিঠি এনেছে—দরোয়ান বললে সই করে দিতে।

উমা। দেখি ! [চিঠিটা খুলে পড়তে-পড়তে উমা দুঃখ

ক্রোধ অভিমান ভরে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে চিঠিখানা হাতের মধ্যে দুমড়ে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে···খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

নিখিলের-মা। কি হয়েছে মা···অমন করে উঠলি কেন ?

উমা। সই করতে হবে না, দরোয়ানকে বল, কাল সকাল দশটার সময় এসে টাকা নিয়ে যাবে দিয়ে দেব। [রতন চলে গেল।

বাড়ীটা ছেড়ে দেবার জন্যে নোটিশ দিয়েছে। দু'মাসের ভাড়া বাকী পড়েছিল, তাই।

নিখিলের-মা। হে ভগবান! আজ তোরও এই হাল··· হায়রে কপাল!

উমা। কপাল নয় মাসি, বুদ্ধির ভুল! (গলা থেকে হার খুলে নিয়ে) এই হারটা বিক্রী করে...

নিখিলের-মা। গলা থেকে হার খুলে বিক্রী করবি ?

উমা। কি করব মাসি। টাকা নেই ভাড়াত দিতে হবে।

নিখিলের মা। টাকা নেই ভাড়া দিতে হবে, তা হার বিক্রী করবি। কত টাকা ?

উমা। বারো ভরির হার আছে...যত পাওয়া যায়।

নিখিলের মা। হ্যাঁ মা তা একবার নির্ম্মলকে এ সময় বললে...

উমা। (হাসলে) পাগল হয়েছ মাসি...মামলায় নির্ম্মল টাকা দিয়েছে বলে...যাক্‌গে–আর নির্ম্মল আমার কে—যে তাকে বাড়ী ভাড়ার টাকার কথা বল্‌তে যাব।

(বাইরে দরজায় আবার কে রিঙ করলে)

আবার কে এল ? রতন ! রতন, দেখত ।

তোমার টাকা আমি রেখে দিয়েছি মাসি এই নাও...

নিখিলের-মা । হ্যাঁ মা, তোরই ত এখন...

উমা । আমার যা হয় হবে, মাস শেষ হয়ে গেছে আজ তিন দিন, তোমায়ত বাঁচতে হবে । নাও ! (টাকা দিল)

(রতন ফিরে এল ডাকতে ডাকতে···দিদি !)

রতন । দিদি ! দিদি ! নির্ম্মল-দা এয়েছেন ।

নিখিলের-মা । আমি তা হলে ও ঘরে যাই মা...

উমা । না মাসি তুমি বোস না...আসতে বল, তুই পার্কের মাঠে একটু বেড়িয়ে আয় ।

রতন । দিদি ব্যাটখানা নিয়ে যাব ।

(রতন চলে গেল । বাইরে গিয়ে · "নির্ম্মল-দা আসুন নির্ম্মলদা—দিদি ডাকছে । আমি খেলতে যাচ্ছি...মাঠে...)

উমা । এখুনি আসিস্ । বেশী ছুটোছুটি করিস নি ভাই । যা...দেরী করিস্ নি তবে । (নির্ম্মলের প্রবেশ)

উমা । তুমি হঠাৎ ?

নির্ম্মল । একটু দরকার আছে ?

উমা । বোস—কি দরকার বল ।

[নির্ম্মল নিখিলের-মার দিকে চেয়ে একটু ইতঃস্তত: করতে লাগল । নিখিলের-মা তা দেখে একটু সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, "আমি ওঘরে যাই উমা···"]

উমা। কেন মাসি তুমি বোস না···নিখিলদার কোন খবর পাওনি ?

নিখিলের-মা। (থতমত খেয়ে) কই না...

(নির্ম্মলের মুখখানা গুম হয়ে উঠল)

উমা। আচ্ছা তাহলে তুমি এস মাসি, আমি আবার খবর নেব অখন···কেমন ? দেখা হলে বলব মাসি, এস! আমি নিশ্চয়ই বলব। [উমা পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে। নির্ম্মলের মা উমার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন। তারপর চলে গেলেন।] হ্যাঁ কি দরকার বল!

নির্ম্মল। তুমি কি বলতে চাও ?

উমা। কিছু না। আমি কি বলব।

নির্ম্মল। আমার অপরাধটা কি বলতে পার ? আমি কি করেছি ?

উমা। ব্যাপারটা কি নির্ম্মল! কি হয়েছে, তুমি অমন করছ কেন ? What do you want please ?

নির্ম্মল। (জোরে একটা নিশ্বাস ফেলার মত হাঁপালে)... তুমি এমনি করে লোকের বাড়ী-বাড়ী চাকরী করে মাইনে নেবে, তারা সব আকথা-কুকথা বলবে। আর আমি তাই দাঁড়িয়ে শুনব।

উমা। আমিত বলিনি শুনতে, তুমি কাণে আঙুল দিলেই পারতে—দীপ্তির গানের সুরটাই...

নির্ম্মল। The hell with Dipti···কি করেছি অপরাধটা

তোমার কাছে·· তোমার অপমানে আমার অপমান হয় না ?

উমা। Not so loud my friend আস্তে···আমি সহায়-হীন, সম্বলহীন মা-বাপ-হারা ছোট ভাইয়ের হাত ধরে সংসারে চলেছি, আমি চাকরী করে টাকা না আনলে, আমার চলবে কি করে বল—এতে তোমার কেন অপমান হবে।

নির্ম্মল। কে তোমাকে ওই রকম চাকরী করতে বলেছে আঃ!

উমা। Not so loud my friend আহা! আস্তে আস্তে...একেইত নানান কথা চারিদিকে · আবার এই ফ্ল্যাট বাড়ীতে তুমি ওই রকম কর—আরো বেশ চারিদিকে রঙ বেজে উঠুক···

নির্ম্মল। বেজে উঠুক, ভয় কিসের ?

উমা। তোমার না ভয় থাকতে পারে, আমি মেয়েমানুষ গরীব, মা আমার যে ভাবে গেছেন—যাক্—আর যার জন্যে তোমার অপমান বোধ হয়েছে সে চাকরী ত কি কথা বলে মনিবরা একমাসের মাইনে দিতে এসেছিল···তা শুনেছ বোধ হয়···

নির্ম্মল। না আমার শোনবার কি আছে।

উমা। আছে বৈকি, যখন এসেছ শোন, আর বাকী টিউসানি দু'টো তাও গেছে—বাড়ীর মালিক দীপ্তির মামা, আজ এই খানিক আগে নোটিশ দিয়েছেন, কাল বাড়ী ছাড়তে হবে, যদি না ছাড়ি

তবে daily দশ টাকা ভাড়া এবং তাও সাতদিনের সময়, তাতেও যদি না ছাড়ি, তবে সাতদিন পরে এই ফ্ল্যাট বাড়ীতে tress-passer বলে criminal করবে বলেছে। তোমার অপমান দীপ্তির সামনে বলে·· না ?···যাও—যাও···

নির্ম্মল। শোন—শোন···

উমা। কি শুনব···যার বাপ খুনে—যার মা কলঙ্কিনী, তার সংশ্রবে এলেইত তোমাদের societyর অপমান হবে···যাও বিরক্ত কর না আমায়···দরিদ্র বলে সাহায্য করতে এসে আর অপমান কর না···এই সংসারে একদিন, না, সে কথা শুনে তোমার কোন দরকার নেই···

নির্ম্মল। মা তোমাকে যে দিন আনতে গিয়েছিলেন, সে দিন গেলে ত আর এ সব...

উমা। তোমার বাড়ী কেন যাব বলতে পার—কেন যাব ? তুমি কি বলতে চাও যে রতনকে নিয়ে তোমার গলগ্রহ হতে যাব···

নির্ম্মল। আমি কি তোমার পর ?

উমা। পর কি আপন লোকে ব্যাভারেই বুঝতে পারে···

নির্ম্মল। আমার ব্যাভারে কি দেখলে...ছ-বছর এক সঙ্গে···লেখা পড়ার মধ্যে।

উমা। যেটুকু বাকী ছিল, আজই তা দেখেছি দীপ্তির বাড়ীতে, আমার অপমান তোমার গায়ে কতখানি বেঁধে...

নির্ম্মল। সেই অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে আমি কি করতে পারি বল...

উমা। আমি ত কিছুই বলিনি নির্ম্মল, তুমিই বলছ…উঃ আর পারিনা, পারিনা, পারিনা…মাগো…

নির্ম্মল। শোন উমা! লক্ষ্মীটী শোন…

উমা। না-না আমি আর কিছু শুনব না, আমায় একটু একলা থাকতে দাও…সন্ধ্যে হয়ে এল, নিজের পরিশ্রমে অন্যের কাজ করে, কাজের বদলে টাকা-নেওয়াটা আমি অপমান বলে মনে করিনি…যতক্ষণ আমার অভাব থাকবে, ততক্ষণ আমি পরিশ্রম করব।

নির্ম্মল। কে তোমাকে অভাবে থাকতে বলছে?

উমা। কেউ বলে না বন্ধু! ওটা আমার স্বভাব। দয়ার ভালবাসার স্নেহের সহানুভুতির পাত্রী হয়ে হাত পেতে টাকা নেব না আমি…যাক্ এস নির্ম্মল আমার কাজ আছে…

(উমা কথা কইতে কইতে মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে চলে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল)

(নির্ম্মল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।)

উমা। আঃ আমাকে যেন কি পেয়েছ সব।

নির্ম্মল। উমা! আমার কথা শোন…

উমা। কোন কথা শুনব না—যাও—যাও—যাও…

(বাইরে আবার দরজায় কে রিঙ করে উঠল)

উমা। কে? (ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।)

(নেপথ্যে—"আমি উমা!")

কে নিখিলদা, আঃ! কি বলছ—এস ভেতরে এস…

(নিখিলের প্রবেশ)

এই ত তোমার মা এসেছিলেন, এই কিছুক্ষণ হল চলে গেছেন।

[নির্ম্মল উভয়ের দিকে চেয়ে নীচের ঠোঁট দিয়ে চেপে দ্রুত চলে গেল]

নিখিল। মার কথা থাক···শুনব পরে।

উমা! মার কথা থাক? মায়ের কষ্ট কি একটুও বুঝবে না নিখিলদা—তুমি তাঁর ছেলে!

নিখিল। তুমি বড় মুস্কিল কর, আমি একটা কাজের কথা···

উমা। কি কথা বল···আবার সেই সিনেমার কথাত···

নিখিল। না সিনেমার কথা নয়...

উমা। তবে?

নিখিল। তুমি যে ধাতের মেয়ে, তোমায় আমি যতদূর জানি, তুমি যেদিন কার কাছে মাথা নত করবে—সেদিন পৃথিবী উল্টে যাবে···

উমা। হঠাৎ এ Compliment কেন? তোমার বক্তব্যটা কি তাই বল, আমি লোকের কথা শুনতে শুনতে এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আর কথা ভাল লাগছে না কার'···

নিখিল। জানি, তুমি আজ যে অবস্থায় পড়েছ···

উমা। তুমিও কি তাই আমায় সাহায্য করবার অভিপ্রায়েই এসেছ ··

নিখিল। I am the last person উমা! অতখানি দুঃসাহস আমার নেই...

উমা। তবে, কি ব্যাপার তাই বল, অতটা ভনিতা করতে নাই সময় নষ্ট করলে ··

নিখিল। তোমার এই দুর্দ্দিনে···

উমা। কে বললে যে আমার দুর্দ্দিন···

নিখিল। Sorry– কিন্তু মা গেছেন, তোমার বাবার এই অবস্থা, বিছুদিন আগে রতনের অতবড় অসুখ গেছে, তারপর এই বাড়ীর যারা মালিক তারা উঠ্‌তি নতুন বড় মানুষ, তারা যে কি ব্যবহার তোমার সঙ্গে করতে পারে বা পেরেছে, এটা অনুমান করা খুব শক্ত নয়...তাই বলছিলাম···

উমা। কি আশ্চর্য্য কি বলছিলে—সেটাত এতক্ষণের মধ্যে বললে না, কেবল, অথচ সেই কথাটা ছাড়া আরো যা দরকার নেই, সেই সব কথাই বলে চলেছ।

নিখিল। এ অবস্থায় তোমার যাতে মান বজায় থাকে, সেই রকম একটা···

উমা। কি রকম সেটা?

নিখিল। আমার পরিচিত একজন—তাঁর মেয়ের জন্যে গানের ও পড়াবার লোক খুঁজছেন—তুমি যদি রাজী হও, তাহলে এখনি সেটা হতে পারে···আমি নিজে তোমাকে কি সাহায্য করব—তবে তোমার সঙ্গে জানাশোনা আছে আমার, তাই তিনি আমাকে বলেছেন।

উমা। কে লোক, কার মেয়ে? কি চান তিনি?

নিখিল। তিনি একটা স্কুল করতে চান—সে স্কুলে তাঁর নিজের মেয়ে ও আরো ভদ্রঘরের মেয়েদের এই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের লেখাপড়া শেখান যা দরকার, তারই ব্যবস্থা করছেন—তোমাকে পড়ান ও গান শেখান যেটা তোমার পক্ষে সহজ—সেই কাজের ভার তোমায় দিতে চান - তুমি এখন যদি গ্রহণ কর—এই আমার বক্তব্য...

উমা। তুমিও সেই স্কুলের মধ্যে আছ না কি?

নিখিল। না-না-না—আমার সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই, তবে সেখানকার ষ্টুডেণ্টদের দ্বারা হয়ত সিনেমা বা থিয়েটারের help হতে পারে...পরে।

উমা। Proposalটা অবিশ্যি ভাল, তবে তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না, নিখিলদা! না হলে, আজ আমি যে অবস্থায় পড়েছি—সমাজ আমাকে যে হীন চক্ষে দেখছে, তাতে তোমার আগের proposal সিনেমায় যাওয়াও এর চেয়ে আমার স্বর্গ ছিল, যাক্, তা কবে যেতে হবে সেখানে...

নিখিল। এখুনি যেতে পারলে ভাল হয়, কেন না, আমি সেখান থেকেই আসছি... আর কোনো offence নিয়ো না, দরকার হলে তোমার যে জন্যে অর্থাৎ যে সব demands meet করতে হবে, সেটা advance হিসেবে easily হতে পারে...কেন না এঁদের অর্থের যথেষ্ট স্বাচ্ছল্য আছে। তোমার এ অবস্থাটা অতি সহজেই বদল হয়ে যেতে পারে। বক্তব্যটা আমার...

উমা। অত্যন্ত লোভনীয় কথা, আমার পক্ষে নিখিল-দা, এ রকম একটা offer ত্যাগ করাও যে খুব বুদ্ধির কাজ হবে তা নয় তবে—

নিখিল। সে তোমার ইচ্ছে উমা…

উমা। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা choice বা rejection এর বিচারের সময়ত আমার নেই। একথা ঠিক যে, আমার যাঁরা শুভানুধ্যায়ী তাঁরা প্রতিপদে টাকা দিয়ে, আমায় ছোট করে, আমায় দয়ার পাত্রী করে, সাহায্য করতে এসেছেন, তুমি অন্য দিকে যাই হও না, তুমি অন্ততঃ এটা—এই ঢঙ দেখাতে আস নি I accept your proposal—provided, আমার সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকবে…

নিখিল। Certainly, নিশ্চয়, আমি কি তোমাকে জানি নি উমা, তোমার যাতে মাথা হেঁট হয়, এমন কাজ কি আমি কখন করতে পারি…

উমা। তা হ'লে একটু অপেক্ষা কর রতন ফিরে আসুক…

নিখিল। বেশ ভাল কথা…

উমা। তুমি একটু বোস আমি তবে প্রস্তুত হয়ে আসি…

নিখিল। আচ্ছা! বেশ! বেশ! বেশ (উমা চলে গেল)

(উমা আবার ফিরে এল)

উমা। আচ্ছা নিখিল-দা আজ একবার মিঃ রায়ের ওখানে যাবার কথা আছে, তা ছাড়া এ বাড়ী কাল আমায় ছেড়ে দিতে হবে—

নিখিল। কালই কেন ?

উমা। বাড়ীর মালিকের হুকুম তাই···

নিখিল। ও বটে—তা হলে···

উমা। আচ্ছা চল আজই যাব···

নিখিল। হ্যাঁ হ্যাঁ শুভস্য শীঘ্রম্···(উমা পুনরায় চলে গেল)

[নিখিল সেই পথের দিকে চেয়ে ভ্রুকুঁচকে তাকালে তারপর জানালার দিকে গিয়ে রাস্তার দিকে চাইলে। তারপর তর্জ্জনী আঙুলটা ঠোঁটের কাছে চেপে ধরে একটা ভঙ্গীর সঙ্গে চাপা হাসি হেসে বললে "Ah ! my golden fish ! এখন জালে তুলতে"—(বাইরে থেকে রতন ব্যাট হাতে গানের দু' কলি গাইতে গাইতে ঢুকল···

(নেপথ্যে—উমা "রতন এয়েছিস ?")

রতন। হ্যাঁ দিদি !

নিখিল। রতন ভাল আছ ভাই !

রতন। হ্যাঁ নিখিল-দা দিদি কোথায় ? (উমা ফিরে এল)

উমা। রতন ! আমি নিখিলদার সঙ্গে একটা কাজে যাচ্ছি,

রতন। কখন আসবে দিদি ?

উমা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব, বেশী দেরী হবে না, আটটার মধ্যে কিন্তু ওখানে আমাকে যেতে হবে, এস নিখিল-দা···

(নিখিল ও উমার প্রস্থান)

(উমা আবার ফিরে এসে ডাকলে) রতন ! শোন ! তুই কোথায় যাস্‌নি ভাই আমি এখনি আসছি, কোথাও যেয়োনা ভাই !

রতন। তুমি দেরী ক'র না··

নিখিল। না এখনি ফিরব।

(উমা ও নিখিলের প্রস্থান। রতন কেমন যেন সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নেপথ্যে—এ খোকা! তোমহার্ দিদি কোথায় চলে গেলো ?)

রতন। দিদি এখনি ফিরে আসবে। (রতন বাইরে চলে গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

মিঃ রায়ের বাড়ী। নীচের ঘর খানিকটা চেম্বারের মত, খানিকটা পারলারের মত সাজান। ঘরটা ছ-কোণা, পিছনের ব্যাক ড্রপে একটা দরজা, তার পাশের দেয়ালে একখানা ভারতবর্ষের ম্যাপ টাঙান, বাঁদিকেও একটা দরজা ঘসা কাঁচের ফ্রেম আঁটা, ডান দিকে দুটো জানালা ক্রীম রঙের স্ক্রীন দেওয়া, সেখান দিয়ে বড় রাস্তা দেখা যায়। ঘরের মেঝেতে একখানা প্রকাণ্ড গালচে পাতা, জানালার দিকে একখানা বড় সোফা, মাঝখানে ল্যাজারসের বাড়ীর একখানা ছোট টেবিল, তার চার দিকে চারখানা অটোমান চেয়ার—বাঁ দিকে দু'খানা মেহগ্নির উঁচু চেয়ার। মিঃ রায় পিছনের দিকের অটোমান চেয়ারে বসে প্রকাণ্ড আলবোলায় তামাক টানছেন। সামনে টেবিলের ওপর কাচের টাম্বলারে মদ ঢালা—এক একবার পান করছেন। পাশের অটোমান চেয়ারে বসে নির্ম্মল কথা কইছে।)

নির্ম্মল। সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিনা।

মিঃ রায়। আমার যতদুর জানা আছে, তাতেত বলতে হয় যে হরিশ বাবুর কিছু টাকা ব্যাঙ্কে আছে। উমার হঠাৎ যদি এরকম একটা stranded অবস্থা হয়ে থাকে তা হ'লে—

নির্ম্মল। দেখুন আমি—tried my level best তা সে কিছুতেই নেবে না...

মিঃ রায়। তা এই যে এত টাকা মামলায় খরচ করলে তুমি...

নির্ম্মল। আমিত করিনি মিঃ রায়, টাকা সব মা দিয়েছেন,

মিঃ রায়। সেই হল...একই কথা...

নির্ম্মল। আর আমি যে এটা করছি তা উমা জানেই না···আর তার বাপের ওপর যে-রকম ভাব, সেত অগ্নিমূর্ত্তি...

মিঃ রায়। খুবই স্বাভাবিক কে এমনটা চায় বল? কিন্তু উমা আমার সঙ্গে দেখা করলে না কেন? আজ সকালে তার ওখানে আমি লোক পাঠিয়ে ছিলাম, তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

নির্ম্মল। আমার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল, বিকেলে...

মিঃ রায়। হয়েছিল, বিকেলে? অ। তা কিছু বলে নি··· এখানে আসবার কথা ··

নির্ম্মল। আজ্ঞে না, বরম—আমাদের association সে যেন shunকরছে, সে তফাতে থাকতে চায়, সে যেন কার কাছে কোন obligationএ বাধ্য হবে এ তার স্বভাবই নয়···

মিঃ রায়। সে আমি বিলক্ষণ জানি, তা আমাদের শীলা সন্তোষ এরা দেরি করছে কেন—

নির্ম্মল। তাত বলতে পারি না·

মিঃ রায়। তোমাদের এম-এর result বেরুবে কবে ?

নির্ম্মল। মাসখানেক এখন দেরী আছে বোধ হয়। সে বিষয়ে উমাকে বাহাদুরী দিতে হয়, খুব steady হয়ে একজামিনটা দিয়েছে···

মিঃ রায়। But the greater examination is coming, এইত কলির সন্ধ্যে, এর পর যে struggle আসছে, তাতে ওই মেয়ে—

নির্ম্মল। দেখুন আমি সকল রকমে তাকে help করতে গিয়েছি। সে সেটা প্রীতির চক্ষে না দেখে, বরং মনে করেছে যে সেটা তাকে অপমান করা—সে পরের বাড়ী গান শিখিয়ে, মেয়ে পড়িয়ে উপার্জ্জন করবে, তবু—অথচ আমি অত করে তাকে বোঝাতে গেলাম, সে উল্টো বুঝলে।

মিঃ রায়। It is in her nature—নির্ম্মল, ওর বাপ জীবনে কখন কার কাছে হাত পাতে নি, কার এক পয়সা ধার করে নি, wonderful man!

নির্ম্মল। কোথায় যে গেলেন! আমি কত খোঁজ করেছি—

(সন্তোষের প্রবেশ)

মিঃ রায়। এস, এস, কি রকম, তোমরা সব এত দেরী··· খুড়োমশায়, শীলা···

সন্তোষ। ওই যে বাবা আসছেন···(বিহারীবাবু ও শীলার প্রবেশ)

মিঃ রায়। এস, এস, খুড়ো···শীলা তুমি বড় দেরী করে এসেছ আমরা সব বসে রয়েছি তোমাদের জন্যে···

বিহারী। দেরী। আমার জন্যেই হয়েছে রাই, বুড়ো বয়সে দু'টো বেরাল-ছানা মুখে করে বেড়াতে-বেড়াতে প্রাণটা গেল কি কাপড় পরে' তোমার এখানে আসবে, তাও আমাকে বলে দিতে হবে...আরে বাপ কি কখন মা হয়

শীলা। না রাই দাদা বাবাই আমাকে বললেন, এ-খানা নয় ও-খানা...

মিঃ রায়। হাহাহাহা . বাপের যে তোমার কি সুখ তা তোমরা কি করে বুঝবে দিদি ..ওরে বদরী—খুড়োমশাইকে তামাক দে ..

("আয়া হুজুর" ··বদরী আর একটা আলবোলায় তামাক দিয়ে গেল)

বিহারী। (তামাক টানতে টানতে) হরিশের মোকদ্দমায় তোমার কৌন্সিলীগীরি দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি রাই ·· অত বড় সত্যিটা —

মিঃ রায়। খুড়ো —ভুল করছ, সত্যিইত বলেছি···সত্যিকে কি কখন মিথ্যে করা যায়, না মিথ্যেকে কখন সত্যি করতে পারা সম্ভব...ও-ও একটা অভিনয় ..সত্যিটাকে ভুলিয়ে দিতে হবে···এ সংসারে মিথ্যায় কেউ কখন জয় লাভ করে না ..

নির্ম্মল। তাহলেও—আপনার পাণ্ডিত্যই কেসটা win করেছে ··

মিঃ রায়। পাণ্ডিত্য না ছাই···

নির্ম্মল। খুন করার আগে ও পরে তার যে মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে দেখালেন, তাতে মানুষের দয়াই হয়...আমি আপনার শেষ argument এর সময় দেখেছি, জুরীরা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে কেঁদেই ফেললে, জজও কি রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, হাত থেকে কলমটাই পড়ে গেল···

মিঃ রায়। ওই যে বললাম, ও-একটা অভিনয়··কান্নার সুর যদি একবার অডিয়েন্সের মনে জাগিয়ে দিতে পার, দেখবে সবাই কাঁদতে সুরু করে দিয়েছে, তা সে যত বড় বুদ্ধিমানই হোক্ ওই রকম আর কি...ওরে বদরী! বয়কে বল কফি দিতে শীলা ভাই কি খাবে...

নির্ম্মল। কেবল আপনার শীলা দিদি, আর শীলা ভাই কি খাবে, আমরা বুঝি একেবারে বানের জলে ভেসে এসেছি ..

মিঃ রায়। এ সংসারে সবাই প্রায় বানের জলেই ভেসে আসে নির্ম্মল...বেশ তুমি কি খাবে বল, তুমি হ'লে আমার বড় মোয়াক্কেল যখন, তখন তোমায় সন্তুষ্ট না করলে আমার ব্যবসা চলবে কি করে···কি বল খুড়ো—

বিহারী। হাহাহাহা···তা উমা এল না কেন? তার আসবার কথা ছিল যে -

মিঃ রায়। কি জানি এখনও ত আসে নি—আমার মনে হচ্ছে, she is in trouble নানান ঝঞ্ঝাটে আসতে পারে নি—

বিহারী। তা' হলেও একবার—

(নেপথ্যে বদরী…"আরে ! কাঁহা যাতা ঠার্‌রো হিঁয়া")

Damn you ! Shut up…

মিঃ রায়। কে ? কে ? ('নেপথ্যে বদরী 'হুজুর একঠো পাগল") ..

[নির্ম্মল ও সন্তোষ তাড়াতাড়ি উঠে দেখতে গেল, হরিশ দরোয়ানকে ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করলে]

নির্ম্মল। কে ? আপনি !

হরিশ। I am the culprit, yes—yes আমি সেই ব্যক্তি—দেখুন কোম্পানী খালাস দিলে, এ ঢুকতে দিচ্ছে না—

বিহারী। হরিশ ! হরিশ !

হরিশ। আজ্ঞে হ্যাঁ বিহারী দা আমি—

বিহারী। আমরা তোমার কত খোঁজ করেছি, আর—

হরিশ। খুঁজে তার পাইনে দেখা,
কি হবে প্রাণ সজনি।
অবিরাম ঝুরে আঁখি,
কিবা দিবা কি রজনী—
(খুঁজে তার পাইনে দেখা) হাহা হাহা…

বিহারী। হরিশ—শান্ত হও…শান্ত হও !

হরিশ। কি বললে বেহারী-দা শান্ত হব ? কিন্তু সে রাস্তাটাও যখনই ফাঁসির দড়ি গলা থেকে খুলে নিয়েছেন—তখনি সেটা block করে no through-fare বলে' লেবেল মেরে

টাঙিয়ে দিয়েছেন...এই-এই-এই রায় মহাশয়—কি রায় মহাশয় কথা কইছেন না যে, এখন ··

(সন্তোষ-লীলা ও নির্ম্মল ও-ঘরে হঠাৎ চলে গেল)

মিঃ রায়। ও-সব কথা এখন আর নাই তুললেন...

হরিশ। এই হাতটা you know, it is a diabolical murder...আর আপনি দিব্যি উল্টে দিলেন··· is it justice ? আমি বললাম, আমি খুন করেছি, আর···আপনি···

মিঃ রায়। সে সবত চুকে বুকে গেছে···

হরিশ। চুকে গেছে, কিন্তু বুক থেকে যায় নি, আমার অমন স্ত্রীকে···

মিঃ রায়। সে সব আর কেন...আসুন···কফি···খান...

হরিশ। By Jove! is it a greater stimulant ? ···কিন্তু চুকে-বুকে যাওয়ার পর, আবার খোঁজ করছিলেন কেন ? ফাঁসি থেকে বাঁচিয়ে শাস্তির পরিমাণটা বুঝি মনঃপুত হ'ল না মশায়দের অঁ্যা! am I insane,—আমি কি পাগল ?

মিঃ রায়। না - না আপনি পাগল হবেন কেন ?

হরিশ। তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, আর গগন বাধা দিতে গিয়ে মরল। হাহাহাহা...what is the truth ? আমি সত্যটা জগতের কাছে বলতে চাইলাম, আপনি সেটাকে··· আমার কথা গুলোকে ঢাক পিটিয়ে থামিয়ে দিলেন···যাক্ গে··· আপনি পান করছিলেন, না ? হাহাহা···মাতাল মানুষ, অনেক দিন খাইনি···একটু দেবেন ?

মিঃ রায়। With pleasure, certainly !

(বদরীকে ইঙ্গিত করলেন, সে এনে দিলে)

হরিশ। (পান করতে করতে) just like ice…বরফের মত—শালা যেখান দিয়ে যায়, একেবারে জানান দিয়ে যায়। আচ্ছা কথাটা কি আমি বেভুল বলছি…অ্যাঁ ··

মিঃ রায়। না-না ভুল বলবেন কেন…

হরিশ। তবে ? আমার ভেতরে যেটা ভাল জি নষ ছিল… তা আমি নিজে হাতে নষ্ট করেছি,—অমন লক্ষ্মীর মত স্ত্রী…ওঃ

মিঃ রায়। দেখুন হরিশ বাবু এখন অমন কাতর হলে চলবে না, আপনি ··খাড়া না হ'লে ছেলে-মেয়েরা যে,

হরিশ। হাহা হাহা—চলবে, চলবে, খুব চলবে, রায় মশায় চলবে বৈকি ?…ওকি ! ওকি !

বিহারী। কি হরিশ ?

হরিশ। ওই ! শুনতে পাচ্ছেন না, ওই যে একটা ছেলে কাঁদছে ··যেমন মা হারা ছেলে কাঁদে···

(পান করলে)…আঃ · ওই আবার ।—

খুঁজে তার পাইনে দেখা
কি হবে প্রাণ সজনি ··
খুঁজে তার পাইনে দেখা…
হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ ··

(নেপথ্যে পিয়ানোর সুর বেজে উঠল)

ওই চলেছে, কেউ কাঁদছে…কেউ হাসছে…সবারই

চলেছে, কেবল আমারই কেমন বে-টক্কর হয়ে গেল...অ্যাঁ (পান করে)...ওই আবার কাঁদে···যাক্ গে, মরুক গে, কে কার কান্না থামায়—আমার ভেতরে যে—যাক্ শুনুন—রায় মশায়—ওতে হ'ল না দিতে বলুন (বদরী ঢেলে দিলে হরিশ আবার পান করলে)

বিহারী। হরিশ—কিছু খাবার—

হরিশ। (হাত নেড়ে বললে) না—শুনুন আমি গগনের বাড়ী গিয়েছিলাম···

বিহারী। হরিশ তুমি সেখানে—

হরিশ। হ্যাঁ গগনের বউত আমাকে দেখে একেবারে আঁৎকে উঠল, ভাবলে তাকেও বুঝি ঘোড়া-টাপতে গেছি, হাহা হাহা—

মিঃ রায়। তারপর?

হরিশ। তারপর এখন ব্যবস্থা করুন—ওই আবার-আবার ছেলেটা কাঁদছে—নিশ্চয়! নিশ্চয় সেই—আমায় পাগল করবে নাকি—যাক্, হ্যাঁ তার কাছে সব শুনলাম·· আপনিত সব খবরই জানতেন—কোন দিনত আমায় বলেন নি।

মিঃ রায়। কিছু কিছু জানতাম বৈকি, গগন ছেলে বেলায় একটা অন্যায় কাজ করার জন্যে—

হরিশ। অন্যায়! অন্যায়! কার অন্যায়, বাপের না ছেলের? কার? গগন তার এক ক্লাশের ছেলের একজামিনের ফি দিতে পারে নি বলে, বাপের কাছ থেকে তিরিশটা টাকা চেয়ে ছিল,

বাপ দিলে না, সে বাপের বাক্স থেকে সে টাকা চুরি করে ছেলেকে দেয়। আপনাদের justice এর যুক্তি দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি, আচ্ছা দোষটা কার? আমার স্ত্রীর নীলার সে সহোদর, এ আমি তাকে কখন নাম উচ্চারণ করতে শুনিনি··· আর সে হতভাগা ছোঁড়াই বা-কি বেকুফ, বলুন তো ··

বিহারী। যা হয়ে গেছে, তারত' কোন ফিরে উপায়—

হরিশ। ওই জন্যেইত উপায় হয় না, কেবল মিথ্যা আর লুকোন, আর সব চাপা দেওয়া, খোলা-খুলি কিছু নেই, উপায় হবে কোত্থেকে · আর আমার শশুরটা ওই গগনের বাপ, কতখানি বেকুফ the idiot of a father-in-law···

মিঃ রায়। রাগের বশে ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন, তাকে ত্যজ্য পুত্তুর করেন—

হরিশ। রাগ—রাগ! হাঁ রাগ চণ্ডাল, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু ছেলে বলে কথা, বলেন কি মশায়, ছেলে নিজের ছেলে—আর তার আর মুখ দেখলে না, অঁা! But I ask you who is the culprit—দোষটা কার? যে টাকা না দিয়ে ছেলের সৎ-প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে তাকে চুরি করতে বাধ্য করালে কে অপরাধী, বাপ না ছেলে, কে?—who is the criminal? যে crime করালে, না—যে করলে, কে?

মিঃ রায়। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

হরিশ। আর তার ফল, আমি আমার অমন স্ত্রীকে—নিরপরাধ—ওঃ! ওঃ! ওঃ!

বিহারী। দুঃখ করে আর কি হবে বল, অদৃষ্টে য'—

হরিশ। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! বাজে কথা, ভুলের দাম দিতে হবে, দেখুন আমার কিছু টাকা আছে ব্যাঙ্কে, সেই টাকাটা বার করে নির্ম্মল যে টাকা আমার এই মামলায় খরচ করেছে, সেটা ফিরিয়ে দেবেন। বাকী যা থাকবে, তা আধা-আধি ভাগ করে, গগনের বউকে তার যাতে মেয়েটাকে নিয়ে খাওয়া পরার কষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে— আর অর্দ্ধেক উমার কাছে দিয়ে দেবেন কেমন?

মিঃ রায়। বেশ ভাল কথা।

হরিশ। আরত' আমার কোন উপায় নেই—আমি যে কাজ করিছি...সে আগুন কখন নিভবে না, নিজে হাতে ঘরে আগুণ দিয়েছি বেড়া জালে নিজেই পুড়ছি ওকি। ওই আবার কাঁদছে—ওই! ওই! নিশ্চয় ও রতন! রতন! রতন! [নেপথ্যে দরোয়ান—"আরে কাহেকো রোতা হ্যায়—নেহি নেহি—এতনা ঘড়ি রাতমে, তোম্ কৌন হ্যায়, তোম—আরে যা যা]

মিঃ রায়। বদরী কি হয়েছে?

হরিশ। নিশ্চয় ও রতন!

[নেপথ্যে—আরে কাঁহা যাতা হিঁয়া ভিক নহি মিলে গা" (হরিশ লাফিয়ে উঠে) এই হারামজাদা আমার রতনকে বলিস ভিখিরী—তোর টুঁটা ছিড়ে ফেলব, খবরদার—উল্লুক! রতন! রতন!...

মিঃ রায়। ও রতনকে চেনে না, হরিশ বাবু নতুন লোক।

(বদরীকে ঠেলে রতনের প্রবেশ হরিশ, রতনকে আলিঙ্গন করার ভঙ্গীতে দু' হাত বাড়ালে, রতন ভয়ে সিটিয়ে উঠে সরে গেল। ওদিক থেকে শীলা সন্তোষ নির্ম্মল ছুটে এল)

নির্ম্মল। কি কি !

হরিশ। রতন ! রতন !

রতন। না না তুমি আমার বাবা নও। তুমি আমার মাকে.... শীলাদি! শীলাদি! [শীলাকে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে।

হরিশ। রতন ! রতন ! বাবা রতন !

শীলা। ভয় নেই ! ভয় নেই ! কি হয়েছে ভাই।

রতন। বাবা ! আমায় খুন করবে, মাকে গুলি করে মেরেছে...

শীলা। না না ও কথা বলতে নেই ভাই, তোমার মা যে...

রতন। আমি জানি, কক্ষন না, কক্ষন না, তুমি আমার বাবা নও, আমার মাকে তুমি গুলি করে মেরেছ—

হরিশ। Yes, Yes, you are right my boy, right, স্ত্রী-হত্যাকারীর মুখের ছাপ লোহার-কালি দিয়ে লিখে দিয়েছে, রায় মশায় ! • It is God s creation ! and this is your creation—বাঁচিয়ে রেখে চমৎকার ! চমৎকার !

মিঃ রায়। হরিশ বাবু আপনি বসুন বসুন—

(হরিশ দু' হাতে মুখটা ঢেকে টেবিলের কাছে বসল)

মিঃ রায়। তোমার দিদি, উমা কোথায়, সে এল না, তুমি কাঁদছ কেন ?

রতন। দিদি কোথায় চলে গেল -

নির্ম্মল। চলে গেল, চলে গেল কি ?

রতন। নিখিলদা এসেছিল ডাকতে, তার সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা কোথায় চলে গেছে···আমায় সব একলা ফেলে···

বিহারী। নিখিলের সঙ্গে কোথা গেছে ?

রতন। তা জানিনা ত। সন্ধ্যার আগে বাড়ীওয়ালার দরোয়ান একটা কি চিঠি দিলে, তারপর নির্ম্মলদা এল, তারপর নিখিলদা এল, তাঁর সঙ্গে চলে গেল। তারপর আবার একটু পরে দরোয়ান এল, আমাকে বকাবকি করতে লাগল, আমার বড় ভয় করছে।

শীলা। ভয় কি রতন ভাই, ভয় কি···

সন্তোষ। আমি জানি বাবা উমাকে সে কোথা নিয়ে গেছে।

বিহারী। নিয়ে গেছে কোথায় ?

সন্তোষ। তার studio-তে ওই নিখিল অনেকদিন ধরে ওর পিছনে লেগেছে, আমি এখনি তার ··

বিহারী। তুমি কোথা যাবে আহা শোন।

সন্তোষ। বাধা দেবেন না, বাধা দিলে কি জানি কি সর্ব্বনাশ—না, না।

বিহারী। আরে শোন কথা···

সন্তোষ। শোনবার সময় নেই, আপনি বুঝতে পারছেন না এ সব নিখিলের কাণ্ড…

নির্ম্মল। কি করা উচিত রায় মশায়, পঞ্চানন বাবুকে…

সন্তোষ। আপনারা বিবেচনা করুন গে, আমি চল্লুম…

মিঃ রায়। আগে পুলিশে খবর দেওয়া উচিৎ, আমি এখনি ফোন করছি— [মিঃ রায় উঠে টেলিফোনের জন্যে গেলেন।

সন্তোষ। আপনারা যা পারেন করুন, আমি দাঁড়াব না—

বিহারী। আহা শোন সন্তু…

সন্তোষ। শোনবার সে সময় আর থাকবে না…

(ছুটে চলে গেল)

হরিশ। রায় মশায়!

মিঃ রায়। Yes! P. K. 3097, পঞ্চাননবাবু, হ্যাঁ …উমাকে পাওয়া যাচ্ছে না—আমি যাচ্ছি আপনার ওখানে হ্যাঁ…হ্যাঁ…

হরিশ। রায় মশায়! এতদিন পাগল হইনি, এইবার পাগল হবার ঠিক সময় উপস্থিত—হাহাহাহা বাঁচিয়ে দিয়ে, কি মজাটাই হল—রায় মশায়, please…(বদরী আবার মদ এনে ঢেলে দিলে, হরিশ ঢক্-ঢক্ করে পান করলে) এইবারে মন পাগল হব এইবারে…

রতন। শীলাদি দিদিকে কোথায়—

শীলা। ভয় নেই, দাদা তাকে এখুনি আনবে ভাই, ভয় কি...

রতন। না - না দিদি আর আসবে না—আমি কার কাছে থাকব···

হরিশ। যার বাপ মাকে খুন করে, যার দিদিকে নিখিল ধরে নিয়ে যায়, সে কোথা থাকে, পথ পথ—চমৎকার জায়গা, পথে খেলা করার জন্যে আর রতনকে কেউ বকবার রইল না—কি মজাই হোল রতনের বাঃ বাঃ!

মিঃ রায়। নির্ম্মল চল আমরা যাই, কি বল খুড়ো।

বিহারী। হ্যাঁ তা ছাড়া আর উপায়...

হরিশ। যেদিন চড়াই পাখীর বাসাটা ভেঙে দিয়েছিলাম, সেইদিনই, উপায় হয়ে গেছে...(নির্ম্মল ও মিঃ রায়ের প্রস্থান।)

বিহারী। অমন কাতর হয়োনা হরিশ—এটা ইংরেজ রাজত্ব, এখুনি আমরা তার সন্ধান করছি···

হরিশ। মায়ার রাজত্ব আর আইনের রাজত্ব এক নয় রায় মশায়, ইংরেজ-রাজত্বে ভয় নেই—হুঁঃ! আমার মেয়ের যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, কোন আইন তাকে রক্ষে করতে পারবে; আবার আমার ঘোড়া টিপতে ইচ্ছে করছে—Bang—Bang—Bang - দেখি, দেখি—দেনা বোতলটা···

(জোর করে নিয়ে ঢক্-ঢক্ গলায় ঢালতে লাগল)

বিহারী। হরিশ কর কি! কর কি!

হরিশ। কিছু না—কিছু না—(বোতলটা মাটীতে ফেলে দিলে)

খুঁজে তার পাইনে দেখা,
কি হবে প্রাণ সজনি!
খুঁজে তার পাইনে দেখা—

বিহারী। হরিশ! হরিশ! শোন শোন)

[বিহারী পিছনে পিছনে চলে গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

নাট্য সংস্থাপন

বাগান বাড়ীর সাজান ঘর। ব্যাকড্রপের পিছন দিকে একটা জানালা বন্ধ, আর একট খোলা। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বাগানের গাছ-পালা ও অন্ধকার আকাশ দেখা যায়। বাঁদিকে একটা দরজা, বন্ধ বাইরে থেকে। ডানদিকে দেওয়ালের কোণে একটা দরজা বন্ধ—সেইদিকে একখানা খাট পাতা—ঘরের মাঝে একটা গোল টেবিল—তার ওপর দু'টো গেলাস ও একটা decanterএ মদ ঢালা। টেবিলের কাছে খান দুই চেয়ার। অন্যধারে একখানা সোফা। (উমার পরণের কাপড়টা কোমরে বেশ করে জড়ান—দাঁড়িয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁসে—আর একধারে নিখিল)

নিখিল। (মদ্য পান করতে করতে) দেখ উমা, ও টিটকিরী

দিয়ে কথায় আমি ভয় পাবার ছেলে নয়—are you game or not ?

উমা। Am I a game bird, নিখিল দা—কি ভেবেছ তুমি ? তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে মিছে কথা বলে, এইখানে নিয়ে এসেছ ? বাড়ীতে পা দিয়েই সেটা আমি বেশ বুঝেছিলাম—তুমি জান যে আমার বাপ, মাকে খুন করেছে আর তারই মেয়ে আমি ? But I came prepared…

নিখিল। বেজায় ঝাঁঝ দেখাচ্ছ যে উমা, অনেক বুনো ঝাঁঝ এখানে কোন ঠাসা হয়ে চুমড়ে গেছে—

উমা। তোমার লজ্জা করে না

নিখিল। লজ্জা Fiddle-stick, লজ্জা দুর্ব্বলের জন্যে, I am more fierce than an wolf

উমা। অনেক বাঘ ভালুক আমার বাপ গুলি করে মেরেছে, I know how to tame an wolf

নিখিল। I want you, আমি তোমাকে চাই।

উমা। I see. ও। (তীব্রভাবে হাসলে।) হা হা-হা-হা।

নিখিল। আমার গ্রাস থেকে তোমাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না—রাজী হও—এই দরজার গোড়ায় name, fame, প্রতিপত্তি ও অর্থ আলগোছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তোমার গলায় মালা দেবে বলে, আজ সোসাইটিতে তোমাকে হীন করে রেখেছে, কাল তুমিই হবে সোসাইটী-লেডি…

উমা। অনেকটা উপকার করবার রাস্তায় এগিয়ে এসেছ দেখছি, তাইত—সুযোগটা মন্দ দিচ্ছ না—

নিখিল। শোন dearie, তুমি—(উমার দিকে এগিয়ে যেতে গেল)

উমা। সাবধান নিখিলদা—এখনও পর্য্যন্ত তোমার মার জন্যে নইলে—

নিখিল। কেন বে টক্কর করছ উমা, শোন, (হাতটা ধরতে গেল) এস এস বোস—আমার কথা শোন (উমার দিকে এগিয়ে গেল, উমা আরো দেয়ালের দিকে পিছিয়ে গেল। গিয়ে বিদ্যুতের মত গতিতে বুকের জামার ভেতর থেকে, একখানা ছোরা বার করে সামনে ধরলে)

উমা। এক পা এগিয়েছ কি—

নিখিল। হাহাহাহা চমৎকার! চমৎকার! তুমি সত্যিই হিরোহিন হবার উপযুক্ত

উমা। উপযুক্ত না? তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ তাহলে, ও! আমার বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে ত'—

নিখিল। চেনা-চিনি রাখ এখন সোজা কথা কও—

(জানালার কাছে একটা বিকট মূর্ত্তি দাঁত বার করা লোক উঁকি মেরে বলে উঠল "পুলিশ! বাড়ী ঘেরাও করেছে—"

নিখিল। অ্যাঁ—

দেঁতো। পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করেছে!

(নিখিল তাড়াতাড়ি দরজাটা টানতে গিয়ে দেখে বন্ধ, একবার এ-দরজায় যায়, আবার অন্য দরজায় যায়)

নিখিল। এই বেটা দৈঁতো—দরজা খোল, দরজা খোল বলছি।

দৈঁতো। (বিকৃত হাসির সঙ্গে) পুলিশ।

নিখিল। It's a bad business সর্ব্বনাশ করলে, এই বেটা হারামজাদা, বেটা খোল না···

উমা। পুলিশের নামে মুসড়ে যাও, and you consider yourself more fierce than an wolf—

নিখিল। (নিখিল ঘর থেকে পালাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল) একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে তোকে···

দৈঁতো। পুলিশ, হাহাহ'হা—পুলিশ—

নিখিল। কি করি—না:—কি করি !

(এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল)

নিখিল। পুলিশে খবর দিলে কে ? ওই দৈঁতো বেটা নিশ্চয়—এই ! আঃ···

উমা। Coward !

নিখিল। দোহাই উমা save me, I am done for···

উমা। বোস ওইখানে, চাবি কোথা ? (নেপথ্যে—"দরজা খোল, দরজা খোল, খুলবে না ভেঙে ঢুকবো")

উমা। শীগ্গীর চাবি দাও,—কে ?

নেপথ্যে—"দরজা খোল শীগ্গির, দেখতে পাবে"

উমা। শীগ্গির চাবি দাও।

নিখিল। (একবার উমার মুখের দিকে চায়, আবার চাবিটা পকেটে চেপে ধরে অন্য দিক দিয়ে পালাতে যায় ..

উমা। দাও চাবি দাও।

নিখিল। (কাঁপতে কাঁপতে পকেট থেকে চাবিটা বার করে দিলে উমার হাতে)

উমা। কাঁপছ কেন ? স্থির হয়ে বসো।

[উমা চাবি খুলে দিতেই, প্রথমে সন্তোষ. তার পিছনে পঞ্চানন. পাহারাওলা জমাদার. তার পিছনে নির্ম্মল ও মিঃ রায় আসতেই উমা এগিয়ে হাত দিয়ে দরজা আটকালে।]

উমা। একি—একি ব্যাপার কি ?

(উমাকে ঠেলে সন্তোষ এসে নিখিলের গলা টিপে ধরলে)

সন্তোষ। এই যে scoundrel !

উমা। একি সন্তোষ ! what's the matter ? পুলিশ কেন ? ছেড়ে দাও—

সন্তোষ। (নিখিলকে ছেড়ে দিয়ে) তোমাকে এ ঘরে আনে নি ?

উমা। What nonsense ? আমি নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসছি।

পঞ্চানন। উমা দেবী ! আমি জানি আপনি অত্যন্ত clever,

কিন্তু এ হতভাগাকে বাঁচাবার জন্যে, আপনার এতটা আগ্রহ কেন ? এই লোকটা আপনাকে kidnap করেনি।

উমা। হাসালেন পঞ্চাননবাবু, আমিত kiddy নই যে, kidnap করবে···I know what is right and wrong, even more, I know the law, শুধু-শুধু একজন ভদ্র-লোককে···

সন্তোষ। না পঞ্চাননবাবু, এই লোকটা নিশ্চয়ই উমাকে এখানে নিয়ে এয়েছে !

উমা। আমি নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছি, I have told you that—is that not enough ?

পঞ্চানন। Mr. Roy, the charges fail here...আমরা কি করতে পারি বলুন। কোন অভিযোগ এখানে খাটে না—উমাদেবীত' ছেলে মানুষ নন—

মিঃ রায়। I see, কিন্তু উমা, তুমি রতনকে এখুনি আসছি বলে এত-রাত অবধি এখানে কিসের জন্যে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

উমা। আপনি নিশ্চয়ই পারেন, আমি সিনেমার কাজের জন্যে এখানে এসে নিখিলদার সঙ্গে রিহ্যাসাল দিচ্ছিলাম—রতনকে আমি আপনার বাড়ীতে আসবার কথা বলে এসেছিলাম—কিন্তু এসব জিজ্ঞাসা বা কৈফিয়ৎ চাওয়ার ত কোন হেতু দেখছিনি, এসব কাণ্ড কেন ?

নির্ম্মল। Rehearsal দিচ্ছিলে ?

উমা। But don't interuppt me—নিশ্চয় সন্তোষ এই-সব করেছে।

সন্তোষ। আমি করেছি মানে?

উমা। তোমার উদ্দেশ্য আমি জানি, নিখিলদাকে বিপদে ফেলা—

সন্তোষ। My God!

উমা। হ্যাঁ—তোমারই এ কাজ, তুমি শুধু-শুধু নিখিলদার পিছনে এ রকম করে' লেগেছ কেন বলতে পার?

পঞ্চানন। আপনি যা বলছেন, উমাদেবী সেটা আইনসঙ্গত নিশ্চয়ই, তবে—

উমা। তবে কি বলুন।

পঞ্চানন। সন্তোষবাবু আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, এবং আমাদের সঙ্গে করে যে এনেছেন, এটাও ঠিক। যদি সন্তোষবাবু out of jealousy এ কাজ করে থাকেন, তাহলে এটা তাঁর পক্ষে দু-রকমেই গর্হিত, এক পুলিশকে শুধু শুধু harass করা মিথ্যে সংবাদ দিয়ে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর উদ্দেশ্য যে ভাল, তা অন্ততঃ এতে প্রমাণ হয় না—কি হে নিখিলচন্দ্র, তুমি যে বেশ ভিজে বেরালটির মত বসে আছ—

নিখিল। আমি কথা কইব কি—আমি অবাক হয়ে গেছি, যে, শুধু শুধু এই সন্তোষবাবু আমার ওপর অযথা আক্রমণ, আর এ অপমান!

পঞ্চানন। হ্যাঁ শুধু-শুধু বটে!—দোষটা দেখছি, তবে সবই

সন্তোষের নিশ্চয়—কিন্তু উমাদেবী এ কাজটা লোকচক্ষে যে ভাল দেখাল তাত' মনে··

উমা। মনে নাইবা হ'ল—আমার বাবা যে দিন মাকে গুলি করেন, সেটাও লোক চক্ষে খুব ভাল দেখায়নি—

পঞ্চানন। মিঃ রায়, আমরা তাহলে এইখানেই ইতি করি—আমরা পুলিশের লোক হঠাৎ ত বিনা কারণে কাকেও arrest করতে পারিনে—তবে উমাদেবী একটা কথা আপনাকে বলে যেতে চাই—

উমা। কি বলতে চান বলুন—আপনি, মিঃ রায় বা নির্ম্মল আমার পিতার বিপদের সময় অনেক সাহায্য করেছেন, এমন কি তাঁকে বাঁচিয়েও দিয়েছেন, তাই বলে যে—

পঞ্চানন। least of all সে কথা ছেড়ে দিন, আমাদের যা কর্ত্তব্য, তা আমরা করেছি মাত্র। আসুন সন্তোষ বাবু।

সন্তোষ। চলুন দোষটা সব আমারি তবে উমা, but I will see to it···

উমা। ভয় দেখাচ্ছ কাকে সন্তোষ—what would you see, pray, কি দেখবে তুমি?—আমাকে কি পেয়েছ তোম!—

সন্তোষ। কিছু নয় উমা! I beg your pardon—

(পঞ্চানন, জমাদার, পাহারাওলা ও সন্তোষের প্রস্থান)

নিখিল। মিঃ রায়—

মিঃ রায়। yes!

উমা। থাম নিখিলদা, তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না—মিঃ রায়! আমার অপরাধ নেবেন না, আমি, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আমার এ ব্যবহারের explanation আপনার কাছে নিশ্চয়ই দেব—আমি ungreatful নই, জানবেন

নিখিল। মিঃ রায়!

উমা। নিখিলদা, আবার, থাম বলছি—

মিঃ রায়। কি বলবে বল

নিখিল। (একবার রায়ের দিকে একবার উমার দিকে চেয়ে) আমি—আমি...

মিঃ রায়। you are a idiot of the first water এস নির্ম্মল— [মিঃ রায়ের প্রস্থান

উমা। তাইত নিখিলদা তোমাকে একেবারে idiot বানিয়ে গেল—

নির্ম্মল। কে যে কাকে idiot বানিয়ে দিলে—possibly সেটা সঠিক বোঝা গেল না কিন্তু—

উমা। হাহাহাহা.. সেটা বুঝি বুঝতে পারলে না নির্ম্মল... নিখিলদা বোস বোস idiot-এর মতনই বোস...

নির্ম্মল। হ্যাঁ সবইত সাজান রয়েছে...

উমা। What?

নির্ম্মল। What? কি বলতে চাও কি?

উমা। অ! (ফরাসী ধরণের অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে) thank

you নির্ম্মল ! তুমিও বসে যেতে পার বন্ধু ! would you like it ? this is yellow wine···প্যারিসের আমদানী...এস···

নির্ম্মল। অতখানি কেরামতি আমার নেই...

উমা। আমার কিন্তু সব রকমেরই কেরামতি আছে নির্ম্মল ...দেখতে পাচ্ছ...

নিখিল। খুব পাচ্ছি···তবে আগে সেটা ঠিক বুঝিনি...

উমা। বোঝনি নাকি···বটে, অ ! তা হতে পারে, নারীর ওপর পুরুষের একটা কেমন নেশা থাকে কি না, তাতে চোখে রঙের ঘোর লেগে যায়—এমনি নেশার ঘোর যে সত্যিটা কিছুতেই জানতে চায় না।

নির্ম্মল। তুমি বলতে চাও যে, সত্যিটা আমি বুঝিনা—

উমা। পৃথিবীর অবোশ সূর্য্যের দিকে মুখ করে ঘোরা, আর মানুষের অবোশ অন্ধকারের দিকেই যাওয়া—

নিখিল। নির্ম্মলবাবু। আপনি একটু বসবেন, আমি আপনাকে সব কথা খুলে—

উমা। না—না—তুমি থাম।

নিখিল। না না—আমায় বলতে দাও—আমায় বলতে দাও—

উমা। কোন কথা তুমি বলতে পাবে না যেমন গাধা বনেছ, অমনি গাধার মতই চুপ করে থাক, শোন নির্ম্মল, যার মুখের দিকে ছ-ছটা বছর তাকিয়ে আছ, যার জন্যে হাজারে হাজারে টাকা ব্যয় করলে তার বাপকে বাঁচাতে, তাকে কি আজও বুঝতে পারলে না—

নির্ম্মল। আর বোঝবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই—

উমা। প্রয়োজন নেই ত ?

নির্ম্মল। না—

"কোথায় হে নির্ম্মল তুমিও কি জমে গেলে নাকি—

নির্ম্মল। আজ্ঞে না যাই—

উমা। নির্ম্মল ! নির্ম্মল !

নির্ম্মল (ফিরে) আবার কি ?

উমা। কিছু নয়—প্রয়োজন নেই—

নির্ম্মল। ভাল— [নির্ম্মল চলে গেল।

উমা। উঃ। নিখিলদা আমার সব গেল। (মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল) তারপরই সোজা হয়ে মাথা তুলে উঠে বললে :—না না নিখিলদা, কিছু যায় নি, কিছু যায় নি—

(নিখিল টেবিলের ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল—উমা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে সরে দাঁড়াল তারপর ধীরে ধীরে নিখিলের দিকে এগিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে বললে—)

উমা। নিখিলদা ! ওকি ! নিখিলদা !

(নিখিল মুখ তুললে না, আরো কাঁদতে লাগল)

নিখিলদা শোন - আমাকে—

নিখিল। একি করলে উমা—একি করলে—আমার জন্যে

তুমি এতবড় লাঞ্ছনা, এতবড় অপমান মাথায় পেতে নিলে—না, না এ আমি সইতে পারছিনি—না-না-না—

(আবার টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল)

(উমা ধীরে ধীরে নিখিলের মাথায় হাত দিয়ে বললে)

উমা। ওরকম কর না নিখিলদা—ওঠ! আমায় বাড়ী যাবার-ওঠ! ওঠ! শোন। শোন।

(নিখিল তবুও মাথা তুললে না, বরং আরো ডুক্‌রে-ডুক্‌রে কেঁদে উঠল)।

উমা। কি আশ্চর্য্য! তুমি এতখানি sentimental আর—তুমি, আমাকে—rubbish, ওঠ বলছি, কথা শোনে না—

[পিছন থেকে নিম্মল দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে দেখে থমকে গেল, নির্ম্মল একটু এগিয়ে এল]

নিখিল। দোহাই উমা, দোহাই উমা আমায় বলতে দাও—

উমা। খবরদার নিখিল দা···

নিখিল। না না আমি—আমি, এখানে আমি, এখানে আমি—না, তোমার মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছি না আমি বাইরে যাই—আমি···   (নিখিল ঘর থেকে চলে গেল)

নিম্মল। ভেবেছিলাম আড়ালে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, এখন আর লজ্জা করব না—

উমা। লজ্জার কোন কারণ ত রাখনি, যা জিজ্ঞাসা করেছ, তার সত্যি উত্তর দিতে যে কোন মেয়েই লজ্জায় দুমড়ে মরে যেত···

নির্ম্মল। ভেবেছিলাম, তোমার সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দের ভার…

উমা। দোহাই নির্ম্মল! আমায় তোমাদের ওই ভার নেওয়া থেকে রেহাই দাও—কার' কোন সাহায্য আমাকে করতে হবে না—Do please try not to help me. গাড়ী আন নিখিলদা! (নিখিলের পুনঃ প্রবেশ)

উমা। একি! নিখিল দা! আমার হঠাৎ এমন শীত করছে কেন, উঃ! কাঁপুনি আসছে যে, নিখিল দা! ওই সুজনীটা দাও, শীগ্গির দাও, একি জ্বর আসবে না কি? ওঃ—

(সুজনীটা জড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়ল)

নিখিল দা! নিখিল দা! গাড়ী।

নির্ম্মল। গাড়ী ত আমার রয়েছে—

উমা। তোমার গাড়ীতে আমি যাব কেন?

নিখিল। গাড়ী আনাচ্ছি।

উমা। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনি, চল, চল, শীগ্গির বাড়ী নিয়ে যাও— [উঠে যেতে টলে পড়ছে

নির্ম্মল। পড়ে যাবে যে—

উমা। তোমার কি, পড়ি বা মরি, কার তাতে আসে যায় না, চল নিখিল দা! [নিখিল উমাকে ধরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্ম্মলও পেছনে পেছনে গেল, কথা কইতে কইতে "শোন! শোন!"]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য (প্রথম অংশ)

[গঙ্গার ধারে বাগান বাড়ী শীলার জন্মতিথি উপলক্ষে এই বাগান বাড়ীতে বন-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিছন দিকের ব্যাকড্রপে বাগানের গাছপালার ফাঁক দিয়ে গঙ্গার জল ও সূর্য্যাস্তের আকাশ দেখা যায়, ডানদিকের কোণে বাগানের পোর্টিকো দেখা যায়, তার নীচে খান তিনেক চেয়ার পাতা, একখানা ছোট টেবিল। যবনিকা ওঠবার পূর্ব্বে একটা বাজনার সঙ্গে গানের সুর অস্পষ্ট ভাবে শোনা যেতে লাগল, যেন খানিকটা দূরে গানটা হচ্ছে। যবনিকা উঠল। দেখা গেল সেই চেয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে দু'জনে কথা কইছে। দীপ্তি ও দীপ্তির-মা]

দীপ্তি। কেন আমার সাজটা কি ঠিক হয় নি মা?

দীপ্তির মা। ফুলগুলো একটু ও-ঘরে গিয়ে আরসির কাছে ঠিক করে নে বুঝলি, নীরা কি সাজবে?

দীপ্তি। রতি! আর আমি মদন।

দীপ্তির-মা। হ্যাঁরে উমাটা আসবে না কি, শীলার কাছে কিছু শুনিছিস্?

দীপ্তি। উমার নিমন্ত্রণ হয়েছে শুনলাম।

দীপ্তির-মা। আর কে-কে?

দীপ্তি। শীলা, রেবা আরো অনেক...

দীপ্তির-মা। শোন যখনই নির্ম্মলকে দেখবি, তখনি তাকে চোখে চোখে রাখবি, বুঝেছিস এ রকম সুযোগ আর হবে না, বুঝেছিস, ওই নীরার দিদি আসছে খুব সাবধান, ও বড় কম নয় —কিন্তু উমা আসবে ঠিক জানিস?

[কথা কইতে কইতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংশ

[নেপথ্যে গানটা তখন হচ্ছে]

ভালবাসা কি লুকিয়ে রাখা যায়,
বাতাস যেমন যায় না দেখা,

(শীলা ও নীরার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

(শুধু) পরশ করে গায়—
(শুধু হাওয়া লাগে গায়)

যে যারে সে ভালবাসে,
গন্ধ যে তার হাওয়ায় ভাসে

[নীরা ও শীলা কতকগুলো ফুল হাতে করে গাইতে গাইতে চলে গেল দৃশ্যটা ঘুরে গেল।]

দেখলে তারে লাগে ভাল,
(ওসে) কেমন-কেমন চায়।
ভালবাসা কি লুকিয়ে রাখা যায়।

[নীরা আবার ঘুরে এল]

(অন্যদিক দিয়ে দীপ্তি ও দীপ্তির-মার প্রবেশ)

দীপ্তির মা। কি নীরা তোমার সাজ গোছ হয়ে গেছে ?

নীরা। হ্যাঁ হয়ে গেছে, আমার কিন্তু এমনি লজ্জা করছে···

দীপ্তির মা। লজ্জা আবার কিসের···

নীরা। ওই ওদের সামনে নাচ···লজ্জা করে না !

দীপ্তি। সেদিন কলেজের ষ্টেজে ত' নাচ্‌লি আর এখানে অমনি...নাচতে বসে আর ঘোমটা কেন—দেখিস পার্টটা খারাপ করিস নি যেন···

নীরা। কে জানে, সত্যি দীপ্তি এ আমার ভাল লাগছে না

দীপ্তির-মা। চল্‌ চল্‌ ও-গুলো ঠিক করে নিবি ··আয়··· দেরী করিস নি আর, আয়— [দীপ্তি ও দীপ্তির-মার প্রস্থান।

[নীরার দিদির প্রবেশ]

নীরা। আচ্ছা দিদি ! এটা কি ঠিক হচ্ছে···

নীরার দিদি। ঠিক আবার অঠিক কি...যা দিনকাল পড়েছে, oppertunity—সুযোগ ত নিতেই হবে···আগের দিনত আর নেই--তোকে আমার সাধ্যমত আমি মানুষ করেছি, এখন কোন রকমে একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই আমি বাঁচি—ওই যে নির্ম্মল এদিকে আসছে, আমি ওদিকে যাই বুঝলিত ? দীপ্তির মা কি আর শীলার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে এসেছে—আমি ওদিকে যাই—

নীরা। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না দিদি এ যেন কি রকম—আমরা কি নাচনা উলী ছিঃ ছিঃ...

নীরার দিদি। ছি-ছি নয় যা বললাম তাই কর।

তৃতীয় অংশ [নীরার দিদির প্রস্থান।

[নির্ম্মল, শীলা ও সন্তোষের প্রবেশ]

(নীরা ওদের দেখে একটু আড়ালে সরে দাঁড়াল)

নির্ম্মল। উমার সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা না করাই ভাল শীলা?

সন্তোষ। দেখুন নির্ম্মলবাবু আলোচনা ঠিক নয়, এটা মানুষের কেমন একটা স্বভাব, বিশেষতঃ মেয়েদের—

শীলা। মেয়েরা কি অপরাধ করলে, বারে—কাণে কথাগুলো এসেছে তাই বলিছি, নিখিলদাকে নিয়ে যে সমস্ত কথা তুমিই বলেছ...

নির্ম্মল। থাক্ থাক্ হ্যাঁ, আমি তাহলে এখন চলি কেমন?

শীলা! সেকি? আমাদের প্লে-টা দেখে যাবেন না

নির্ম্মল। প্লে আবর কিসের? সারা দিনত play দেখলাম।

শীলা। পার্ব্বতীর তপস্যা—মদন ভস্মের scene play হবে।

নির্ম্মল। তা আমি আর সেটা নাই দেখলাম, we have had enough of entertainments আর ও চন্দ্র-

শেখরের তৃতীয় নেত্রের আগুন নাই দেখলাম, আগুনের আবার ছোঁয়াছ আছে ত'? কি সন্তোষবাবু আপনি ত কবি মানুষ বলুন

সন্তোষ। তা যখন ওরা একটা play করছে, ছোঁয়াছের ভয়ই যখন আপনার নেই···

নির্ম্মল। তখন দেখাই ঠিক··· এইতো আচ্ছা...

শীলা। চলে গেলে ভাল দেখায় না, দীপ্তি নীরা এরা সব এসেছে···অগ্নি নৃত্য হবে···দাদা তুমি ওদের প্লেটার ব্যবস্থা একটু শীগ্গির করে কর···

সন্তোষ। আচ্ছা···আমি আসছি নির্ম্মলবাবু···এখুনি

[সন্তোষের প্রস্থান।

শীলা। আমরা ততক্ষণ এইখানে একটু বসি না কেন? গান আরম্ভ হলে যাব.. (নির্ম্মল অনিচ্ছাস্বত্বেও চেয়ারে বসিল)

আচ্ছা আপনিই বলুন, সেদিনের যে ব্যাপারটা, আমি তার সবটা হয়ত ঠিক বুঝিনি, কিন্তু এটাত সত্যি যে, উমাদি নিখিলদার ওখানে গিয়েছিলেন, তারপর যা ঘটেছে, তাত আপনিও নিজে জানেন...

নির্ম্মল। I am sorry শীলা, তুমিও scandal-monger-দের দলে ভিড়ে গেলে, দীপ্তি নীরা করে, তার কারণ বুঝি, তুমিই একমাত্র সহজ সরল। তোমার পক্ষে এটা কি (আড়াল থেকে নীরার প্রবেশ) এই যে নীরা তোমাকে ত বেশ দেখাচ্ছে, তোমার কি পার্ট?

নীরা। যখন প্লে হবে, তখন দেখতে পাবেন···

নির্ম্মল। ও আগে জানলে বুঝি illusiosnটা ভেঙে যায়—

নীরা। না মায়ার রূপটা ঠিক রচা যায় না।

নির্ম্মল। ও, I see সবটাই মায়ার খেলা। (এমন সময় বেলটা বেজে উঠল)

শীলা। চলুন, চলুন—এইবার সব আরম্ভ হবে।

নীরা! Enough time শীলা···এইত সবে first bell দাঁড়াও আগে দীপ্তির গান সুরু হবে—তবে ত. আমি যাব পরে।

নির্ম্মল। এ পালাটা রচনা করেছেন কে ?

নীরা। কি আশ্চর্য্য—আপনি কিছুই জানেন না, নাকি ?

নিস্মল। কি করে জানব বল—

(এমন সময় আবার দ্বিতীয় বার bell ring করে উঠল)

শীলা। চলুন—চলুন···প্লে আরম্ভ হয়ে যাবে···

(নিস্মলকে নিয়ে শীলাব প্রস্থান। অন্যদিক দিক দিয়ে নীরার দিদির প্রবেশ ও অস্বস্থির ভঙ্গীতে নীরাকে ডাকলে)

নীরার দিদি। তুই একটা আস্ত idiot···আমি আড়াল থেকে দেখেছি, তোর ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে···

নীরা। বুদ্ধি থাকবে কি দিদি, দেখে শুনে বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে···শীলা ত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল···

নীরার দিদি। তোর উচিত ছিল মদন সাজা...তা নয় দীপ্তিকে দিলি সেই পার্ট···শীলা কিছুই করতে পারত না···

নীরা। বারে আমি কি করব...শীলার দাদা এই সব ঠিক করেছে···

নীরার দিদি। যাক গে, এখন যা ওখানে...যা হ'বে তা বুঝতেই পাচ্ছি...পার্টিটা আমাদের ওখানে দিলেই ঠিক হত।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দীপ্তি ও দীপ্তির-মার প্রবেশ)

দীপ্তি। রেবা ও শিপ্রা হর-পার্ব্বতী সাজবে···তোমাকে বললাম, যে পার্ব্বতী আমি সাজি...তা তোমার···

দীপ্তির মা। পার্ব্বতী সেজে ত আর ফুলের খেলাটা হবে না,...যা বলি তাই কর—ফুল ছোঁড়বার সময়···বুঝেছিস্..., মনে রাখিস্, যা এখন, আর সময় নেই। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অংশ (নীরা ও একজন যুবকের প্রবেশ)

যুবক। O! my love! you are really—O my beauty! তুমি যদি···আচ্ছা তুমি কি খেতে চাও?

নীরা। কি আবার খেতে চাইব, আপনি যে কি রকম কথা কন—

যুবক। যা তুমি খেতে চাইবে···Californian Figs, Refrigeratorএ সাজান, একেবারে গাছ থেকে টাটকা পাড়ার মত টাটকা—wonderful. এখানে কি···এসব ত' কি দেখছেন—শুনুন না ··

নীরা। না না দিদি ডাকছে, এখুনি আমায় প্লেতে যেতে হবে, কি করেন যে তার ঠিক নেই, একটা nuisance, যেমন চেহারা—আবার Vauxhall গাড়ী দেখাতে এসেছেন—যান্‌-যান্‌

[নীরার প্রস্থান।

যুবক। শুনুন···শুনুন আমি আপনাকে · love ··

[পিছনে প্রস্থান।

পঞ্চম অংশ

[যবনিকা যখন উঠল তখন খুব অস্পষ্ট আলো, তার মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে—চারিদিকে আগুন তার মধ্যে পার্ব্বতী নৃত্য করছে, ক্রমে আলো বাড়লে দেখা গেল—বাঁদিকের কোণে মহাদেব ডমরু নিয়ে বাজাচ্ছেন, পার্ব্বতীব নৃত্যের সুরু থেকে গান চলেছে—মহাদেবও নৃত্য করছেন ..

রঙ্গমঞ্চের বাঁ-দিকে দর্শকরা বসেছেন—দর্শকদের মধ্যে নির্ম্মল, শীলা ও সন্তোষ একদিকে, তার অন্যদিকে দাঁড়িয়ে দীপ্তির-মা ও নীরার দিদি, তার পিছনে আরো দর্শক আছে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ থেকে তা দেখা যাবে, এই ভাবে সাজান।

(দু'জন পার্ব্বতীর সখি-রূপে গান ও নাচতে নাচতে প্রবেশ)

(গান)

অগ্নি নৃত্যে নাচে হর-পার্ব্বতী!

রভসে দাঁড়ায়ে হেরে মদন রতি।

(নাচে হর পার্ব্বতী)

টলমল ধরাতল, দলমল কুন্তল,

উড়ে জটাজাল, খেলে—
চপলা জ্যোতি ··
ডমরু ডিম্-ডিম্, বোলে—
নাহি বিরতি···
(নাচে হর পার্ব্বতী)

(নাচতে নাচতে এরা চলে গেল)

[নেপথ্য থেকে ডাক—"এস বসন্ত ! এস মদন ! তোমার পুষ্পবান বিলাসের খেলা সুরু করে দাও !—এইত শুভ লগ্ন"]

(মদন ও রতির প্রবেশ)

(গান ও নাচ)

আয় ভোমরা খেলবি যদি—
ফুলের ব্যাসাতি !
আলগোছে প্রাণ দেব ধরে'
আল্গা বুক পাতি··
(করি ফুলের ব্যাসাতি)
নয়নে রঙন ফুলের বাণ,
রঙের নেশায় রাঙিয়ে দিয়ে
রাঙাবে পরাণ···
উড়ায়ে ফুলের রেণু
বাজিয়ে বেণু—
করবে প্রেমের মাতামাতি···
(করি ফুলের ব্যাসাতি)

আয় ভোমরা খেলবি যদি
ফুলের ব্যাসাতি···

*　　*　　*

গুণ-গুণ-গুণ ভোমরা ডাকে
রূপ ধনুকে জোড় গুণ—
ফুরে-ফুরে ওই ফাগুণ হাওয়ায়
জ্বাল মনে সেই আগুন

[গান ও নাচ হতে হতে মদন ধনুর্ব্বান নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল মহাদেবকে বান মারবার জন্যে—]

(নেপথ্যে ডাক—"হে মদন ! হান বান—হান বান" মদন বান লক্ষ্য করে ছুঁড়তে গেল, তখনও রতি গাইছে—ফুলের বান কিন্তু মহাদেবের বুকে গিয়ে পড়ল না, পড়ল গিয়ে নির্ম্মলের গায়ের ওপর। নির্ম্মল একেবারে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেল, শীলাও সঙ্গে সঙ্গে গেল—ওদিকে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা হাস্য ধ্বনি উঠল—রঙ্গমঞ্চ তখন অন্ধকার হয়ে গেল।]

ষষ্ঠ অংশ (দীপ্তি ও নীরার প্রবেশ)

দীপ্তি। আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে···

নীরা। ও ভাবে মরাটা অবিশ্যি সনাতন প্রথা···but not at all modern-মাথাটাই শুধু ঢীপি হয়ে যায়···well, let us hope aganist hope···

দীপ্তি। তুই যদি ওই গানটা হঠাৎ ওই রকম করে না ধরতিস,...তাহলে···

নীরা। তুই বা অমন লক্ষ্যভেদের ধনুক বেঁকিয়ে রাখলি কেন…আসলে…মহাদেবত চমকে উঠেই স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ…

দীপ্তি। Really—I have never been so insulted in my life… (দীপ্তির-মার প্রবেশ)

দপ্তির-মা। Lost! Lost! Lost! everything lost পোড়ারমুখী তোমার জন্যে…আমার পর্য্যন্ত কি absurd and delicate position হল, নাও এখন চল—খুব হয়েছে… বেশ হয়েছে…বেশ হয়েছে —

নীরা। শীলার দাদার বুদ্ধি আছে বলতে হবে মাসি, ভাগ্যিস আলোটা নিভিয়ে দিলে তখনি, তাইত…

দীপ্তির-মা। আর জ্বালাসনি বাছা…থাম্—Horribly scandalous.—

দীপ্তি। দেখ মা, first তুমি বললে যে, এই রকম করবি, এখন তুমি আমারই দোষ দিচ্ছ…what could I do…

দীপ্তির-মা। আমি কি ওই রকম কেলেঙ্কারী করতে বলে-ছিলাম—তোকে – বেশ হয়েছে, এখন ফিরে চল, ঢের হয়েছে।

নীরা। Nothing like success দীপ্তি! শীলা কিন্তু wonderfully successful নিশ্চয়—

দীপ্তি। যা যা আর বকাসনি, ভাল লাগে না, হ্যাঁ যেন চীনেম্যানের জুতো বিক্রী? [দীপ্তির-মা ও দীপ্তি আগে চলে গেল

নীরা। সেটা এর চেয়ে অনেকখানি tangible দীপ্তি ··

(নীরার দিদির প্রবেশ)

নীরারদিদি। মাগো! কি কেলেঙ্কারীই তোরা করলি...

নীরা। ওইটেই শুধু পারি, ওর চেয়ে বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমাদের নেই দিদি। ওটা মেনে নেওয়াই ভাল ··একটা সুবিধা হল দিদি, নির্ম্মলবাবু আর আমাদের ছায়াও মাড়াবেন না...

নীরারদিদি। তোর যাতে ভাল হয় তারি চেষ্টাই করতে গিয়েছিলাম···

নীরা। ভালই হয়েছে দিদি, আগে বুঝতে পারনি...এখন তবু চেত হল।

নীরারদিদি। বেশ এখন চল, এখানে আর একদণ্ড থাকলে আরও অপমান হতে হবে···চল চল... [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম অংশ [শীলা ও নির্ম্মল দুজনে সেখানে গিয়ে বসল। নির্ম্মল একটা সিগারেট ধরালে।]

শীলা। বাবা এই প্লেটার হ্যাঙ্গামা করতে বারণ করেছিলেন, দাদা শুনলে না, বললে guestরা আসবে, তাদেরত entertain করতে হবে।

নির্ম্মল। তোমার দাদা যে ভুল করেছেন তাই বা মনে করছ কেন ··কাব্য রসিক সেন্টিমেণ্ট্যাল মানুষ··

শীলা। তোমার খুব বিরক্তি হচ্ছিল, না?

নির্ম্মল। বিরক্ত আমি কখন হইনি, তবে ওইসব জিনিস

আমি ঠিক পছন্দ করতে পারিনি, আমার মনে হয় কি জান, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে, যাক গে—ওসব আলোচনা করাটাও আমি . আমি তাহলে এখন—

শীলা। বসনা, সারাটা দিনইত ওরা তোমায় ঘিরে রেখেছিল, একটুখানি একলা হতেও দেয়নি, সত্যি—

নির্ম্মল। (হাসলে)

শীলা। হাসলে যে ?

নির্ম্মল। মানুষ শত আগ্রহে যাকে আপনার করতে চায়, সে ততই দূরে সরে যায়, আর যার ওপর কোন আগ্রহ মানুষে করে না, সে ততই কাছে কাছে আপনার হতে চায়—

শীলা। আপন-জনকে যে মানুষ আপনিই চিনে নেয়—

নির্ম্মল। না শীলা, সহজে মানুষকে চেনা যায় না—

শীলা। ভুল বলছ, চিনতে চায় না—উমাদি বেশ একটা গান গাইত।

নির্ম্মল। কি গান ?

শীলা। উমাদির মত কি আমি গাইতে পারি কথন—

নির্ম্মল। আচ্ছা শীলা তোমার কথায়-কথায় তোমাদের উমাদির সঙ্গে সব বিষয়ে তুলনা কর কেন বলতে পার—

শীলা। It's a fact যে উমাদির সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না।

নির্ম্মল। সমস্ত cultureএর সেই কি একমাত্র criterion না কি ?

শীলা। আমরাত তাই মনে করতাম—but her affairs with নিখিলদা—

নির্ম্মল। থাক্ ওসব কথা…

শীলা। দীপ্তির যদি কোন আক্কেল থাকে—ridiculous

নির্ম্মল। Let us drop the matter, of course it is silly…আমি কি বুঝিনি ওদের—তোমার দাদা কবি মানুষ কি না—

শীলা। ওই দীপ্তির জন্যে আর যাদের-যাদের নেমতন্ন করেছিলাম, তারা কেউ আসেনি—

নির্ম্মল। না এসে তাবা ভালই করেছেন বলতে হবে—তাঁরা বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই !

শীলা। উমাদিকে ওরা—

নির্ম্মল। যাক গে, ও কথা শীলা—আমি এক দণ্ডও এখানে টেঁকতে পারতাম না—শুধু তোমার জন্যে…

শীলা। চল ওদিকে গিয়ে আমরা বসি, এখানটা বেশ নিরিবিলি—এদিকে এখন আর কেউ আসবে না—ওই যে কামিনীগাছের ঝোপটা—ওখানে একটা বসবার জায়গা আছে—

নির্ম্মল। থাক্ এখন আর বসব না শীলা—আমি কাল তোমাদের ওখানে যাব—অনেক দেরী হয়ে গেছে, মা হয়ত—কাল তোমাদের ওখানে আসতে পারেন—

শীলা। তুমি আসবে না—

নির্ম্মল। আসব ত' বল্লাম—তবে সত্য কথা যদি শুনতে

চাও শীলা, তাহলে, I am between the two fires, আমি কিছুই এখন স্থির করতে পারি নি—

শীলা। তুমি কাল আসবে বল—আসবে?

নির্ম্মল। (একটু হেসে) আসব—I have got to tell you something—

শীলা। বল।

নির্ম্মল। আজ নয় কাল বলব।

শীলা। আজ বলবে না।

নির্ম্মল। বলব শীলা বলব—কাল বলব।

(ধীরে ধীরে দু'জনের মুখের ওপর থেকে আলো মিলিয়ে গেল)

অষ্টম অংশ

[বাগানের অপর প্রান্ত—গাছের তলায় দু-তিন খানা চেয়ার পাতা—সামনে একটা ছোট টেবিল—মিঃ রায় ও বিহারীবাবু বসে চা খাচ্ছেন। পাশে দুটো গড়-গড়া, মাঝে মাঝে তামাক টানছেন।]

বিহারী। উমার কথা নিয়ে সেদিন শীলার সঙ্গে সন্তোষ কি আলোচনা করছিল বটে, আমার কিন্তু কিছুতেই ও বিশ্বাস হয় না রাই। নিখিল অবিশ্যি যে অসৎ, তা···

মিঃ রায়। আমারও ঠিক মনে যে ওইটে নেয়—তা নয়, তবে যে রকম situation তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে না—ওকি ওদের প্লে থেমে গেল নাকি? আরম্ভ গানের

স্থর শোনা যাচ্ছে না—তা হলে এখন ওঠা যাক—খুড়ো আর দেরী করব না—

বিহারী। আচ্ছা রাই—চল তা হলে দেখিগে···

(দু'জনে উঠলেন তখন আবছায়া অন্ধকার হয়ে গেছে)

মিঃ রায়। তা খুড়ো যদি আমায় কথাটা পাড়তে বল, আমি একবার নির্ম্মলকে বলতে পারি –

বিহারী। নির্ম্মলের মার কাছে আমি কথাটা বলে পাঠিয়েছিলাম, তিনি শুধু বলেছেন - ছেলের যা মত হবে, আমি তাই করব—

মিঃ রায়। নির্ম্মলকে তুমি কিছু বলনি তো ?

বিহারী। না আমি নিজে কোন কথা বলিনি—

মিঃ রায়। আচ্ছা চল আমি কালই ওকথা বলব—আর যখন শীলার তাই ইচ্ছে (কথা কইতে কইতে অগ্রসর হ'ল)

বিহারী। ওরে গড়গড়া দু'টো নিয়ে যাবে ··

বিহারী। হ্যাঁ দেখ রাই আমি তোমায় এতক্ষণ বলিনি যে, হরিশ আমার ওখানে সেদিন এসেছিল, সে তার ছেলে মেয়েদের দেখতে চায়।

মিঃ রায়। তা তিনি থাকেন কোথায় ? আমাকে সেই ব্যাঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আর ত এদিকে আসেননি। তিনি নিজে যান না কেন—তা তিনি যান না কেন ?

বিহারী। লজ্জা ভয়ে সে দেখা করতে চায় না—আমি ভেবেছিলাম যে, উমা রতন এখানে আসবে—তা তারাত আসছে

পারলে না, এখন যদি হরিশ এসে পড়ে, কি হবে—সে কি মনে করবে !

মিঃ রায়। এখানে হরিশবাবু আসবেন ? তারা এলনা কেন ?

বিহারী। উমার খুব অসুখ শুনলাম, আমি ভেবেছিলাম যে যদি উমা আসে, সেই সুযোগে যদি একবার বাপ আর মেয়ের গোলমালটা কোন রকমে মিটিয়ে দিতে পারি, তাহলে—

মিঃ রায়। তাহলে খুড়ো তুমি কি হরিশবাবুর জন্যে আরো অপেক্ষা করবে ? আমার আবার নটার পর consultationএ বসতে হবে।

বিহারী। অ ! তা আমায় একটু দেখতে হবে বৈকি রাই।

মিঃ রায়। কিন্তু তাঁর কি আর মাথার ঠিক আছে যে, আসবেন, তাই মনে করে।

বিহারী। আমি তাকে সন্ধ্যার পর একটু দেখে আসতে বলেছিলাম, এ অবস্থাতেও সে কখন কথার বেঠিক করে না—শুধু ছেলে মেয়ে দুটোর জন্যে ভাবি। (হরিশের প্রবেশ)

হরিশ। এই যে বেহারীদা, তারা কি সব চলে গেছে না কি ?

বিহারী। এস হরিশ, না তারা আসেনি।

হরিশ। কেন ? ও লোক সমাজে তারাও আর আসতে পারছে না—না ? হুঁ। বাপ হয়ে যে কাজ—আমিও আর তাদের সামনে যেতে পারছিনি—একি কম মজা—এই যে রায় মশায় !

বিহারী। না—না উমার অসুখ—

হরিশ। অসুখ-অসুখ কি অসুখ? অ! মাটা গেছে। মেয়েটাও যাবে, অঁ্যা—যাবে, অঁ্যা—চড়াইয়ের বাসার কুটো-গুলোও পুড়িয়ে দিয়েছিলাম—আজ আমার কুটো দুটোও থাকবে কেন? আমি কি করব—আমি কি করব—আমি কি করব—ওহো ওঃ!

মিঃ রায়। হরিশবাবু, শান্ত হোন্, অমন hopeless হলে, কি হবে বলুন—অসুখ করেছে সেরে যাবে ভয় কি?

হরিশ। আবার—আবার—রায় মশায়, শান্ত হওয়ার কথা বলছেন, ভয়-ভরসা আর আমার কিছুই নেই, আমার অপরাধের শাস্তির মাত্রাটা কেমন বাড়তে চলেছে তা বুঝতে পারছেন, আপনারই জন্যে তা বুঝতে পারছেন?

বিহারী। ও কথা ছেড়ে দাও হরিশ, তুমি কি উমাকে দেখতে যাবে—তাহলে আমি না হয় সঙ্গে করে নিয়ে—

হরিশ। অ্যাঁ! যাব? দেখতে যাব বেহারী দা? আমাব নীলার মেয়ে, আমার মেয়ে, অ্যাঁ যাব, যদি ঢুকতে না দেয়?

বিহারী। কে ঢুকতে দেবে না, তুমি চল আমার সঙ্গে, আমি তোমায় সঙ্গে কবে নিয়ে যাচ্ছি।

হরিশ। যাব? অ্যাঁ যাব? আমার উমাকে দেখতে যাব বেহারী দা? বাড়ীটার আশ-পাশে আমি রাত্রে অনেকদিন ঘুরেছি, লজ্জায় দেখা করতে পারিনে, না, তারা কি দেখা করতে দেবে?

বিহারী। হ্যাঁ হ্যাঁ দেবে বৈকি, কেন দেবে না—এস তুমি আমার সঙ্গেই...

হরিশ। না না আপনাকে যেতে হবে না—আমি নিজেই যাব—নিজেই যাব। হ্যাঁ-হ্যাঁ-নিজেই যাব। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(উমার ঘর। ঘরে একপাশে একখানা খাটে উমা শুয়ে আছে। মাথার দিকে একটা ছোট টেবিল—তার ওপর নানা-রকমের শিশিতে ওষুধ সাজান। আর একপাশে ক-খানা চেয়ার-পিছনের ব্যাক ড্রপে একটা দরজা তাতে স্ক্রীন দেওয়া। নির্ম্মলের-মা ও নিখিলের-মা কথা কইছেন খুব আস্তে রাত তখন দশটা বাজে)

নির্ম্মলের মা। নিমু একদিনও দেখতে আসেনি ?

নিখিলের মা। না দিদি।

নির্ম্মলের মা। আচ্ছা, ওদের দু'জনে এত ভাব, কি ওদের মধ্যে হয়েছে বলতে পার ?

নিখিলের-মা। কি জানি দিদি, আমি ত কিছুই জানি নি।

নির্ম্মলের মা। তা এখন কেমন আছে ?

নিখিলের-মা। একটু বোধহয় ঘুমুচ্ছে।

নির্ম্মলের মা। (অগ্রসর হয়ে দেখলেন) উমা !...ঘুম বলে ত মনে হচ্ছে নারে—নিখিল কোথা ? ডাক ত'...

নিখিলের মা। ডাক্তারের ওখানে গেছে, শুনছিলাম যে গায়ে রক্ত নেই—রক্ত দিতে হবে...

নির্ম্মলের মা। রক্ত দিতে হবে ? কে দেবে ?

নিখিলের মা। নিখিলই বোধ হয়।

নির্ম্মলের মা। (উমার মাথার শিয়রে বসে) কি কষ্ট হচ্ছে মা, উমা ?

(উমা কোন কইলে না)

[ডাক্তার সিরিঞ্জ হাতে—রক্ত দেবার ব্যবস্থা করে এসে দাঁড়ালেন, পিছনে নিখিল।]

ডাক্তার। ভয় পাবেন না নিখিলবাবু—

নিখিল। না, ভয় নয়, তবে···

ডাক্তার। দেখি গায়ের কাপড়টা একটু সরিয়ে ধরুন ত।

(নির্ম্মলের মা ও নিখিলের মা দু'জনে উমাকে ধরলেন)

নির্ম্মলের মা। কে ? (মাথার কাপড় টেনে দিলেন)

(দরজার পর্দ্দা সরিয়ে হরিশ উঁকি মারলে, নিখিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।)

নিখিল। একি ! আপনি ! আপনি !

হরিশ। আমি একবার দেখব।

নিখিল। ইনজেকসন্ দিচ্ছেন অসুখ বড্ড বেশী, এখন ও-ঘরে বসুন—

হরিশ। একবার···

নির্ম্মল। না না—রক্ষে করুন···আপনাকে···

হরিশ। অ…আমি…(সরে গেল)

ডাক্তার। ব্যাপারটা কি—নিখিলবাবু ?…

নিখিল। চুপ করুন…

ডাক্তার। ধরুন ত এটা…হ্যাঁ.. অমনি করে…(ইন্‌জেকশন দিয়ে সিরিঞ্জ মুছলে)

(আবার হরিশ পর্দ্দা সরিয়ে এগিয়ে আসছে দেখে নিখিল আবার এগিয়ে গেল।)

নিখিল। করেন কি…না না…আপনি বসুন…আপনাকে দেখলে ভয় পাবে ·

হরিশ। ভয় পাবে…আমি একবার দেখা—সে আমার মেয়ে আমার উমা—আমি ··

নিখিল। আপনি বুঝতে পারছেন না · একটা sudden shock…

ডাক্তার। এখন গোলমাল না হওয়াই ভাল—দেখুন অবস্থাটা…

হরিশ। অবস্থাটা ভাল নয় তা আমি জানি · তবে একবার দেখব ··আমার মেয়ে যে ··

নিখিল। বেশ ত একটু সুস্থ হোক্ ··আপনি ও ঘরে বসুন

(হরিশ আবার চলে গেল)

নিখিল। কি বুঝছেন ?

ডাক্তার। ভয় নেই নিখিলবাবু ঘরের আলোটা কমিয়ে

গায়ে কাপড় চাপা দিয়ে রাখুন। হ্যাঁ...অমনি করে · আপনার আর কি কষ্ট হচ্ছে ··

(উমা কোন কথা কইলে না) ··

ডাক্তার। একটু দুধ দিন ত গরম করে · দেখুন যদি ঘুম না আসে—এই ওষুধটা এক দাগ দেবেন।

নিখিল। (ডাক্তারের দুটো হাত ধরে) ডাক্তার! ডাক্তার!

ডাক্তার। ভয় পাবেন না...যদি রাত্রি তিনটার সময় কোন অসুবিধা দেখেন, তখনি আমায় ফোন করবেন...ওঁকে কিন্তু disturb করবেন না...চলুন...

নিখিল। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

(আবার হরিশের প্রবেশ)

নিখিলের মা। নিখিল! নিখিল! (নিখিলের প্রবেশ)

নিখিল। কি মা!

হরিশ। উমা! মা! মা!

(উমা চোখ খুলে মাথাটা উঁচু করে দেখে মাথাটা ধপ করে বালিসের ওপর ফেললে।)

নিখিল। করেন কি disturb করতে বারণ করে গেছেন। আপনি...আহা—

উমা। কে...মা! (বলে নির্ম্মলের-মার হাতটা ধরলে)

হরিশ। (অগ্রসর হয়ে) আমি মা, আমি, তোর বাবা... মা! মা!

উমা। (মুখটা অন্য দিকে ফেরালে) মাসি—এখান থেকে যেতে বল...

নিখিল। আপনি চলুন···আহা!

হরিশ। মা! মা! আমি তোর বাবা!···তবে—যাচ্ছি বিধাতা! বিধাতা!··অ! এ মুখ আর দেখবে না. অ···

(এগিয়ে আবার পিছিয়ে এল)

হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলেও চায় না, মেয়েও চায় না...অ···

বুঝতে পারছি মা, যে অদৃষ্ট আজ তোদের এইঅবস্থা করেছে তার আসল মূর্ত্তিটা আমার ভেতর দেখতে পাচ্ছিস, না? আচ্ছা যাচ্ছি যাচ্ছি... [হরিশের প্রস্থান

নির্ম্মলের মা। কি মানুষ···কি হয়ে গেছে...উঃ!

তৃতীয় দৃশ্য

নির্ম্মলের বাড়ীর কক্ষ। নির্ম্মলের মার কক্ষের সম্মুখে দালান। বিহারী বাবু চেয়ারে বসে—নির্ম্মলের মা মাটীতে আসনে বসে আছেন।

বিহারী। নির্ম্মলত এখনও ফিরলেন না।

নির্ম্মলের মা। আমি কথা যখন দিয়েছি তখন—তবে নির্ম্মলকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। ছেলে ত বড় হয়েছে।

বিহারী। নিশ্চয়। নিশ্চয়! তবে আপনার কথাটা পেলে, আমি আজই আশীর্ব্বাদের ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করি,

আজই সেরে ফেলি। নির্ম্মলের হাতে যে মেয়েটীকে দিতে পারব, এতে যে আমার কি আনন্দ, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে জল আসছে আজ যদি শীলার মা—

নির্ম্মলের মা। আমারও আজ সেই কথাই মনে আসছে, বংশে ওই শিবরাত্তিরের সলতে—আচ্ছা, আমি ঠাকুর মশাইকে ডেকে পাঠিয়েছি, তিনি বোধ হয় দাওয়ানজীর ঘরেই আছেন। ওরে কে ওখানে আছিস ঠাকুর মশাইকে আসতে বল।

বিহারী। আমি দেখেছি বেলা চারটের পর বেশ ভাল দিন, তায় তিথিটাও ত্রয়োদশী।

নির্ম্মলের মা। ওই যে ঠাকুর মশাই এসেছেন।

(ঠাকুর মশাইয়ের প্রবেশ)

আসুন আমি নিমুর বিয়ের সব ঠিক করেছি আজকের দিনটা যদি···

ঠাকুর। আজ্ঞে বেলা চারটের পর ত' বেশ ভাল দিন আছে···

নির্ম্মলের-মা। আচ্ছা তাহলে' যা-যা ব্যবস্থা করতে হবে দাওয়ানজীর কাছে ঠিক করে ব্যবস্থা করে দিন গে ..

ঠাকুর। আজ্ঞে আচ্ছা···বেশ···

নির্ম্মলের-মা। নিমু আসুক...কথা আমি দিলাম—তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা একবার দরকার···আমি খানিক পরে সে এলে আপনার ওখানে খবর পাঠাব এখন? আজকে তার পরীক্ষার ফল বার হয়েছে—সেই জন্যে সে গেছে।

বিহারী। আচ্ছা, তা'হলে আমি এখন আসি…নমস্কার !

নির্ম্মলের-মা। নমস্কার ! আসুন ! নিমু এলেই সব ঠিক করব… [নেপথ্যে পূজোর কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল]

চলুন—আমিও ঠাকুর ঘরে যাব।

হ্যাঁরে নিমু এয়েছে… [সকলের প্রস্থান।

(আবার নির্ম্মলের মার সঙ্গে দীপ্তির মা ও দীপ্তির প্রবেশ)

নির্ম্মলের মা। অ ! এস ! এস ! অনেকদিন তোমাদের দেখিনি…তা তোমরা একটু বোস আমি ঠাকুর প্রণাম করে আসি…

দীপ্তিব মা। এস দিদি এস…তার আর কি আমরা বসছি…

[নির্ম্মলের-মার প্রস্থান।

দীপ্তির মা। শোন যা-যা শিখিয়ে দিলাম বুঝলি।

দীপ্তি। আচ্ছা মা আমি কি যে, আমাকে নিয়ে এমনি ফেরি করে' বেড়াবে।

দীপ্তির মা। এমন ঘর বর হবে না, লক্ষ লক্ষ টাকার একলা মালিক, নির্ম্মলের মত…। (নির্ম্মলের গেজেট হাতে প্রবেশ)

এই যে নির্ম্মল, এস ভাল আছ।

নির্ম্মল। হ্যাঁ, মা এখানে ছিলেন না ?

দীপ্তির মা। তিনি ঠাকুর ঘরে গেলেন।

নির্ম্মল। অ ! [প্রস্থান।

দীপ্তি। দেখলে ত...কি রকম করে 'তাকালে—এখন' তার রাগ···

দীপ্তির-মা। চুপ···থাম···পুরুষ মানুষের আবার রাগ···

দীপ্তি। আমি কিন্তু এখানে বসে থাকতে পারব না··· তোমার ইচ্ছে হয় তুমি বোস ··

দীপ্তির-মা। চুপ—চুপ···আঃ (নির্ম্মলের মার প্রবেশ)

নির্ম্মলের-মা। বোস-বোস-বোস মা · ভাল আছ সবাই ৷

দীপ্তির-মা। তোমার আশীর্ব্বাদে সব...

নির্ম্মলের মা। সেদিন গিয়েছিলাম তোমাদের ওদিকে উমাকে দেখতে ··অনেক রাত হয়ে গেল বলে আর তোমার ওখানে যাওয়া হল না···

দীপ্তির-মা। উমার ওখানে ? সে কি ?

নির্ম্মলের-মা। কেন ? কি হয়েছে ?

দীপ্তির-মা। না কিছু না···যাক দিদি ও সব কথা...

নির্ম্মলের-মা। কেন কি হয়েছে দীপ্তিরমা···

দীপ্তির-মা। সেখানে তুমি কি করে গেলে !

নির্ম্মলের-মা। কেন ··তার বড় অসুখ করেছিল তাই দেখিতে গিয়েছিলাম···

দীপ্তির-মা। তা দিদি আমি আর না বলে থাকতে পারলুম না···তোমার সেখানে যাওয়াটা কি···ভাল...

নির্ম্মলের-মা। কেন...উমাত'।

দীপ্তির-মা। তার নাম মুখে আনতে লজ্জা হয় দিদি...

সেত সেই কে একটা সিনেমার ছোঁড়া···চাল চুলো নেই · তার সঙ্গে...

দীপ্তি। ও সব কথার দরকার কি মা...

দীপ্তির-মা। সবাই ত জানে দিদি সে ওর—মা-টা কি বলে ..সেই—সেত আর চাপা থাকে না—

নির্ম্মলের। তা সত্যি কি আর চাপা থাকে কখন...

দীপ্তির-মা। এ্যাই বলত'—ভাই বলে পরিচয় দিলেই লোকে অমনি···ছিঃ ছিঃ যেমন মা'টা ছিল তেমনি মেয়েটাও—

নির্ম্মলের-মা। অ! তাহলে তোমরা এস, নিমু বোধ হয় এসেছে, তার সঙ্গে একটা দরকারী কাজ আছে—আমি এখন আর বসতে পারব না—নিমু এয়েছিস—(নেপথ্যে হ্যাঁ মা।)

নির্ম্মলের-মা। শোন তো...　　[নির্ম্মলের মার প্রস্থান।

দীপ্তি। কেমন হ'ল তো···

দীপ্তির-মা। আচ্ছা!　　[প্রস্থান।

(নির্ম্মল ও নির্ম্মলের মার পুনঃ প্রবেশ)

নির্ম্মল। ওদের বিদেয় করেছ...স্পর্দ্ধা দেখ...

নির্ম্মলের-মা। যাক্‌গে ওদের কথা, আমি বেহারী বাবুকে কথা দিয়েছি।

নির্ম্মল। তুমি একেবারে কথা দিয়ে দিলে কি রকম? তুমি এমন মুস্কিলে ফেল···

নির্ম্মলের-মা। মুস্কিলটা কি বিয়ে করবি ভাল মেয়ে...তোর অপছন্দও নয়।

নির্ম্মল। পছন্দ অপছন্দর কথা হচ্ছে না—বিয়ে কি আমার পালিয়ে যাচ্ছে · না সংসারে আর মেয়ে তোমার ছেলের কপালে জুটছে না···

মা। আর মেয়ে কে...সেত ওই উমা!

নির্ম্মল। কে তোমাকে তার কথা বলেছে?

মা। বেসত কে তবে সেইটেই বল।

নির্ম্মল। সব তাতে তোমার তাড়াতাড়ি···আমি এখন বিয়ে করব না।

মা। বিয়ে করবি নি কেন? সেইটে আমায় বল···

নির্ম্মল। বলব আবার কি?

মা। বলি, যে জন্যে বলছিস, সেত আর হবে না, তার ত'।

নির্ম্মল। তার কথা নিয়ে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?

মা। তার কথা নিয়ে মাথা ঘোরেনি আমার—বংশের এক ছেলে—এতবড় বিষয় যে হাতে পেয়েছে—সে বংশের নামত বজায় রাখতে হবে···

নির্ম্মল। বিয়ে করলেই সে বংশের নাম বজায় থাকবে, না হলে নয়। যাক্‌গে, যা তোমার ইচ্ছে তাই করগে আমি কিছু জানিনে।

মা। তুইত কখন আমার সঙ্গে এমন করে কথা কইতিস না—তোর কি হয়েছে, বিয়ের কথা তুললেই তুই অমন করে উঠিস কেন?

নির্ম্মল। না তোমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি নি।

মা। কি বলতে পাচ্ছিস নি তাই বল, বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে, ..তোর মা আমি, তোকে আমি বুঝিনি।

নির্ম্মল। বুঝলে কখন বিহারীবাবুকে কথা দিতে না।

মা। অ! হুঁ! তা বেশ তা কি করবি বল, উমার ··

নির্ম্মল। আবার তার নাম করছ?

মা। শোন, নিমু বিয়ে তোকে কবতেই হবে—

নির্ম্মল। মা! কোনদিন কি তোমাব কথার অবাধ্য হয়েছি।

মা। না!

নির্ম্মল। কোন দিন তোমার কথার ওপর কথা কয়েছি?

মা। না?

নির্ম্মল। কোন দিন তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে, কোন কাজ তোমার ছেলে করেছে?

মা। না।

নির্ম্মল। তবে? মা! জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সবই ত তোমাতে আমাতে ভাগ করে নিয়েছি...আজ।

মা। থাম্‌লি কেন বল · আঠার বছর বয়েস থেকে তোকে বুকে করে ওই সামনে ওই মুখ চেয়ে আছি, আজ তুই ওঁরই আশীর্ব্বাদে মানুষ হয়ে উঠেছিস, সংসারে তোর প্রতিষ্ঠা দেখতে আমার সাধ হয় না? দেনা-পাওনার সংসারে আমার প্রাপ্য আমি নেব না?

নির্ম্মল। মাতৃঋণ কে কবে শোধ করতে পেরেছে মা!

মা। ওসব বড়-বড় কথা রেখে দে—আমার ঋণ তুই ছেলে শোধ কর, আর আমার কোন কথা নেই—

নির্ম্মল। মা আমায় ভাবতে দাও।

মা। আচ্ছা তারপর আমি আর কোন কথা শুনব না কিন্তু, ওই দেখ, কি বলছে—ও ছবি নয় আমার ও আমার জীবন্ত… মাতৃঋণ শোধ কর— [প্রস্থান।

[নির্ম্মল একটুখানি দাঁড়িয়ে তারপর এগিয়ে গিয়ে ডাকতে ডাকতে গেল "মা শোন, মা! মা!"]

চতুর্থ দৃশ্য

নাট্য সংস্থাপন

উমার কক্ষ। বেশ সাজান ঘর। ডানদিকে একটা জানালা খোলা, পিছনের ব্যাকড্রপেও একটা বড় জানালা খোলা। সেই দিকের জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ ও গাছপালা দেখা যায়। একটা লতানে ফুলের গাছ জানালার ওপর এসে পড়েছে, তাতে ফুল ফুটে রয়েছে। পিছনের সেই জানালার দিকে ভোরের আকাশ তখনও সূর্য্য ওঠেনি। সেই জানালার ধারে একখানা খাট। খাটের একপাশে দু'খানা চেয়ার ও একটা ছোট টিঘর বাঁ'দিকের দেয়ালে দু'টো দরজা আগের মত নীল পর্দ্দা ঝুলছে। ডানদিকের দেয়ালে উমার মার (নীলার) ছবি টাঙান, ছবির ঠিক নীচে একখানা মার্ব্বল পাথরের ছোট টেবিল… টেবিলের ওপর ফুলদানীতে ফুল সাজান। খাটের মাথার দিকে

একটা হোয়াট নট (What not) তাতে নানাবিধ ওষুধের শিশি সাজান—একটা মেজার গ্লাস—একটা পেয়ালা পিরিচ চাপা দেওয়া রয়েছে। খাটের সামনের মেঝেতে একটা খুব বড় বাঘ ছাল পাতা। ঘরের জানালার ফাঁকে ফাঁকে দেয়ালের গায়ে ছবি টাঙান। ঘরটার প্রথম অবস্থায় আবছায়া অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে উমা আস্তে আস্তে এদিক ওদিক করছে, দু'একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে দু-একটা লাইন গান আপন মনে মনে সুর করতে লাগল।

গান

(তুমি) সে কথা ভুলিলে কি করে'
আজ যে বাতাশে সখা কাণাকাণি' করে।

সেই সে প্রথম দেখা—

কত মনের আশা লেখা'
তুলিতে সে রূপরেখা
আঁকা থবে থরে…
ভুলিতে ভুলে যে গেছি
আমি ভুলি কি করে'।
সে কথা ভুলিলে কি করে…
সখা তুমি ভুলিলে কি করে।

(উমা এদিক-ওদিক করে—আর ওই গানটা গায় - একবার একটু গলা ছেড়ে, আবার একটু চাপা গলায়··পরে আবার ফুলদানীর ফুলগুলো ঘুরিয়ে সাজায়।)

উমার গলার আওয়াজ পেয়ে নেপথ্য থেকে নিখিলের মা ডাকতে লাগল..."অ উমা ! উমা !...ঠাণ্ডা লাগবে যে জানালাগুলো—

(শেষ "ঠাণ্ডা লাগবে" কথাটা ঘরের ভিতরে এসে বললে...)

নিখিলের মা। এইত কদিন হল' একটু সেরে উঠছিস অমনি ঘোরা-ফেরা সুরু করে দিলি...

উমা। যতদিন পারিনি উঠতে, ততদিন উঠেনি...আর না উঠলে আমার চলবে কি ক'রে মাসি...

নিখিলের মা। তা বেশ...এখন ওষুধটা খেয়ে নে দিকিন্...

উমা। এখন আজ আর ওষুধ খাব না, এইত প্রায় এক-মাস ধরে কত ওষুধই না খেলাম...আর আজ মার জন্মতিথি... হ্যাঁ মাসি...নিখিল দা এসেছে...

নিখিলের মা। না, সেত' বললে ফুল আনতে যাচ্ছি—ওষুধ-টষুধ সব খাইয়ো আমি সূপটা চড়িয়ে দিয়েছি।

উমা। আজ আর সূপটা নাই খেলাম...একদিন না খেলে কিছুই হবে না।

নিখিলের মা। ও কথা আর বলিসনি—যা হয়েছিল, বলে যমে-মানুষে টানাটানি, পাঁচদিন একেবারেই অজ্ঞান, কোন সাড়াই তোর ছিল না। তুই যে বেঁচে উঠবি, সে আশাই আমার ছিল না মা...

উমা। খুব ছিল মাসি, খুব ছিল, নইলে ভুগবে কে, রতনকে

মানুষ করবে কে ? মাত' ওই একটা ভার দিয়ে গেছে। হ্যাঁ মাসি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব···

নিখিলের মা। কি কথা রে...

উমা। আমার এতবড় অসুখ, এ-সব খরচাপত্র করলে কে ? আমিত অজ্ঞান···অচৈতন্য...তারপর এ বাড়ীটাত ছেড়ে দেবার কথা ছিল...

নিখিলের মা। সে কথা আমি ঠিক বলতে পারলাম না—ওষুধপত্র ডাক্তার এ-সব যা কিছু ওই নিখিলই করে দেখি—আমিও তাকে জিগ্গেসা করিনি···

উমা। নিখিলদাই সব করেছে বুঝতে পারছি।

নিখিলের মা। তোর জন্যেই আমার ছেলে ফিরে পেয়েছি মা—এত মায়া, এত মমতা যে ওর ভেতরে ছিল, তা'ত আগে জানতাম না—

উমা। কি করে জানবে মাসি, নিখিলদাকে কোন দিনই সে অবসর দাওনি...মানুষ এ সংসারে কেউ খারাপ নয়, অবস্থায় বদল হয়।

নিখিলের মা। তোকে বলব কি মা, সে রাত্রে তোকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়েই—আগে ছুটে গেছে আমার কাছে, আমি অবাক, ভয়ে মরি না-জানি-কি—তারপর আমার পায়ের কাছে মাথাটা ঠেকিয়ে বললে, "আমি ফিরে এয়েছি মা," আমি কেঁদে ফেললুম—বললে "কেঁদ না মা...আশীর্ব্বাদ কর যেন এইবার মানুষ হই"···তারপর এক এক করে তোর সেদিনের

রাত্তিরের কথা আমার কাছে বললে, কিছু গোপন করেনি···
এক বর্ণও লুকোয়নি...তোর অসুখ বলে এখানে নিয়ে এল।

উমা। ওই টুকুই আমার সব চেয়ে লাভ—না হলে···আচ্ছা মাসি, আর কেউ আসে নি অসুখের সময়...

নিখিলের মা। হ্যাঁ বেহারী বাবু কদিনই এয়েছিলেন, নির্ম্মলের মা দু'দিন এসে ছিলেন,কত দুঃখু করলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল তোর সঙ্গে নির্ম্মলের···

উমা। থাক্ মাসি ওসব কথা···মা অবিশ্যি আমায় খুবই ভালবাসেন কিন্তু কেন জান...

নিখিলের মা। নির্ম্মল তোকে সত্যি ভালবাসে তাই—

(উমা মুখখানা অন্য দিকে ফেরালে)

উমা। ওইটেইত সব চেয়ে আপত্তি আমার মাসি, এরা চিরকাল ধরে মনে করে রেখেছে যে আমরা ছোট, ওরা বড়—ওরা আশ্রয় আর আমরা সেই আশ্রয়ের ভিখিরী—ওরা দয়া করে···

নিখিলের মা। ও কথা বলতে নেই মা···

উমা। তোমাদের সেকেলে ভাব আমরা আর নেব না নিতে পারব না...ও তুমি বুঝবে না—যাক্ গে রতন কোথা ?

নিখিলের মা। তাকে খেতে দিয়ে এসেছি

নেপথ্যে নিখিল—("উমাদিদি ! ঘরে যাব")

উমা। এস এস নিখিলদা—এস

[ফুল নিয়ে নিখিলের প্রবেশ]

কি চমৎকার পদ্ম, বাঃ বাঃ

নিখিল। মা ওযুধ খাইয়েছ !

নিখিলের মা। না ও ওষুধ খেলে না...

নিখিল। এটাত' ঠিক কাজ হল না দিদি...

উমা। খাব অখন, একটু পরে, মার ছবিতে ফুলগুলো সাজিয়ে দিই, একদিন না হয় একটুই দেরী।

নিখিল। তুমি তা বলতে পার, কিন্তু যে দায়ীত্ব আমার ঘাড়ে তুমি চাপিয়ে দিয়েছ—সে ভারত' আর কখন কেড়ে নিতে পারবে না দিদি ! (উমা উঠে ফুল দিয়ে মায়ের ছবি সাজাতে লাগল। (অন্যদিক দিয়ে রতনের প্রবেশ)

রতন। আমায় ডাকছ দিদি !

উমা। তোকে যে সকালে খেতে বারণ করেছিলাম—

রতন। আমিত খাইনি দিদি—মাসিমা খাবার দিয়েছে, আমি এখন খাইনি—

উমা। আয় এদিকে আয়—এখানে ছবির সামনে প্রণাম কর—বল, "মা আমাদের আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা মানুষ হই"—(রতন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কথাগুলো আবৃত্তি করলে) আবার বল—দেশের যেন ভাল হয়, সকলের যেন ভাল হয় আমরা যেন মানুষ হই ! (রতন আবার তাই বললে)

নিখিল। এইবার তা হ'লে ওষুধটা খেয়ে নাও দিদি—

উমা। দাও মাসি—হ্যাঁ নিখিলদা—গেজেটখানা এনেছ ? result বেরিয়েছে ?

নিখিল। এইত আমার হাতেই রয়েছে দিদি, ওর জন্যেই এই দেরী হয়ে গেল—নির্ম্মলবাবুও একখানা কিনে নিয়ে গেলেন।

উমা। (গেজেটের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) হো-হো ! নির্ম্মল হেরে গেছে, নির্ম্মল হেরে গেছে—এবারে ঠিক জব্দ, গেলবারে আমায় হারিয়ে দিয়েছিল—এবাবে ঠিক হয়েছে—রতনকে খেতে দাও গে মাসি—নিখিলদা—তুমি কি খাবে—

নিখিলের মা। আয় রতন—

(নিখিলের মার সঙ্গে রতনের প্রস্থান)

নিখিল। আমি কি খাব—ও—এত আমারই উচিত তোমাকে খাওয়ান—

উমা। তুমি আমার যা করেছ—

নিখিল। সে কথা অবিশ্যি বলতে পার দিদি—আর তুমি যা করেছ তাতে আমি মানুষ হবার পথ খুঁজে পেয়েছি না হলে আজ কি হত...ওঃ ! তুমি জাননা দিদি...তোমাকে দীপ্তিদের বাড়ী থেকে তাড়ান, বাড়ীর ভাড়ার জন্যে বাড়ী থেকে তাড়াবার নোটীশ, তোমার যত কিছু অপমানের গোড়া আমি—আর তুমি—

(নিখিলের মার পুনঃপ্রবেশ)

আচ্ছা মা তুমিই বল সে রাত্তিরে যদি উমাদিদি আমায় না

বাঁচাত, আজ আমি কোথায় থাকতাম—আজ আমার কি অবস্থা হত।

নিখিলের মা। সেত সত্যি কথাই বাছা—ওর হাতেই তোকে ফিরে পেয়েছি।

(নেপথ্যে রতন—মাসি। মাসি!)

যাইরে রতন—　　　　　　　　[নিখিলের মার প্রস্থান।

উমা। আমার অসুখে কত টাকা খরচ করেছ নিখিলদা—এত টাকাই বা পেলে কোথা

নিখিল। সৎকর্ম্মের টাকা নয় দিদি—যেটা অসৎ কাজেই ব্যয় হত, সেটা সৎকাজেই ব্যয় হয়েছে—রাতের পর রাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, তোমার মাথার শিয়রে বসে যে আমার প্রাণ দিয়েও যদি…

উমা। নিখিলদা তুমিত আচ্ছা sentimental...

নিখিল। এই sentiment যেন আমার চিরদিনই থাকে দিদি—আর সেই যেন আমার সংসারযাত্রার পাথেয় হয়—

(নেপথ্যে—রতন, দিদি! দিদি! "জ্যেঠামশায় আর শীলাদিদি এয়েছেন")

উমা। কই! কই! আসুন আসুন! জ্যেঠামশাই—

নিখিল। আমি তবে এখন যাই দিদি—

উমা। কেন নিখিলদা—লজ্জা কিসের—

নিখিল। লজ্জা নয় দিদি—

উমা। তবে—মনে কোন কাঁটা রেখ না নিখিলদা—

নিখিল। ভিতরের সকল গ্লানি এখন' যে মুছতে পারি নি দিদি···

উমা। এত আমার দাদার মত কথা নয় নিখিলদা—Be a man মানুষ ভুল করে শোধরায়, গাছ পালায় ভুল করে না··· আর ঘৃণাই যদি তারা তোমাকে করে, সে তাচ্ছিল্য সহ্য-করার মত মেরুদণ্ড আমার দাদার নিশ্চয়ই আছে···

নিখিল। তোমারই জয় হোক,···

(বিহারীবাবু ও রতনের হাত ধরে শীলার প্রবেশ)

বিহারী। Congratulations—

(উমা বিহারীবাবুকে প্রণাম করলে।)

বিহারী। চিরায়ুভব (নিখিলও নমস্কার করলে)

উমা। আপনার আশীর্ব্বাদে জয় আমার হবেই জ্যেঠামশায়—

(শীলাকে হাতধরে বসালে রতনকে নিয়ে শীলা কথা কইতে লাগল)

উমা। বসুন, বসুন, বসুন—

বিহারী। এখন কেমন আছ মা—একটু সেরেছ? দেখেত তা মনে হয় না।

নিখিল। এই ত আজ ক'দিন মাত্র পথ্য পেয়েছে—

বিহারী। (নিখিলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে) অ—

উমা। নিখিলদা—মাসিকে এদের জন্যে চা করে দিতে বল আর—

নিখিল। যাচ্ছি দিদি! [নিখিলের প্রস্থান।

(বিহারীবাবু ও শীলা থতমত ভাবে নিখিলের চলে-যাওয়ার দিকে দেখলে)

রতন। আমি মাসিকে বলিগে। (রতনও চলে গেল)

উমা। নিখিলদা এই অসুখের সময় যা করেছে, আমার মায়ের পেটের ভাই হলেও বোধ হয় এমন করতে পারত না—নিজের রক্ত দিয়ে—

বিহারী। সব শুনেছি মা—তা।…

উমা। আজ মায়ের জন্ম দিন, আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, বাবা যে কোথায় কি ভাবে আছেন—নিখিলদা অনেক খোঁজ করেছে—কোন সন্ধানই পাইনি—

বিহারী। কোথায় থাকে সে কথা ত বলতে পারিনে মা—তবে মাঝে মাঝে আমার ওখানে আসত, আর কই আসে না—

উমা। হ্যাঁ, একদিন আমার অসুখের মাঝেও এসেছিলেন—

বিহারী। কখন যে কোথায় থাকে তা কেউ জানে না মা—মাথাটা কেমন যেন বিগড়ে গেছে—

উমা। মাথাই যদি না খারাপ হবে তা'হলে, এমন—

শীলা। আমাদের সেদিন এমন ভয় হয়েছিল—

উমা। বাবার কথা মনে হলে সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে আসে—কি যে হবে জেঠামশায়—

বিহারী। তোমার মত ভাল মেয়ের ভালই হবে মা—দেখ মা, নানা জনে নানা কথা কয়েছে, সন্তু পর্য্যন্ত, আমি কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি মা। আমি বুঝি যে চোখ

দিয়ে আমরা মানুষকে বিচার করি, সে চোখটা আমাদের নিজেদের রঙ মাখান, ঠিক দেখতে পাইনে, হয় ত উল্টই বুঝি—এ নিয়ে রাইয়ের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। রাইও তাই বলে যে, যে-লোকের মেয়ে, সে জীবনে শুধু একটা ভুল করেছিল, তা আজ নিজের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। সেত অমানুষ নয়—

উমা। আমানুষ তিনি কোন কালেই ছিলেন না—তাঁর মত হৃদয়বান—বাবার মত পরদুঃখ কাতর মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়, তবু বাপ-মার যে অপবাদ, যে অন্যায়, তা ছেলে মেয়েকেত' রেহাই দেবে না জেঠামশায়...আমি যদি আজ সংসারকে—আমার ভাইটিকে তেমনি করে গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমার জীবনের সার্থকতা, নইলে সেই অপবাদ আরো গুরুভার হয়েই আমার বুকে পাহাড়ের মত চেপে পিশে মারবে।

বিহারী। মানুষ নিজে ঠিক থাকলে, তার মনুষ্যত্ব কেউ ঘোচাতে পারে না।—শোন মা আবারও বলছি, সে ভয় কর না, তোমার কিসের ভাবনা মা।

উমা। ভাবনা অনেক জেঠামশায়। সব চেয়ে বড় ভাবনা আমার বাবার জন্যে—যত সফলতা আসবে ততই সে ভাবনা বাড়বে।

বিহারী। তোমার বাবার কিছু টাকা ছিল।

উমা। তাত আমি কিছু জানি না জেঠামশায়।

বিহারী। হরিশ সেই টাকা রাইকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়ে নিয়ে নির্ম্মলের সব টাকা চুকিয়ে দিয়েছে।

উমা। দিয়েছেন? আঃ! বাঁচলাম জেঠামশায়, বাবা কখন কা'র ঋণ করেননি—তাঁর জন্যে—

বিহারী। বাকী টাকার অর্দ্ধেক তোমার গগনমামার স্ত্রীকে দিয়েছেন।

উমা। আর বাকী?

বিহারী। তোমাদের জন্যে!

উমা। আমাদের ত' টাকা দরকার নেই সে টাকাও আপনি মিঃ রায়কে বলবেন মামিমাকে দিয়ে দিতে।

বিহারী। সে কি মা!

উমা। আমি রতনকে মানুষ করতে এমনিই পারব... খাটতে পারবত ··খেটে নির্ম্মলের অত টাকা শোধ দেবার ভাবনা ছিল, সেটা বাবা মানুষেরই মত কাজ করেছেন।

[রতন চা প্রভৃতি নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে]

উমা। আসুন জেঠামশায়...

বিহারী। এসব আয়োজন কেন উমা, কুটুম্বের মত, আর কিছু আগেই আমি চা খেয়ে আসছি তো···

উমা। তা হোক,—আজ মার জন্মদিন, আজ আমার সবদিক দিয়েই শুভ হবে। আজ আমার পরীক্ষার সফলতার সঙ্গে বাবার এই খবরটায় আমার এত আনন্দ হচ্ছে—

বিহারী। আচ্ছা আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি—লীলা

তুমি তবে তোমার উমাদির কাছে একটু বস, আমি একবার নির্ম্মলের ওখান থেকে হয়ে আসি···কেমন ?

উমা। নির্ম্মল ? শীলা ?

বিহারী। এই আমাদের নির্ম্মল !

উমা। ও !

বিহারী। আমি এখুনি আসব—শীলা ততক্ষণ উমাদির সঙ্গে গল্প কর আমার দেরী হবে না। [বিহারীর প্রস্থান।

উমা। শীলা, এসে অবধি যে একেবারে মুখ বুজে বসে আছিস্, কিলো ! তোকে কিন্তু, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে—ঠিক যেন বিয়ের কনে।

শীলা। কি ঠাট্টা করছ উমাদি—যাও যাও হ্যাঁ, কি তুমি··· আমি এত বড় বুড় ধাড়ী মেয়ে।

উমা। সত্যি বলছি, আচ্ছা আমি মাসিকে ডাকছি···দেখ সে কি বলে···ঠিক বিয়ের কনে। কিলো তোর চোখের পাতা অমন লাজনত হচ্ছে, কেন—

শীলা। আচ্ছা উমাদি ! তোমাকে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দাদার কাছে যা সব শুনেছি। তারপর নিখিলদার—কি জানি লোকে কত কথাই···

উমা। বলে—What do I care, আমি গ্রাহ্য করি শীলা...হুঁঃ !

শীলা। তারি জন্যেইত বলছি, তোমাকে বোঝা অসম্ভব। এবারে Literatureএ First-class মোটে একটী...একদিকে এই সুনাম।···

উমা। আর একদিকে পর্ব্বত পরিমাণ দুর্ণাম—মন্দ কি ? আলোয় কালোয় মিশিয়ে চলেছি—কেউ আলোর ঝলক দেখে ভিরমী যায়, কেউ কালোর আঁধার দেখে ভয়ে সরে যায়।··· ওকি তুই চা খেলিনি যে...ঠাণ্ডা হয়ে—

শীলা। আমি এই চা খেয়ে আসছি···

উমা। ভয় নেই লো, জাত যাবে না—ঢঙ্ রাখ, খেয়ে নে...

শীলা। সত্যি খেয়ে এসেছি—আচ্ছা খাচ্ছি—কিন্তু এই মিষ্টিটা (চা-খেতে খেতে) উমাদি আমরা এয়েছি তোমাকে—নিমন্তন করতে—

উমা। কিসের রে

শীলা। দাদাত' আসবে না...

উমা। কেন ? ও...সন্তুর বিয়ে না কি ?

শীলা। না দাদার না ?

উমা। তবে ? তোর···এতক্ষণ বলতে হয়—মাসি মাসি ও মাসি—শীলার বিয়ে নেমন্তন্ন···বাঃ বাঃ

পিয়াল বনের ফুলের মধু—
　　আমার বঁধুর ঠোঁট দু'খানি
পলাশ রাঙা হার মেনে যায়
　　গোলাপ বলে হার যে মানি।

(শীলার চিবুক ধরে আদরের সঙ্গে গাইলে) কেমন না ?

শীলা। উমাদি তুমি এতও জান...

উমা। জানব না—রবিঠাকুরের গানের যুগে জন্মেছি,

Back-date হয়ে যাব।...তা এমন আগোটা ফুলের বোঁটায় টোকা মারলে কেলো! অভিনন্দনের গানটাতো আমাকেই গাইতে হবে, কিলো মুখখানাই তোল,—কথা কস্‌নি কেন... বলি ঠোঁটের পাপড়ি দু'টো আলগাই কর...

শীলা। তা আমায় কি কথা কইতে দিচ্ছ যে জবাব দেব... তুমি ত একাই সব সখী-সম্বাদটা গেয়ে দিলে...আমাকে ত আর গাইবার অবসর দাওনি...

উমা। বল ত বোন্! শুনি,—নামটী কি সে তার...

যার রূপের ঝলক এসে তোমার
খুলে দেছে দ্বার...

শীলা। (খুব গম্ভীর অথচ মিষ্টি হাসির সঙ্গে) নামটা বলতেই হবে...

উমা। বলি এখন ত...মনে মনে যাব নাম জপ হচ্ছে। সে নাম উচ্চারণ করলে মহাপাতক হয় না...শুনি।

শীলা। নি-র-ম-ল!

উমা। নির্ম্মল! কে নির্ম্মল! ও! হাহা-হাহা—হাহা-হাহা হাহা-হাহা (আহ্লাদ বাইরে ভেতরে হতাশা দু'য়ের মিশ্রিত ভঙ্গীতে—হাসতে হাসতে) বাঃ! বাঃ, চমৎকার! চমৎকার! মাসি! মাসি চমৎকার। হাহাহাহা...ঠিক হয়েছে...হাহাহাহা... মাসি মাসি!... (নিখিলের মার প্রবেশ)

নিখিলের-মা। কি লো অত হাসছিস কেন?

উমা। হাহাহাহা—হাহাহাহা...

নিখিলের-মা। আরে কি হ'ল কি, হেসে যে একেবারে লুটিয়ে পড়লি।

উমা। নির্ম্মলের সঙ্গে শীলার বিয়ে - হাসব না আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে নিখিলদা ও নিখিলদা—নিখিলদা...

(নিখিলের প্রবেশ)

নিখিল। আমায় ডাকছ দিদি!

উমা। এক জোড়া পাঁয়জোর কিনে দিতে হবে, গড়ান পাওয়া যায় না?

নিখিল। তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পাঁয়জোর কি হবে দিদি!

উমা। নির্ম্মলের সঙ্গে শীলার বিয়ে, আমি যৌতুক দেব··· পাঁয়জোর পরবি ত ভাই শীলা—পরতে হবে কিন্তু···

শীলা। উমাদি কি পাগল হলে না কি...এটা যৌতুক না কৌতুক···

উমা। কৌতুক নিশ্চয়ই নয়···একেবারে সত্যি—সেরেফ এক জোড়া পাঁয়জোর···বাজবে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম...এতখানি সহজ জীবনে কখন হয়নি...পাগল কেন হব লো...আমি ত বলছি নিখিলদা, আজ যে মায়ের জন্মদিন, আজ আমার সব শুভ হবে...এই নাও নিখিলদা...(ড্রয়ারের ভেতর থেকে চাবি খুলে —ব্যাঙ্কের পাশ-বই বার করে) এই নাও নিখিলদা···কত টাকা লাগবে—একশ টাকায় হবে না? হবে···এই নাও আমি সই

করে দিচ্ছি...হ্যাঁ রতনের একটা ভাল পোষাক করে দিতে হবে··· রতন! রতন! কি রকম পোষাক নিবি বল...

রতন। কেন, পোষাক কি হবে?

উমা। আরে শীলাদির বিয়ে, তোর নির্ম্মলদার সঙ্গে···

রতন। দূর, তা কেন।

উমা। হ্যাঁরে সত্যি, শীলাদি তাই নেমন্তন্ন করতে এয়েছে···

রতন। নির্ম্মলদার সঙ্গে, দূর তা কেন...

(বিহারীবাবুর প্রবেশ)

বিহারী। নির্ম্মলের সঙ্গে কথা হল না, তার সরকারকেই বলে এলাম যে, বেলা চারটের পরই ভাল সময় দেরী যেন না হয়, আর নির্ম্মলের মার সঙ্গেও দেখা হল না. মাকে নিয়ে নির্ম্মল নেমন্তন্ন করতে গেছেন···হ্যাঁ শীলা, তুমি বলেছ উমাকে···তাহলে মা রতনকে নিয়ে যাবে, আজকেই engagement আশীর্ব্বাদ হবে। এই মাসেই বিয়ের দিন স্থির হবে। নির্ম্মলের মার ভারি ইচ্ছে। তবে তোমার শরীরটা এখনও ঠিক···

উমা। আমি বেশ সেরেছি জেঠামশায়, আর তা না হলেও একদিকে আমার বন্ধু, আর এক দিকে শীলা, এত নেমন্তন্ন না করলেও আমি যাব, যেতাম···নিশ্চয়ই যাব।

বিহারী। চারটের সময়···

উমা। আমি তার আগেই যাব...আমি গিয়ে শীলাকে সাজিয়ে দেব। নিখিলদা তোমাকে শুধু স্যাকরাবাড়ী গেলে হবে না, মালি বাড়ীও আবার যেতে হবে।

বিহারী। এস শীলা, আমাকে আবার আরো দু' তিন জায়গায় যেতে হবে, সন্তুর ওপর ওদিককার ভার দিয়েছি।

উমা। আসুন জেঠামশায়, আমি শীলাকে দেখেই বলেছি, যে, ঠিক বিয়ের কনে দেখাচ্ছে...হাহাহাহা—

[বিহারীবাবু ও শীলা উমার হাসির শব্দে একবার চমকে ফিরে তাকালেন]

উমা। হ্যাঁ দেখুন জেঠামশায়, সন্তুর বিয়েটাও এইবার দিয়ে দিন·· আপনিও নিশ্চিন্ত হন—আর···

বিহারী। হ্যাঁ মা, সেটাও একরকম ঠিকই করেছি, দেখি—কোনটাই কিন্তু মানুষের হাতে নেই, মা—যা হবার তা হবে ..

শীলা। উমাদি! আসি তবে, রতন যেয়ো ভাই কেমন··· উমাদি একটা কথা...

উমা। কি রে শীলা...

শীলা। আচ্ছা থাক, পরে বলব···আসি তবে, যেয়ো···

[বিহারীবাবু ও শীলার প্রস্থান।

উমা। নিখিলদা তাহলে খাওয়া দাওয়া করে নাও ..

নিখিল। তুমি !

উমা। আমি এসব গুছিয়ে তারপর—এইত খেলাম··· রতনকে খাইয়ে দাও গে মাসি... (নিখিল ও রতনের প্রস্থান)

নিখিলের-মা। হ্যাঁরে উমা, এটা কি রকম হল।

উমা। কিসের কি রকম মাসি ?

'নিখিলের-মা। বলি, এই শীলার সঙ্গে...

উমা। Freedom first, freedom second, freedom last, মন্দ কি স্বাধীন থাকা যাবে।

নিখিলের-মা। তুই বাছা বড় বোকা মেয়ে···

উমা। আর যা বল, তা বল মাসি বোকা বল না। বোকা নয় মাসি, তুমি বুঝলে না—নির্ম্মলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেইটে উল্টে আমার মুখের ওপর অপমান করে গেল শীলা। তার ভাইকে আমি গায়ের জোরে কটূ বলেছিলাম, সে তারই শোধ দিতে এসেছিল, তাই পাঁয়জোর উপহার বুঝলে মাসি...

নিখিলের-মা। কিন্তু...

উমা। এর আবার কিন্তু কিসের···

নিখিলের-মা। নির্ম্মল অমন ভাল ছেলে, আর অবস্থাও তেমনি, রাজা বললেই হয়।

উমা। রাজার রাণী হবার মত কেরামতি হয়ত আমার নেই। তুমি কি বলতে চাও মাসি···যে আমি তাকে গিয়ে বলব···ওগো আমার ভাল ছেলে, আমায় বিয়ে কর—আমি তোমার রামধনুর রঙে রঙিন হব, যে রঙ মাখাবে সেই রঙই মাখব...

নিখিলের-মা। তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বাছা...তবে আমরা আশা করেছিলাম···

উমা। আশা করলেই কি সব হয়। আমি যে সংসারের কত আশা করেছিলাম, তা কি আমার হয়েছে? মা করেছিল,

তুমি করেছিলে, হয়েছে ? বল...তবে ? প্রেমে পড়া কবিদের কাব্যের ছন্দে জগত চলে না, বুঝলে মাসি।

নিখিলের-মা। কিন্তু এ বিয়েতে তুই যাবি কি করে ?

উমা। কেন যাব না, বল ? লজ্জাই বা কিসের দুঃখইবা কিসের বল ? মাথা উঁচু করেই যাব···তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়ায় হারিনি—বিয়েতে না গিয়ে বেকুবী করব কেন ?—যে দেশের মেয়ে আঁচলের মধ্যেই নিজের পরিচয় রাখে, আমি সেই দেশেরই মেয়ে—সীতা যেচে রামচন্দ্রকে বরণ করেনি, বাড়ী বয়ে এসে ধনুর্ভঙ্গ পণ দিয়ে তবে সে মেয়েকে নিয়ে যেতে হয়েছিল—

নিখিলের-মা। নির্ম্মলের এ কাজটা কিন্তু ভাল হল না—

উমা। কেন ? ভাল মন্দ কিসের মাসি—তার যদি ইচ্ছে হয়, সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যাব কেন ? আমি নিজের স্বাধীনতাও বর্জ্জন করতে চাইনে, অন্যের স্বাধীনতাও বর্জ্জন করাতে চাইনে, অন্যের স্বাধীনতাও বর্জ্জন করতে বলিনা—

নিখিলের-মা। তা যাই হোক—শীলাও মেয়ে আর তুই—তোর সঙ্গে শীলার তুলনা—

উমা। বোঝ না কেন—আহাঃ—আমি যে ভাল লোকের মেয়ে নই মাসি, বাপ খুনে—আর মা—উঃ! সে যদি আমায় হীন মনে করে, আমি কি মাথা নীচু করে সেই হীনতা বয়ে তার জন্যে আগ্রহ করব! এতই দুর্লভ সে—কেন কিসের জন্যে মাসি—

নিখিলের-মা। এতদিন ত' এ ভাব কখন দেখিনি মা তাই—

উমা। তুমি জান না মাসি, মার মরার পর থেকে, আমি তার সঙ্গে মেলামেশা একেবারেই রাখিনি বললেই হয়—কেন জান, সকল সময়ই সে টাকার সাহায্য করতে চেয়েছে—প্রতি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় বুঝিয়েছে যে, সে আমার চেয়ে বড়—বাবার যে এতবড় মামলা হয়ে গেল, আমি কোনদিন তাকে বলিনি যে, এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা কর, কি বাবাকে বাঁচাও—নিজেই করছে—

নিখিলের-মা। এ বাছা তোর রাগের কথা—তোর জন্যেই সে এত করেছে ত'—

উমা। হ্যাঁ তা জানি—আমি কি বলছি যে না, আমি কিন্তু যখনই দেখা হয়েছে—তখনই সরে গেছি, অবসর নেই বলেছি, আর সত্যিই আমার অবসরই বা কোথায় ছিল মাসি—বল ? দেখ মাসি তোমার কাছে লুকবও না, লজ্জাও করব না সে মেয়ে আমি নই যে কাঁকন বাজিয়ে ঘোমটা টেনে বাসর ঘরে যাব, মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে খোলা আকাশের তলায় যাকে বলতে পারব সে তুমি—তুমিই আমার একলার, তাকে বর বলে নেব—না হলে—

[রতনের প্রবেশ]

রতন। দিদি! নির্ম্মলদা এয়েছেন ?

নিখিলের-মা। কোথায় রে ? কখন এল।

রতন। এইতো, জেঠামশায়ের যাবার একটু পরেই—নিখিলদার ঘরে বসে কথা কইছে...

[উমা কেমন যেন হয়ে গেল। খাটের বাজুটা ধরে আস্তে-আস্তে বিছানার ওপর বসে পড়ল।]

নিখিলের-মা। কি হ'ল অমন করছিস কেন মা, একে এই অসুখ সকাল থেকে ঘুর-ঘুর করছিস্...

উমা। কই না কিছুত হয়নি মাসি, শরীরটা কেমন যেন করে এল তাই।

নিখিলের মা। একে তোর শরীরের এই অবস্থা লোকের আর সময় হ'ল না—বেহারীবাবুরই বা কি আক্কেল, সব জেনে শুনে আবার নেমতন্ন করে শোনাতে আসা কেন? তুই শো শো, সেই অবধি লোকেরও ছাই বিরাম নেই...

উমা। কেন অমন করছ মাসি কিছুত হয়নি, জেঠামশায়ের কোন দোষ নেই, তিনি এসব কিছুই জানেন না, তিনি আমায় ভালবাসেন, স্নেহ করেন, তাই এসেছেন...আত্মীয় মনে করেন বলেই এসেছেন—জান মাসি তোমাদের চলে আসবার খানিক আগে জেঠামশাই ওই টাকাগুলো আমার হাত দিয়ে তোমাকে দিয়েছিলেন—

নিখিলের-মা। তিনি যে ভাল লোক, তাতে আমি না বলছি না মা, কিন্তু এটা তাঁর কি বুদ্ধি—আর তাঁর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু শীলা, সেই বা কি বলে—এ কথা তোর মুখের ওপর—মানুষের ভদ্রতা বলেও একটা।—

উমা। মেয়েটা বোকা তার জন্যে দুঃখ হয়, হে-হে সে ভাবলে আমি জিতে গেলাম। নিজের ভাগ্যে নিজে যে মেয়ে জয় করতে না পারে, পরের ওপর, অন্যের দয়াতে যাকে নির্ভর করতে হয়, তার মত দুর্ভাগ্যা আর নেই—

(দরজার কাছে এসে নিখিল ডাকলে—উমাদি! নির্ম্মলবাবু এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান...তাঁকে নিয়ে আসব কি ? উমাদি!)

নিখিলের-মা। কি বলব - নিয়ে আসবে...

উমা। কেন ? কি দরকার তাঁর ? What dose he want ?

নিখিলের-মা। সে কি লো, এসেছে যখন তখন তাকে—

উমা। মাথার চুলগুলো বেঁধে দাওত মাসি...আঃ দাও না, তুমি চুড়োর মত করে···ঘাড়ে বড় কষ্ট হচ্ছে -

নিখিলের-মা। ওকি – ও যে কেমন তর—

উমা। দেখাক গে - আসতে বল নিখিলদা।

[নির্ম্মলের প্রবেশ]

এস নির্ম্মল।

নিখিলের-মা। এস বাবা, এস, ভাল আছ -

নির্ম্মল। হ্যাঁ ভালই আছি—বৈকি, মাসি, নইলে এলাম কি করে।

নিখিলের-মা। বোস বাবা বোস—রতন, আয় ত' শোন।
(উমার দিকে একটা সতর্ক ভঙ্গী করে রতনকে নিয়ে চলে গেল)

উমা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস। তুমিও ত' নেমতন্ন করতে এসেছ!

নির্ম্মল। না—

উমা। না! সেকি? তবে? নেমতন্ন না করলে কিন্তু উপহার পাবে না বন্ধু। শীলাকেত পাঁয়জোর উপহার দেব ভাবছি। আচ্ছা কি দেওয়া যায়—কি উপহার চাও—

নির্ম্মল। আমাকে কি উপরি-পাওনার লোক বলেই মনে কর না কি?

উমা। মনে আমি কিছুই করিনি বন্ধু - ভাবছি সস্তায় কি করে ভদ্রতা রক্ষা হয়—তারি একটা সুবিধা খুঁজছিলাম, সংসারে থাকতে গেলে ভদ্রতা রাখতে হবে ত?

নির্ম্মল। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তোমার বেশ হাস্যরস আসছে ত?

উমা। ওকি নির্ম্মল! একবারে যে কাব্য-করে ফেললে, অ্যাঁ! জীবনটা যখন বলে আমি আর এ খোলোসের মধ্যে থাকব না—এতদিনের ঘরকন্না বদল করব—তখন হাসি হাসবে না, বল কি বন্ধু অ্যাঁ - হাহাহাহা—হেরে গেলে বন্ধু—হেরে গেলে…

নির্ম্মল। হেরে গেছি বলে মনে হয় না—তবে কখন কখন হেরে যাওয়াটা জেতার চেয়ে বড় বলেই মনে হয়—

উমা। সেটা অক্ষমের বন্ধু—অক্ষমের কথা! তাইত আমার দেশ অদৃষ্ট আর ভগবানের দোহাই দেয়। মোহের রঙ মাখিয়ে

সবটা দেখে, সত্যি ত' চিনলে না···তাই সত্যির চেয়ে মায়াটাই বেশী সত্যি বলে মনে কর···

নির্ম্মল। হেঁয়ালী রেখে একটু সহজ করে বলবে···

উমা। কি জানতে চাও আবার, আবারও কি, বলব, এখন' কি জের মিটল না তার, আজ কি আমার বিচারের শেষ দিন নাকি, পুরুষ কুলের পৈত্রিক সম্পত্তি মেয়েদের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া—

নির্ম্মল। আমি তোমার বিচারকের আসনও নিইনি, আর কৈফিয়ৎ চাইতেও আসিনি···একদিন শপথ করে...

উমা। হাহাহাহা... কিসের শপথ বন্ধু···আমি তোমার শপথ মনে করিয়ে দিচ্ছি নি...ভোলে যে সে অমনিই ভোলে, যে ভোলে না, সে কখন ভোলে না...

নির্ম্মল। আমি যে ভুলে গেছি, বা ভুলিছি এটা কি করে বুঝলে···

উমা। হায়! হায়! মেঘ ঢাকা ও মুখ খানিতে
চোখ ভরা যে জল···
বন্ধু আমার, বন্ধু আমার—বন্ধু আমার
আবার কিসের ছল!···

চোখের জল ত আমাদেরই একচেটে ছিল, এ আবার কি হ'ল··· সত্যিও জানতে চাইবে, কৈফিয়ৎও চাইবে, আবার আমাদের চোখের জলটাও কেড়ে নেবে...তাহলে আর আমাদের থাকে কি?

নির্ম্মল। আর কত দুঃখ দেবে উমা ?

উমা। ভুল করছ বন্ধু, দুঃখ আমি দিইনি...নিজের রচা দুঃখকে যদি বাঁচাতে চাও, দুঃখের মূল্য দিতে হবে।

নির্ম্মল। আমায় এ দুঃখ থেকে বাঁচাও, দোহাই তোমার।

উমা। তোমার আবার দুঃখ কিসের—আমি ভেবেই পাইনে নির্ম্মল যে, তোমার আবার সত্যিকারের দুঃখ থাকতে পারে, ভুল বলছ।

নির্ম্মল। ভুল বলনি উমা, যে দুঃখ, যে হাহাকার আমার ভেতর জ্বলে-জ্বলে উঠছে·· তুমি···

উমা। কিসের দুঃখ বন্ধু তোমার ? তোমার মা আছেন, তোমার অর্থ আছে, সংসারে প্রতিষ্ঠা আছে ··

নির্ম্মল। মা আছেন সত্যি, কিন্তু সংসারে অর্থ আর প্রতিষ্ঠা দিয়ে মানুষের দুঃখ কি ঘোচে···

উমা। ঘোচে না, অ! তা আর' ত আছে...

নির্ম্মল। কি আছে ?

উমা। (একটু হাসি ও চোখের ভঙ্গীতে) দীপ্তি আছে, শীলা আছে, আরও হয়ত কত...

নির্ম্মল। হ্যাঁ দীপ্তি আছে, শীলা আছে, টাকা আছে, গাড়ী আছে আরোও আছে, তোমারও অনেক আছে।

উমা। আমার কি আছে ?

নির্ম্মল। কেন নিখিল আছে আরো হয়ত—

উমা। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে—আছে, যাক্ এই কথাটা বলবার জন্যেই কি তবে এসেছ—তাহলে আসতে পার, Good bye !

নিৰ্ম্মল। To hell with দীপ্তি! কেন তুমি বার বার দীপ্তি-দীপ্তি করে আমাকে এমন ঘা দাও। কে দীপ্তি? যে তার কথা—বাড়ীতে তোমার দেখা পেতাম না—দীপ্তিদের বাড়ীতে গেলে, অন্ততঃ তোমায় দেখতে পাব বলে যেতাম, তুমি যে তাই সেইটেকে এমন ভাবে নিতে পার, তা তোমার পক্ষে সম্ভব বলে আমিত কখন মনে করতে পারিনে।

উমা। আমাকে দেখবার জন্যে!

নিৰ্ম্মল। ওই তোমায় দেখতে পাব বলে আর তুমি ··

উমা। নিজের অধিকার যদি তুমি নিজেরই দুর্ব্বলতায় ম্লান করে দাও—তবে—সে অধিকার আমি কি দিয়ে রক্ষা করব বল···ফাঁকিতে সংসার চলে না বন্ধু, ভালোবাসা একটী মাত্র জিনিস যা সংসারের ফাঁকটা জুড়ে দেয়...

নিৰ্ম্মল। যদি আমি ভুল করে থাকি, যদি সেদিন সকল কথা না বুঝে তোমার ভালোবাসার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে থাকি, ছোট করে থাকি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর'···(পায়ের কাছে বসে পড়ল)

উমা। ওঠ নিৰ্ম্মল! মাসিমা ওখানে হয় ত আছেন, কি কর, কি কর, কি মনে করবেন...তুমিত কোন অপরাধ করনি যে মার্জ্জনা চাইচ···আবার তোমার এ মোহ কেন?

নিৰ্ম্মল। সত্যে আর প্রয়োজন নেই, এই মোহই যেন

আমার চিরকাল থাকে এই আমার ভাল—তুমিত জান উমা যে তুমি আমার কি!

উমা। আর তুমি জান না—যে, উমার স্বাতন্ত্র, উমার আকাঙ্খা, উমার অধিকার, উম্যর গর্ব্ব, উমার জীবনের সর্ব্বোত্তম সাধনার কোন মূল্য নেই, তোমাকে বাদ দিলে—

নির্ম্মল। সেদিন ত' একথা বলনি...

উমা। কেন বলব—চক্ষুই একমাত্র দ্রষ্টা মনে কর কেন, চিত্ত বলেও একটা পদার্থ আছে, পুরুষের সঙ্গে যে এক সঙ্গে লেখা-পড়া শেখে, সমান তালে পা ফেলে—তাদের সেটাকে দম্ভ বলে মনে করলে কেন?

নির্ম্মল। তা মনে করিনি।

উমা। তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না

নির্ম্মল। আমি অবিশ্বাসত করিনি।

উমা। তবে কিসের জন্যে আজ শীলার এ নেমন্তন্ন?

নির্ম্মল। আমার নিজের ইচ্ছেয় নয়। মা জোর করে...

উমা। হাসালে নির্ম্মল...

নির্ম্মল। সত্যিই মা জোর করে আজ বলেছেন বিয়ে আমায় করতেই হবে...

উমা। বেশ বিয়ে কর—কে তোমায় বারণ করছে...

নির্ম্মল। কাকে?

উমা। যাকে তোমার প্রাণ চায়, আমিত ঘটকী নই যে অঘটন ঘটাব...

নির্ম্মল। যাকে আমার প্রাণ চায়, ?

উমা। হ্যাঁগো তাই, উমা, কখন দু' কথা বলে না...

নির্ম্মল। তবে যাকে আমার প্রাণ চায়, তাকেই...

(উমার হাতটা টেনে নিয়ে তার আঙুলে আঙটী পরিয়ে দিলে)

এই তবে তারই...

[নেপথ্যে সাঁক বেজে উঠল। নির্ম্মলের মা ও নিখিলের মা প্রবেশ করলে]

নির্ম্মলের মা। দুষ্টু মেয়ে যার সঙ্গে ঘর করতে হবে সারা জীবন তার সঙ্গে কি এমনি করেই ঝগড়া করতে হয়রে বাছা !

[উমা ও নির্ম্মল উভয়ে মাকে প্রণাম করলে। নির্ম্মলের মা ধান দুর্ব্বা দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন]

নির্ম্মলের-মা। চিরায়ুস্মতী হও, স্বামীর ঘর আলো করে ঘরের লক্ষ্মী হয়ে চিরদিন থাক।

(উমার গলায় একছড়া মুক্তার মালা পরিয়ে দিলেন)

নির্ম্মলের-মা। বোকা ছেলে কেন মেয়েটাকে এত দুঃখ দিলি ?

(নিখিলের প্রবেশ)

নিখিল। নির্ম্মলবাবু। আপনি যে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে, আমার উমাদিদিকে গ্রহণ করলেন, এতে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হলাম। আমার বুকখানা আজ দশ হাত হয়ে গেল।

নির্ম্মল। নিখিলদা—

নিখিল। ভাই ! (রতনের ছুটতে ছুটতে প্রবেশ)

রতন। দিদি ! দিদি ! বাবা ! বাবা ! এয়েছে—

(হরিশের প্রবেশ)

হরিশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—এই যে উমা—এই যে—

উমা। বাবা ! বাবা ! একি হয়ে গেছ, কোথায় ছিলে বাবা ! এতদিন—

হরিশ। পাখির বাসা ভেঙে পথে ফেলে দিয়েছিলাম··· পথ পথ পথ·· হেঁ হেঁ হেঁ ভাত আছে অ্যাঁ···বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে মা·· আজ ক'দিন খাইনি···পয়সা দিলেও ভাত দেয় না, পাগল শুনে বলে তাড়িয়ে দেয়, সবাই মারতে আসে · ক্ষিধে কিন্তু কিছুতেই শোনে না, সেদিন খেতে বসেছি, কোথা থেকে গগন এসে দাঁড়াল, তোর মামা গগন আর খাওয়া হ'ল না···আমায় চারটী ভাত দিতে পারিস · মা।

নির্ম্মল। বাবা, আপনি চলুন · আমরা আপনার সব ব্যবস্থা করছি···

হরিশ। ভাত দিচ্ছে না, ভাত দিলে না, ক্ষিধে পেয়েছে যে···(চীৎকার করে উঠল।)

রতন। বাবা ! বাবা ! তোমার ক্ষিধে পেয়েছে···বাবা, মাসি মাসি, বাবার যে ক্ষিধে পেয়েছে বাবা ! বাবা !

হরিশ। কে রতন বাবা, রতন ! রতন !

রতন। বাবা ! বাবা !

হরিশ। ও তুমি নির্ম্মল না? তুমি নিখিল ··অ্যাঁ তুমি এখানে অ তোমরা –

রতন। বাবা তুমি এস, ওঘরে খাবার আছে, তোমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে বাবা। আমি মাসিমাকে বলছি।

হরিশ। রতন! বাবা! রতন!

রতন। বাবা! বাবা!

হরিশ। আজ এখানে কি?

উমা। আজ মার জন্মদিন।

হরিশ। অ! আজ তার জন্মদিন, ফুল দিয়ে তাই তোমায় সাজিয়েছে···তুমি দেখছ, তুমি দেখছ···শুনছ···রতন আমায় বাবা বলে ডাকছে···তোমরা শুনছ···

উমা। বাবা! আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন···

হরিশ। তুমি অনুমতি দাও, তোমার রক্তে এ হাত— মার্জ্জনা কর—আমায অনুমতি দাও, ওদের শুধু আশীর্ব্বাদ করব —অনুমতি দাও নীলা! নীলা! তুমি অনুমতি দিচ্ছ অ্যাঁ আমি আশীর্ব্বাদ করব...(ফিরে এসে) তোমবা সুখী হও আমি আশীর্ব্বাদ করছি - তোমবা সুখী হও!

(যবনিকা পতন)